শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্য ॥

প্রথম খণ্ড।

কবিরাজ
শ্রীসারদাপ্রসাদ ধর কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।
সন ১৩৩৯ সাল।
৮ই মাঘ।

মূল্য এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
শ্রীসারদাপ্রসাদ ধর।
পোঃ খাগড়া, গৌরাঙ্গতলা,
(মুর্শিদাবাদ)

সৈদাবাদ,
প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—
শ্রীবিপিনবিহারী দাস প্রিণ্টার
দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

স্বর্গীয় পরমারাধ্য ৺ক্ষেত্রনাথ ধর
পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে
উৎসর্গীকৃত।

গগন হইতে অত্যুন্নত,
স্বর্গ ধর্ম্ম জ্ঞানমূর্ত্তি।
সর্ব্বদেবতা যোগ তপ ধ্যান,
তব গো স্বরূপ তোমার স্ফূর্ত্তি॥
শ্রীমুখে তোমার অমোঘ আশিষ,
হৃদয়ে স্নেহ পীযূষ কক্ষ।
হস্তে নিত্য অভয় আশ্বাস,
চরণে তোমার বিপুল মোক্ষ॥
সঞ্চিত পাপে বঞ্চিত সুত,
শৈশবে শ্রীপদারবিন্দ।
দুস্কৃতের নাহি সুকৃতির লেশ,
পিতৃচরণ পূজনানন্দ॥
তাই সে সন্তাপ প্রশমন তরে,
তব অভাজন তনয় অকৃতী।
করিল অর্পণ হরিলীলামৃত,
উদ্দেশি তোমার পুণ্য স্মৃতি॥

অধম সন্তান।



পৃষ্ঠপোষক

শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ ধর।

কৃতজ্ঞতা।

অত্র জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত খাগড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী সাহিত্যানুরাগী, ধর্ম্মপ্রাণ, শ্রদ্ধাস্পদ **শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ ধর** মহাশয়ের সম্পূর্ণ আন্তরিকতায় ও গভীর সহানুভূতি প্রকাশে মদীয় বহু যত্নে বঙ্গভাষায় বিরচিত গ্রন্থ **শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্য** অদ্য সর্ব্ব সাধারণে প্রকাশিত হইল। এরূপ সৌভাগ্যোদয় আমার দুর্ভাগ্যময় জীবনে পরমানন্দের একটী নূতন অধ্যায়। স্বীয় অর্থাভাব নিবন্ধন উক্ত কাব্যের পাণ্ডুলিপিখানি লইয়া কমলার বরপুত্রগণের দ্বারে দ্বারে দীর্ঘদিন যাবৎ আবেদন নিবেদন করিয়া হতাশায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিলাম; তাহাতে লাভ হইল পণ্ডশ্রম, প্রকাশ পাইল আত্মার দীনতা, এবং সূচিত হইল দীনের প্রতি ধনী-সমাজের নির্ম্মম উপেক্ষা। পরিশেষে আমি এই প্রাণবন্ত গুণগ্রাহী **বাবু রাধাকৃষ্ণ ধরের** পৃষ্ঠপোষকতায়, চিরস্মরণীয় মহোপকার লাভ করিয়া গভীর-কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান সকাশে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করিতেছি।

বিনীত গ্রন্থকার।

মুর্শিদাবাদ, ডাহাপাড়া।

জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপীগরিয়সী।

দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে? স্নেহময়ী জননীর স্নেহাশীষ হইতে অসময়ে বঞ্চিত, দারুণ দুষ্কৃতিবশতঃ গৌরবশালিনী জন্মভূমিও বিরূপা। যে জন্মভূমি একদিন তাঁহার সুকৃতী সন্তান নবাব, বাদশাহ, জগৎশেঠ, বঙ্গাধিকারী প্রমুখের আনন্দোৎসবে মুখরিত ছিল, এবং কালে যে নগরী বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়া, মন্দাকিনী সদৃশ জাহ্নবী বক্ষে দ্বিতীয় অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইত, আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুখ-সৌভাগ্য-শালী সেই বিশিষ্ট সন্তানগণের তিরোধানেই যেন হৃতসর্ব্বস্বা মাতৃভূমি শোকে ক্ষোভে মুহ্যমানা। এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া জননী জাহ্নবীও যেন সমবেদনায় মলিনা কৃশা। জননী গো! যখন তোমার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমানের দৈন্তভরারূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন একটা অসহনীয় তীব্র যাতনায় হৃদয় শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে, নেত্র অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। অনতিক্রমনীয় অক্ষমতা হেতু প্রতিকারে অসমর্থ। কি দিব কিছুই ত' নাই মাতঃ! দীনের একমাত্র আন্তরিক দৈন্তপূর্ণ ভক্তি অর্ঘ্য স্নেহপরবশ হইয়া গ্রহণ কর, প্রণাম লও।

দীন সন্তান—সারদা।

নিবেদন।

পঞ্চ সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যুগপাবন যে পরমাত্মা জগতের হিতার্থে পুণ্যশ্লোক মহাতপা বসুদেব গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার চরিতমালা, প্রাচীন ও আধুনিক নানা ভক্তিগ্রন্থে পূর্ব্বাচার্য্যগণ নানা ছন্দোবন্ধে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, সনাতন হইলেও চির নবীন সেই নিখিল জগদাধার পরম পুরুষ বাসুদেবের সুমধুর রসলীলামৃত বর্ণনা করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য করিবার আকাঙ্খা, মাদৃশ অনভিজ্ঞের পক্ষে তৈলপায়িকার পক্ষী প্রয়াসের ন্যায় দুরাশা ব্যঞ্জক; তবে পাঠক পাঠিকাবর্গ প্রশ্ন করিতে পারেন, তোমার এ ব্যর্থ প্রয়াস কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই; আমার অন্তর্নিহিত আনন্দময় পুরুষের অলঙ্ঘ্য অনুপ্রেরণাই আমাকে এই সুদুষ্কর কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আশা করি সহৃদয় সুধী পাঠক পাঠিকাগণ, এই গ্রন্থখানির গুণাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রুটি বিচ্যুতি সকল মার্জ্জনা করিয়া দীন গ্রন্থকারকে কৃতার্থ করিবেন। সময়ের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ অত্র গ্রন্থের কোন কোন স্থানে কিছু কিছু ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল, বারান্তরে সংশোধনের চেষ্টা করিব। অনন্তর জ্ঞাতার্থে নিবেদন "শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্যের" দ্বিতীয়খণ্ড অত্যল্পকাল মধ্যে প্রকাশের সম্ভাবনা আছে, এখন ভগবান কি করিবেন জানি না।

আমার পরমপূজনীয় শিক্ষাগুরু কবিরাজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাব্য-পুরাণতীর্থ মহোদয় "শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্যের" আদ্যোপান্ত সংশোধন পূর্ব্বক গ্রন্থখানিকে সঞ্জীবিত করিয়া চিরস্মরণীয় উপকারে আমাকে ধন্য করিয়াছেন

আমার পূজনীয় বন্ধুবর বহু গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীনাথ মজুমদার ডাক্তার হোমিওপ্যাথ এল, এম, এস, এইচ মহাশয় "শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্যের" ভূমিকা প্রদানে যথেষ্ট হিতৈষণার কার্য্য করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

কাশিমবাজার মহারাজ পুরোহিত পূজনীয় সুহৃদবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কাব্যবিশারদ ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় গ্রন্থ রচনা কালে নানা উপদেশ প্রদান করতঃ উৎসাহ দানে বাধিত করিয়াছেন।

বিশেষ শ্রম সহকারে কাশিমবাজার মহারাজার প্রেসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রুফ সংশোধন করিয়া যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য গ্রন্থখানির যথাযথ চিহ্নাদি প্রদান করতঃ সহানুভূতি প্রকাশে পরম উপকৃত করিয়াছেন।

সৈদাবাদ প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্ম্মীবৃন্দ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সরকার, এবং প্রিন্টার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস প্রভৃতি মহাশয়গণ সমধিক ভদ্র ব্যবহারে ও সহানুভূতি সম্পন্ন হৃদয়ে অত্র কাব্যগ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সমাধা করিয়াছেন।

চির কৃতজ্ঞ

শ্রীসারদাপ্রসাদ ধর।

ভূমিকা।

আমি লোলিতচর্ম্ম স্খলিতপদ পলিতকেশ গলিতদন্ত বৃদ্ধ ; কর্ম্মজীবনের অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ খেয়ার প্রতীক্ষায় নদীকূলে বসিয়া আছি। পরপারে উত্তরিতে তরণীতে পা দিয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অত্রাবস্থায় আবার পিছন হইতে আহ্বান, একি ? বন্ধু-সারদা ভায়া এখনো আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছেন না। তিনি যে অত্যুৎকৃষ্ট "শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্যখানি" লিখিয়া স্বীয় অমৃতময়ী লেখনীর ক্রীড়া সাধ পূর্ণ করিয়াছেন, তাহারই ভূমিকা লিখিবার নিমিত্ত আমাকে বারংবার অনুরোধ আরম্ভ করিয়াছেন। এ অনুরোধপূর্ণ পাছু ডাকে অবহেলা করিবার সাধ্য এ বৃদ্ধের নাই। কারণ এ আদেশ যে বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্য্যার আদেশের মত অলঙ্ঘ্য। কাজেই লিখিতেই হইবে। কিন্তু আমার লেখার প্রধান অন্তরায় যে আমি আজীবন কেবল নীরস চিকিৎসা শাস্ত্র বিশেষতঃ অতি দুর্ব্বোধ্য হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র লইয়াই যৎকিঞ্চিৎ অনুশীলন ও লেখালেখি করিয়াছি কিন্তু এরূপ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত মহাকাব্য গ্রন্থাদির বিষয়ে বিন্দুমাত্র চর্চ্চাও করিবার সৌভাগ্যলাভ করি নাই। ইহাতে যে পরিমাণ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন তাহাতে আমার দন্তস্ফুটই চলিবে না, তারপর দন্তই বা আমার কোথায় ?

তবে কথা এই যে কতকগুলি হাজে বাজে কবিতা লিখিতে দেখিয়া, এবং তজ্জন্য আত্মপ্রসাদ লাভজনক বাহ্বাস্ফোটন পরিজ্ঞাত হইয়া আমার দর্পটা চূর্ণ করণাভিপ্রায়েই সারদা ভায়ার এই চাতুরী। যা'হোক আমার ক্ষুদ্রতম শক্তিতে যতটুকু হয় আমি তার চেষ্টা করিব, কিন্তু এ যে মূষিকের

স্কন্ধে পর্ব্বতের ভার অর্পণ পূর্ব্বক উপহাসের প্রচেষ্টা, সেইটা পাঠকবর্গকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত এই নীরস গল্পটুকুর অবতারণা।

বন্ধুবরের কাব্যখানির নাম "শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্য" আহা কি মধুর নাম! "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। এ টি হিন্দুশাস্ত্রের সার সত্য কথা ভগবদ্ভক্ত মাত্রেই এ কথা স্বতঃই মানিয়া চলেন। শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান একথা হিন্দুর মর্ম্মে মর্ম্মে বিজড়িত। কৃষ্ণনামে হিন্দুর প্রাণ স্বতঃই উথলিয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণের ভগবান ভাবে ভক্তি বিশ্বাস বহু প্রাচীন-কাল হইতেই ভারতবর্ষে অতি প্রবল আছে; কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার সংঘর্ষে সেই বিশ্বাস সামান্য পরিমাণে দুর্ব্বল করিয়াছে বটে, কিন্তু এ নিগূঢ় তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ইহা অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়ভাবেই বিরাজ করিতেছে ও করিবে।

ধর্ম্ম—ধৃ ধাতু ধারণে,—ধর্ম্মের, বলেই মানব সমাজ ধৃত বা সংরক্ষিত অবস্থায় উৎকর্ষ লাভ করে। সুতরাং ধর্ম্মেই উন্নতি ও উৎকর্ষ, আর অধর্ম্মেই অবনতি বা পতন। এই নিমিত্ত ধর্ম্মভাবটা মানবজীবনের সুস্থভাব। অধর্ম্মটা—অস্বাভাবিক এবং অসুস্থভাব। সত্য সত্ত্বা ও বিধানের নামান্তরই ধর্ম্ম। অন্নজল অপেক্ষাও ধর্ম্ম সমধিক প্রয়োজনীয়। এই ধর্ম্মের যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনি মানবাত্মা ভীষণ যাতনায় অস্থির হইয়া নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া খাইতে থাকে। সে সময় স্বয়ং ভগবান ব্যতীত অপর কেহ পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হয় না।

পৃথিবীর উপর দিয়া কত সমাজ, কত ধর্ম্মসম্প্রদায়, কত প্রকার চাকচিক্য প্রদর্শনের প্রয়াস পাইল, কিন্তু নীরদকোলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় কোথায় তাহাদের অস্তিত্ব অচিরে বিলীন হইয়া গেল। অথচ প্রভাকরের প্রখর প্রভাবযুক্ত অবস্থায় রহিল—ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মের অনুযায়ী এই হিন্দুজাতি।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মহানীকর প্রত্যেক বিপ্লব্ হইতেই একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই তিনি ভারতের প্রাণ। ধর্ম্মবিপ্লব সমাজবিপ্লব নীতিবিপ্লব যে কোন প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইলেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যে জাতির মূল মন্ত্র—পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমস্তপঃ সেই জাতির অধিপতি হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী কংস আপনার পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মপালনে ব্যভিচার অপেক্ষা ধর্ম্মবিপ্লব আর নাই। সৌভ্রাত্রের পরিবর্ত্তে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণকে বঞ্চনা কৌশলে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, অনন্তর জরাসন্ধ শঙ্কর পূজার অছিলায় নরবলি প্রদান ও অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেন; তারপর মহা অত্যাচারী শিশুপাল প্রভৃতি বহু দুরাচার কর্ত্তৃক যখন ধর্ম্মের মহাবিপ্লব উপস্থিত হয় তখনি দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, একমাত্র সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা যে ভীষণ ধর্ম্মবিপ্লব নিরাকৃত হইতেই পারে না এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত।

আবার অধুনা মানবধর্ম্ম গগনে শশী তারকাবিহীন নিবিড় জলদাবৃত ঘোরান্ধকারের মধ্যে, সৃষ্টিনাশা বৃষ্টিধারা অবিরল প্রবাহিত হইতেছে; দুষ্টা দামিনী ফণিনী হাসিতে হাসিতে ত্রাসে লুকাইতেছে, এদিকে তন্দ্রাবিহীন নয়নে মানবগণ অতীব কাতর অন্তরে ও অশ্রুনিঝরে আলুলায়িত প্রাণে ভগবানকে পরিত্রাহী রবে আহ্বান করিতেছে, নিবিড়ান্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ মাঝে দুঃখ-কাতর-চিত্তে আমার বন্ধুবর প্রেমিক ভাবুক, সেই বিশাল উরস তেজোময়বপু, পদ্মপলাশলোচন ভয়ত্রাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা "শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ" নামে উচ্চস্তরীয় বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করতঃ আর্ত্তগণের অভয়পদ স্মরণ করার সুযোগ করিয়া দিয়া, পরম দেশহিতৈষণার কার্য্য করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের গ্রন্থখানির ভাষা এবং ভাব যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহাতে পাশ্চাত্যরুচিসম্পন্ন আধুনিক ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তৎসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের, আর কিণ্ডারগার্ডেন নামক প্রথার শিক্ষাপ্রাপ্ত জনগণের মহা বিরক্তিজনক হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বঙ্গভাষা বা মাতৃভাষা শিক্ষাভিলাষীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদভাবে ইহা উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যরূপে পরিগণিত হইলে দেশও উপকৃত হইবে, এবং কৃষ্ণ নাম হেলায় কীর্ত্তিত হওয়াতে জাতীয় মঙ্গল সংঘটিত হইয়া আহার ঔষধ দুইপ্রকার কার্য্যই সাধিত হইবে।

এক্ষণে ভয়ত্রাতা শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংক্রান্ত পুস্তক সমাজে সমাদৃত হওয়া নিতান্তই কর্ত্তব্য। কাব্যরসের সুরসিক ও ভাবুক সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা যে নিতান্তই রুচিকর পথ্য হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবসর নাই। অলমিতি বিস্তরেণঃ।

গুণালোক প্রদাদোষঃ প্রদোষ নাশিচন্দ্রিকা।
রাজতে পুস্তকনাম কৃষ্ণায়ণ সুতন্ত্রিকা॥

শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।
খাগড়া, ঘাটবন্দর।

নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

প্রার্থনা।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বৈদান্তিণো-
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ংনো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ

শিবজ্ঞানে যাঁরে করেন অর্চ্চনা,
শৈব সাধক ভক্তিমান্।
বৈদান্তিক ব্রহ্ম স্বরূপে,
যাঁহার ধেয়ানে নিরত প্রাণ॥
বৌদ্ধ মুগ্ধ বুদ্ধ বলিয়া,
ধর্ম্ম যাঁহার অহিংসক।
কর্ত্তা বলেন নৈয়ায়িকে,
কর্ম্ম বলেন মীমাংসক॥
জৈনধর্ম্মী ভক্ত যাঁহারে,
বলে অর্হত ভক্তত্রাণ।
সেই অনন্ত বিগ্রহ হরি,
অভীষ্ট মোদের করহ দান॥

দীন—গ্রন্থকার।

বাণীবন্দনা।

কুন্দ-ইন্দু তুষার-হার সিতোজ্জ্বল বরণে।
বীণা-দণ্ড মণ্ডিত ভুজে। রজত-শুভ্র-বসনে।
ব্রহ্মাচ্যুত চন্দ্রচূড়াদি সুর-শীরষ বন্দিতে।
বন্দে দেবি! জননী বাণি! মূর্খ দুঃখ খণ্ডিতে।

কৃপাপ্রার্থী সন্তান
সারদা—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণকাব্য।

সর্গ।

জন্মাষ্টমী

গভীর প্রাবৃটকাল আঁধার রজনী,
কৃষ্ণপক্ষ, ভাদ্রমাস; রুদ্র বায়ু বেগ,
ঘন ঘন-ঘটাজালে গগন মণ্ডল
সমাচ্ছন্ন, অষ্টমীর অর্দ্ধ শশধর
লুপ্ত তথা তারাদল অর্দ্ধনিশাকালে।
মাঝে মাঝে হাসিতেছে চঞ্চলা দামিনী,
হাঁকিতেছে কাদম্বিনী-ধ্বনি ঘন ঘন,
বাজিছে বিমান পথে দামামা যেমন,
দুরু দুরু সুমধুর ভৈরব নিনাদে।
কি এক পরমানন্দে হ'য়ে আত্মহারা—
গাহিছে দর্দ্দুরদল মিলায়ে সুতান,
ঝিল্লীরব সমস্বর বীণার ঝঙ্কারে।

সুধাবিন্দু বর্ষে যেন নিবিড় নীরদ,
অতি দিব্য শীতলতা করিতে সঞ্চার ;
সর্ব্বংসহা লোকমাতা মেদিনী উরষে।
বসিয়াছে খদ্যোতিকাদল উচ্চতর
তরুশিরে, জ্বালি দিব্য সুবর্ণ দেউটি ;
কিম্বা দীপ্ত বহুমূল্য হীরকের হার
লয়ে ভ্রমে যূথে যূথে উপায়ন করে,
মেদুর অম্বরে যেন মহাব্যগ্রতায়,
কোন মহাপুরুষের আমন্ত্রণ আশে।
এ সময় জনপূর্ণা মথুরানগরী—
সুনিদ্রিতা, শান্তিময়ী নিদ্রাদেবী ক্রোড়ে,
নীরব জগৎ সবে লভিছে বিরাম।
কিন্তু কাল কোন কালে সকলের ভালে,
এককালে শান্তি সুখ করে না বিধান !
তাই আজি জাগে কংস-কারাগার দ্বারে
সশস্ত্র প্রহরী একদল, ভীমকায়,
নিদ্রাজয়ী, নিরলস, ঔদাস্য বিহীন।
হেমময় অন্তঃপুরে, দুগ্ধফেননিভ
সুকোমল শয্যাতলে রয়েছে শয়ান
দৈত্যপতি, মহাবল কংস মহীপাল।

নাহি শান্তি, নাহি স্বপ্ন, নাহিক সুষুপ্তি,
দুশ্চিন্তা ভীষণ চিতা জ্বলিছে অন্তরে
তার, আশীবিষ দংশিছে মস্তকে যেন।
পুষ্পশয্যা বিষদিগ্ধ কণ্টকে রচিত,
সর্ব্ব অঙ্গে দংশে যেন সহস্র বৃশ্চিক,
সহিতে না পারি বীর এতেক যন্ত্রণা
পালঙ্কে বসিলা উঠি, চাহি চারিদিকে
শূন্য নেত্রে, কহিল সদর্পে বার বার—
"দেবকীর সপ্তপুত্র কৃতান্ত সদনে
প্রেরিয়াছি," কি জানি কি হইবে অষ্টমে
বাতুলের প্রায় হেন বলিতে বলিতে
মায়া নিদ্রা আবেশিল সহসা নয়নে,
অবসন্ন দেহ পড়িল পালঙ্ক অঙ্কে।
এদিকে অদূর দেশে লৌহ কারাগার—
ক্ষুদ্র রুদ্ধ, সমীরণ নাহি পশে তথা ;
দ্বারদেশে ভয়ঙ্কর যমদূতাকৃতি,
অসিচর্ম্মধারী বীর জনেক কিঙ্কর।
বন্দী তাহে বসুদেব ধার্ম্মিক সুজন—
ক্ষত্ররাজ, ভার্য্যা তাঁর দেবকী সুন্দরী,
দেবক-তনয়া ধন্যা দেবী ভাগ্যবতী।

আবির্ভূত হরি আজি ভূভার হরণে,
দেবকী জননী গর্ব্ভ-রত্নাকর মাঝে ৷৷
আত্মজ যাঁহার কৃষ্ণ, হেন বসুদেব,
হেন মাতা দেবকীর দুর্দ্দশার কথা,
কহিতে শিহরে অঙ্গ ফাটে মর্ম্মস্থল,
শতধা বিদারে অদ্রি যেন রুদ্র তাপে ।
পূর্ণ গর্ব্ভা দেবকীর হস্তপদদ্বয়—
বদ্ধ, লৌহ শৃঙ্খলেতে ; নাহিক শকতি
অনুমাত্র উত্থান কি অঙ্গ সঞ্চালনে,
বক্ষস্থলে গুরুভার বিশাল পাষাণ ।
বসুদেব দৃঢ়বদ্ধ দুর্ভেদ্য নিগড়ে
মৃতপ্রায়, ভূতল শয়নে অহর্নিশি,
করি ধৌত গণ্ডস্থল দিবস শর্ব্বরী
বহে অশ্রুজলধারা নীরব ক্রন্দনে ।
নীরব রোদন শুধু ডরি কংসচরে,
প্রহারে বা হরে পাছে প্রিয়ার জীবন,
কিম্বা নাশে গর্ব্ভবাসে শিশু, দুরাচার ।
কারাগৃহ কি ভীষণ ! নিশার কি কথা,
দিবালোক নাহি পশে তথা কোনকালে,
নিদাঘ পীড়নে পবন পশিতে পারে—

নাহি হেন গবাক্ষ বা ক্ষুদ্র বাতায়ন।
দীপাধারে মিটি মিটি একটী প্রদীপ
জ্বলিছে নিস্তেজে, নির্ব্বাপিত প্রায় যেন।
দেবকী জীবনমৃতা কহিলা কাতরে,
জগন্নাথে উদ্দেশে প্রণমি ভক্তিমতী,
"একদিন প্রভু ? নিশার স্বপনে তুমি
দয়ায় দিয়াছ দরশন, ডাকিয়াছ
জননী বলিয়া, করিয়াছ অঙ্গীকার
জন্মিব জঠরে তব, আমিও সভয়ে
করিয়াছি নিবেদন, হে বিশ্বপাবন ?
সম্ভবে কি দেবকীর এ সৌভাগ্য কভু ?
বিশেষতঃ বিশ্বম্ভর বিরাট-মূরতি,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তব প্রতি লোমকূপে,
তোমা হেন পুত্র কেমনে ধরিব গর্ভে,
কহ দয়াময় কোথা সে শকতি মোর ?"
আশ্বাসিলা ইচ্ছাময়, তখনি আমায় ;
আদর্শ মানবরূপে আসিব ভূতলে,
সকল সম্ভব ইচ্ছাশক্তি বশে মম।
বিনাশিব ধরাভার, দেব দ্বিজ রিপু
দৈত্যকুল করিব নির্ম্মূল, ভক্তজনে

করি আত্মদান, সঙ্কটে করিব ত্রাণ,
বিধানিব শান্তি সুখ, বিনাশি দুষ্কৃতি,
বাড়াইব ধর্ম্মের গৌরব চরাচরে।
ভুলিলে কি ভগবান সে প্রবোধ বাণী ?
সহে না পরাণে আর কংস নির্যাতন
কর পরিত্রাণ ; দুষ্টদর্পহারি হরি।
হেনবাক্য করিয়া আবৃত্তি, নীরবিলা
আয়তলোচনা বিষম বিষাদ ভরে,
দুঃখদীর্ণা, জীর্ণা শীর্ণা, বিপন্না দেবকী।
নীরবিলা বসুধা জননী মনোদুখে
সকাতরা দেবকীর সমবেদনায়।
হেনকালে উপযুক্ত সময় বিচারি,
দেবগণ অলক্ষ্যে প্রবেশি কারাগারে,
নতজানু যুক্তকরে মুদিত নয়নে,
আরম্ভিলা বহুস্তুতি গান, সুমধুর
রাগিণী আলাপে, দেবকীর গর্ব্ভস্থিত
দেবনারায়ণে, শুদ্ধা ভক্তি প্রেমানন্দে।
কেশব, করুণাময়, কলুষ নাশন,
কাতর কিঙ্করগণ মাগিছে করুণা,
কৃষ্ণ করযোড়ে, কৃপাবশে গর্ব্ভবাস

ত্যজি দীননাথ, ত্বরা করি অবতরি
অবনী মাঝারে, কর মুক্ত পাপাক্রান্তা
ধরণীর ভার, রবি করে করে যথা
তামস বিনাশ, অথবা কেশরী যথা
নাশে করী অনায়াসে মত্ত মহাবল।
বিপন্নের আৰ্ত্তিহারি হরি, যাচকের
কল্পতরু, তুমি প্রভু দয়াপারাবার।
মহিমায় অসীম অনন্ত, তেজবীর্য্যে
প্রভাকর, মূৰ্ত্তি সৌম্যে শশধর তুমি,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জীবন অনিল,
নীররূপে দ্রবীভূত তুমি নারায়ণ।
সর্ব্বদেবময়, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন,
নিত্য শুদ্ধ, সত্ত্বগুণাত্মক অন্তর্যামী!
আসিয়াছ যদি দেব দুষ্কৃতি দমনে,
অলস এ হেন কেন জননী জঠরে,
রহে সিংহ সুপ্ত যথা পর্ব্বত কন্দরে।
দেখ প্রভু! প্রকাশি স্বরূপ, বসুন্ধরা
রসাতল গতাপ্রায়, ভীতা ব্যাকুলিতা,
থর থরি কাঁপিছে বাসুকী, গুরুভারে,
অবরুদ্ধ পবনের গতি, জ্যোতিঃহীন

জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল, অরবে বসিছে শাখে
দিবাচর বিহঙ্গমকুল, নিনাদিছে
উলুকেরা সঙ্গীদলসহ দিবাভাগে,
নির্ভয়ে নগরপ্রান্তে ফুকারে গভীর
ফেরুপাল, ডাকিছে কঠোর রবে কাক,
কাঁদিছে শকুনী নিশাযোগে, উল্কাপাত
হতেছে নিয়ত বরিষার ধারা যথা।
হেরি হেন অমঙ্গল রাশি, ভয়াতুর
মোরা সুরগণ ; তোমা বিনা কেবা তারে
এ দুস্তর মাঝে প্রপন্ন দেবতাকুলে,
এ অদম্য দুরাচার দৈত্যকুল করে ?
লুণ্ঠিবে কি দানবেরা সুর যশঃ নিধি,
তব বিশ্ব লীলার ভাণ্ডারে পরমেশ !
বলদর্পী বৈরী অত্যাচারে, যাগ যজ্ঞ,
ব্রত হোম, হয় পণ্ড পূর্ণাহুতি কালে।
ধ্যান মগ্ন যোগাবিষ্ট যোগী ঋষিগণে,
প্রহারে নিক্ষেপে দূরে, পরাক্রমে হ'রে
কামদুঘা, গো-ব্রাহ্মণে করে নিষ্পীড়ন,
অপমানে তব ভক্ত ধার্ম্মিক সুজনে,
ভাঙ্গে যোগ, ভগ্ন করে ঋষির কুটীর,

ভবভয়হারি, বিঘ্নবিনাশন কৃষ্ণ,
দৈত্যগণ তব ক্রীড়নক, তোমারই
স্বেচ্ছায় গড়া ধরা মৃত্তিকায়। হে খেলক ?
শিশু সম সাজায়েছ ভবখেলা ঘর,
গঠন করিয়া ভগ্ন, ভগ্ন সংযোজনা ;
চিরআচরিত তব কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
তবে কেন ক্ষান্ত এবে খেলিতে সে খেলা ?
নহে দেব দৈত্য শুধু, এ বিশ্ব তোমার
পূর্ণ লীলা খেলার আধার লীলাময়।
হে কেশব ! অনেকেই খেলে কত খেলা,
কিন্তু দেব ! আছয়ে পতন সবাকার,
তুমি হে অচ্যুত, নহ চ্যুত কোন কালে।
কে বুঝে খেলার মর্ম্ম তব, না হইতে
লীলার প্রারম্ভ, সৃজিয়াছ মহামায়া,
প্রেরিয়াছ তাঁরে, দেবকী সপ্তম গর্ব্ভ
করি আকর্ষণ, স্থাপিয়াছ তব জ্যেষ্ঠ
শ্রেষ্ঠ বলদেবে, দিয়া সঙ্কর্ষণ খ্যাতি ;
অবহেলে ভাগ্যবতী রোহিনী উদরে।
ভয়ার্ত্ত শরণাগত অমরবৃন্দের,
লহ প্রভু নমস্কার, বিনাশ আপদ।

তব গুণ, তব কর্ম্ম, ঘোষে তব যশঃ,
নাহি হেন ভাষা ভূমণ্ডলে, হেন ভক্ত
ত্রিলোকে বিরল, তবে করুণায় তব,
তুমি যারে জানাও যখন জগন্নাথ
অনায়াসে জানে তবে সেই ভাগ্যবান।
তোমার প্রতিভাময় নিখিল জগৎ,
অচিন্ত্য অনন্ত তুমি সাগর ভূধর,
অনল অনিল তুমি সলিল আকাশ
তুমি ক্ষেত্র ; তুমি বীজ, তুমিই কৃষক,
তুমি উৎপাদিকা শক্তি, লব্ধ শস্য তুমি,
কে বর্ণিতে পারে দেব তব তত্ত্ব বাণী ?
তুমি কর্ত্তা তুমি কর্ম্ম, তুমি কর্ম্মস্থল,
কর্ম্মফল তুমিই আবার, তুমি দাতা,
তুমি ভোক্তা, তুমি রাত্রি দিবা, আর তুমি
প্রাতঃসন্ধ্যা, মাস বর্ষ, যুগ যুগান্তর।
তুমি দেহ তুমি প্রাণ তুমি বেদ বিধি,
তুমি বৈদ্য, তুমি ব্যাধি, তুমিই ওষধি,
তুমিই নিদান শাস্ত্র, শান্তি আতুরের,
কে বর্ণিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার !
ইত্যাকার স্তুতি বাক্যে করি আরাধনা,

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ভগবানে, বার বার,
চিন্তামণি শ্রীচরণ চিন্তামগ্ন চিতে,
আশান্বিত পুলকিত অমর-নিকর,
চলিলা ত্রিদিবধামে পেয়ে নববল।
আবির্ভূত জানি ভগবানে, মহানন্দে
পূরিল ধরণী, ভক্তপ্রাণ ষট্‌পদ
হইল আকুল, মত্ত হ'ল অন্ধপারা
সেই সে পদারবিন্দ মকরন্দ লোভে।
সুশোভিল শুষ্কতরুরাজী চতুর্দ্দিকে,
অমল শ্যামল নবপল্লব মুকুলে।
সরসীর শ্যামস্বচ্ছনীরে সরোজিনী-কুল
ফুটিল প্রমোদে, কুমুদ কহ্লার আদি;
দিল সন্তরণ সুখে কলকণ্ঠ কুল।
কুসুমিতলতাবল্লী সমীরণ ভরে,
নাচিয়া দোদুল্যমান তালে মৃদুমন্দ,
অতি সমাদরে সম্ভাষিল অলিকুলে।
কেকারব করি হর্ষে খুলিয়া পেখম,
হেরিয়া নীরদমালা নাচিল ময়ুর,
সঙ্গিনী ময়ুরী সনে; মত্ত কলঘোষ
ঘোষিল চৌদিকে সুমধুর কলধ্বনি।

সুশীতল সুখস্পর্শ জলকণবাহী
গন্ধবহ, মনানন্দে ছুটিল দিগন্তে,
পবিত্র যোজনগন্ধা কুসুমসুবাস
ছড়াইল ত্রিলোক মাঝারে, আমোদিল
জগৎ সংসার, হ'ল মত্ত ভক্তভৃঙ্গ
রসজ্ঞ সকল, লভিবারে পুষ্পসার,
ঘটাইল অরসিক পতঙ্গগণের
গভীর বিষাদ শুধু, সুপক্ক শ্রীফলে
নাহি যথা বায়সের কোন অধিকার।
স্বরগেতে ফুটিল মন্দার পারিজাত
লোচন লোভন ; কদম্ব, কেতকী আর
সেফালিকা, কুন্দ আদি ফুটিল মরতে,
ফুটিল রজনীগন্ধা মল্লিকা মালতী,
যাতি যূথি গন্ধরাজ চম্পক বকুল,
সবাই প্রফুল্ল ভবে স্থাবর-জঙ্গম।
সুপ্রসন্ন নবগ্রহ দশদিক্‌পাল,
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু, অশ্বিনীকুমার
সুরবৈদ্যগণ, দেবতা তেত্রিশকোটি,
যোগী ঋষি মুনিবৃন্দ অধীর আনন্দে।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল দেখিয়া আসন্ন,

সুধাকণ্ঠ গন্ধর্ব্ব কিন্নর, আরম্ভিলা
মধুর সঙ্গীত ; সসিদ্ধ চারণগণ,
কৃতাঞ্জলিপুটে আবৃত্তিলা স্তুতিগান
ঝঙ্কারি সুস্বরে, অপ্সরস বিদ্যাধরী
বালা বিনোদিনী, ভূষণ সিঞ্জন সনে
মিশাইয়া তাল মান লয়, আরম্ভিলা
নৃত্য চিত্তহর দিব্য করতালি তালে।
ঘোররোলে বাজিল দুন্দুভি করতাল,
মৃদঙ্গ-পনব ঢক্কা শঙ্খ বেণু বীণা—
মুরোজাদি-বাদ্যোত্তম স্বর্গপুরী মাঝে।
প্রস্ফুটিত বৈজয়ন্তী কুসুমের হার,
গাঁথিলা কিন্নরীদল, ছড়াইলা তাহা
মথুরানগরী মাঝে, বরষিলা পুষ্প
রাশি রাশি, রাজপথে অমরনিকর।
ঘুমাইল পাপ-অন্নভোজী দ্বারপাল
কংস অনুচর, যেন মহানিদ্রাঘোরে ;
পাপকংস হৃদিপিণ্ড কাঁপিল সঘনে,
স্পন্দিত হইল বামবাহু, বামনেত্র
যুগপৎ উঠিল কাঁপিয়া, কাঁপিল
বৈদূর্য্যময় রতন কীরিট, টলিল

দক্ষিণভাগে আতপত্র মুক্তাবিজড়িত।
অষ্টাপদ বিনির্ম্মিত মরকতময়,
সুমহান সিংহাসন হইল কম্পিত ;
রাজলক্ষ্মী উঠিল কাঁপিয়া অকস্মাৎ,
কাঁদিলা চঞ্চলা বিসর্জ্জিলা তপ্ত অশ্রু।
ভঙ্গ হ'ল সিংহদ্বার তোরণের চূড়া,
শব্দহীন অশনি সম্পাতে, ভূমিকম্প
হ'ল দুষ্ট দৈত্যপুরী মাঝে, দৈত্য অরি
শ্রীহরির আবির্ভাবকাল শুভক্ষণে।
হেনকালে সমুদিত রোহিনী নক্ষত্র,
সম্মিলিল শুভচন্দ্রমায় ; নিশিথিনী
অসিতবসনা, বিদ্যমানা বন্দীশালা
মাঝে আঁধারি মেদিনী, নয়ন পলকে
কিন্তু ঘোরা বিভাবরী, ভয় ব্যাকুলিতা ;
পলাইল দূরে ত্যজি গৃহ অভ্যন্তর।
প্রকাশিল অকলঙ্ক বিধুর কিরণ
কোটি-চন্দ্র-জিনি স্নিগ্ধ প্রভা, উজলিল
কারাগৃহ, ভূমিষ্ঠ হইলা ভগবান।
অপরূপ অলৌকিক সেরূপ মাধুরী !
যথা পূর্ব্বসিন্ধু হ'তে পূর্ণকলানিধি,

বিনাশে তিমির উদিয়া গগনপটে,
তেমতি দেবকী দেবী গর্ব্ভরত্নাকর
প্রসূত শ্রীভগবান, করিলা বিনাশ
কারার গভীর অন্ধকার, বিনাশিলা
অনুগত ভক্তজন ভবের ভাবনা।
দেখিলেন বসুদেব নয়ন উন্মিলী,
অদ্ভুত বালকরূপ! জগতে বিরল
অচিন্ত্য মাধুরী হেন, সুধাংশু বদন
সুবিমল, বিরহিত কলঙ্ক-কালিমা।
ইন্দীবর নীলোজ্জ্বল নয়ন যুগল
কর্ণায়ত, সুদীর্ঘ সুন্দর সুবঙ্কিম
ভ্রুযুগ বেষ্টিত, আবৃত অলকাগুচ্ছে
প্রসর ললাট, মকরন্দ-লোভে অন্ধ
মধুব্রতকুল, গুঞ্জরিছে মুখ-পদ্মে।
শ্রুতিমূলে মকরকুণ্ডল, চন্দ্রকান্ত
মণিবিজড়িত; ভ্রমর গঞ্জিত কৃষ্ণ
কুঞ্চিত-চিকুর শিরোপরে, কণ্ঠদেশে
কৌস্তুভ ভূষণ, কষিত-কাঞ্চন-জিনি
দ্যুতিমান বালার্ক যেমতি, চতুর্ভুজ
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে সুশোভিত।

হৃদয়ে শ্রীবৎসচিহ্ন, ফুল্লবনমালা
প্রলম্বিত তাহে, কটিতটে পীতবাস,
সুচারু মেখলা বিরাজিত, মণিবন্ধে
রতন-বলয়, অঙ্গদ কঙ্কন আদি
শোভে বাহুযুগে, ভুবনমোহনরূপ
বিনোদ মুরতি, হেরি হেন অপরূপ
তনয়-শ্রীহরি শিহরিলা বসুদেব,
ডুবিলা বিস্ময় নীরে, পুলকে পূরিল
কলেবর, উথলিল স্নেহপারাবার,
উথলিল ভক্তি-প্রেম-প্রীতি ব্যাকুলতা,
উথলিল অষ্টভাব উচ্চ বীচিমালা।
পৌর্ণমাসী পূর্ণকলা পুণ্য-যোগকালে,
হেরিয়া পূর্ণেন্দু ভাতি, উচ্ছ্বাসে বারিধি
যথা, তেমতি নেহারি কৃষ্ণে বসুদেব,
তেমতি দেবকী হৃদিস্থিত উছলিল
স্নেহ ভক্তি, প্রেম প্রীতি অপার জলধি।
আনন্দে অধীর বসুদেব পুত্ররূপী
হেরি ভগবানে, ভয়াবহ কারাবাস
বন্ধন যাতনা, মৃত্যুতুল্য অপমান
উপেক্ষি অবাধে কহিলা জীবনকৃষ্ণে,

সঙ্কল্পিনু আজি তব সুমঙ্গল তরে,
প্রসাদে তোমার, কারামুক্ত হব যবে,
সে দিনে অযুত সংখ্য পয়স্বিনী গাভী,
বৎস, স্বর্ণ, মণি সহ, দ্বিজে দিব দান।
বন্দী মোরা, বিন্দুমাত্র নাহি স্বাধীনতা,
তাই হেন করিনু এ দান, মনে মনে।
পূরাও এ বিপুল বাসনা, কল্পতরু
তুমি এ জগতে একমাত্র, সর্ব্বকাম-
ফলপ্রদ, যে যা যাচে যাচক তোমায়
পূর্ণ কর সে বাসনা তার অনায়াসে।
সর্জ্জন, পালন, লয় তোমার ইচ্ছায়,
তাই তুমি ধরিয়াছ ইচ্ছাময় নাম।
সত্ত্ব রজ তমোগুণত্রয়ে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
বৃষধ্বজ, বায়ু, পিত্ত, কফ, নাড়ীত্রয়,
সুষুম্না, পিঙ্গলা, ঈরা, স্বরূপতঃ তুমি!
নাহি গুণ, নাহিক বিকার তব, ব্রহ্ম
তুমি, তুমিই ঈশ্বর, উভয় বিরোধ
সম্ভবে না কথন তোমায়, গুণাশ্রয়
তুমি সর্ব্ববিধ, গুণ সৃষ্ট বস্তু যত
তোমাতেই হয় আরোপিত। ত্রিজগৎ

পালনার্থ তুমি, ধরিয়াছ শুক্লবর্ণ;
সৃজিতে লোহিতবর্ণ রজোগুণাশ্রিত,
সংহারিতে কৃষ্ণবর্ণ তুমি তমোগুণে;
হে বিভো! দনুজদর্পহারি! ভক্তপ্রাণ,
এই যে দানবদল অগণ্য ভূপতি,
অত্যাচারী, স্ফীত বক্ষে ফিরিছে নিয়ত
কাঁপাইয়া ধরণী হৃদয় বীরদাপে,
ভ্রুভঙ্গে বিনাশ এই মত্তবৈরী দলে;
অজার সংহতি, সংহারে কেশরী যথা
অবহেলে; অথবা ভুজঙ্গকুল নাশে
খগরাজ, কিম্বা নাশে বিভাবসু যথা—
গভীর তমসা ঘেরা অমানিশিথিনী,
অথবা মারুতি বীর রুদ্র অবতার,
অনায়াসে যথা নাশে রক্ষ সেনাদল।
জগদীশ! জলদবরণ, জানি তব
জন্ম কথা, জুগুপ্সিত কংস দুরাচার,
যম যেন জাগরূক জপিছে তোমায়,
জিঘাংসায় দিবস যামিনী। ইতোপূর্ব্বে
এ হেন সন্দেহে, বধিয়াছে পাপাশয়
সুতিকা আগারে স্তন্যপায়ী শিশুপ্রাণ,

তোমার অগ্রজগণে, বিনাঅপরাধে।
ব্যথাহারি! বলিতে সে কথা ফাটে মর্ম্ম,
জীবন্তেই দহে কলেবর তুষানল;
তুমি যে ভূমিষ্ঠ ভগবান, পাপিকর্ণে
পশিলে এ কথা; অচিরে আসিবে কাল
কংস নিরদয়, উলঙ্গ কৃপাণ করে।
নিদ্রিত প্রহরিগণ এবে অকাতরে,
জাগিলে জানাবে এ হেন বারতা কংসে.
দৈত্যদর্পহারি! বিদূর এ মহাভীতি।
এতেক কহিয়া নিরবিলা বসুদেব,
অনিমিষে চাহি পুত্র মুখ-শতদল।
কংস ভীতা দেবকী জননী, তনয়ের
অসীম লাবণ্য, পুরুষপ্রধান-রূপ
মোহিনী মাধুরী, লোকাতীত সুলক্ষণ,
অতুলসৌন্দর্য্যখনি শ্রীমুখ-কমল,
অলক্তরাতুলপদ কোকনদ হেরি,
বিস্ময় আবেশে আরম্ভিলা স্তবমালা,
শুদ্ধচিত বিপুল পুলকে, শৃঙ্খলিত
যুক্ত করপুটে; আবির্ভূত ভগবানে।
হে দীনেশ! দয়ায় দিয়াছ দিব্যজ্ঞান,

তাই আজি তব ওই অতুল চরণ,
নিরখি যুগল নেত্র করিনু সার্থক,
সার্থকিনু দুঃখময় এ ছার জীবন
ভার। না জানি কি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য,
না জানি কি অসম্ভব সুকৃতির ফলে,
মম অঙ্কে হ'য়েছ উদয় নারায়ণ!
তুমিই আধ্যাত্মদীপ, প্রকাশক তুমি,
বুদ্ধি জ্ঞান ইন্দ্রিয় সবার; তুমি বিষ্ণু,
সাক্ষাৎ সাকার; সর্ব্বমূলাধার তুমি!
যথা মহীরুহমূলে সিঞ্চিলে সলিল,
শাখা, পর্ণ, পল্লব, মুকুল, পুষ্প, ফল,
হরষে সরসে; আরাধিলে তবপদ
তেমতি শ্রীপতি! হয় সর্ব্ব দেবার্চ্চনা,
হয় তুষ্ট সর্ব্বলোক বিশ্বচরাচর।
মর্ত্ত্যবাসী মৃত্যু ভয়ে হইয়া শঙ্কিত,
সর্ব্বস্থান করি পর্য্যাটন, অবশেষে
দেখিলা সন্ধানি, নির্ভীক নাহিক কেহ
এ মরজগতে; কাল মৃত্যু বিষধর,
হুঙ্কারে শিয়রে, ত্রাসে মৃতকল্প সবে।
কিন্তু দয়াময়! আজি প্রভাবে তোমার,

ভীতচিতে পলাইছে দূরে, দুষ্টকাল—
দুর্জ্জয় করাল, যাপিছে যামিনী সবে
সুনিদ্রায়, তব ভক্ত অনুগতজন।
তুমি সেই ভক্তভয়হারি, কর ধ্বংস
পাপ কংস ভয়, তুমি যে আমার গর্ব্ভে
জন্মিয়াছ শ্রীমধুসূদন! যেন নাহি
জানে কংস, এ হেন বারতা কোন ক্রমে।
চিত মম অতীব চঞ্চল, অকল্যাণ
পাছে তব, কম্পে হৃদি শুধু তব লাগি,
নতুবা প্রাণের মায়া নাহি ভগবান।
কেবা লভে পুত্র তোমা সম? ভাগ্যবতা
কে এমন, কার হেন তপস্যা প্রবল,
একদিন দশরথ রাজার মহিষী,
কৌশল্যার সৌভাগ্য-গগনে সমুদিলা
শশাঙ্কসুন্দর, রক্ষ-কুল-নিসূদন
রাম-রঘুমণি, নবদুর্ব্বাদলশ্যাম।
আজি দেবকীর সেই সৌভাগ্য উদয়,
কিন্তু হায়! পাপাশয় বান্দী অভাগীর,
ক্রূরাধম কংস যবে জিজ্ঞাসিবে আসি,
কোথা রে দেবকী, কোথায় সন্তান তোর,

দেখা মোরে জন্মিয়াছে পুত্র কি তনয়া।
ভগবন! কি দিব উত্তর সে সময়,
সদ্যোজাতশিশু তুমি, রাখিবে কেমনে
নিজ প্রাণ? বলিতে বলিতে দেবকীর
বাষ্পাকুল নয়ন-যুগলে, দর দর
অশ্রুধারা বহিল প্রবল; অবরুদ্ধ
হ'ল কণ্ঠ উৎকণ্ঠায়, নীরবিলা দেবী।
মধুর-জলদমন্দ্রে উত্তরিলা হরি,
শান্ত হও মাতঃ! পরিহর কংস ভয়,
এ কঠিন দীর্ঘ কারাবাসে, কর্ম্মক্ষয়
হ'ল তোমাদের, ভাগ্যবতী চিরকাল
তুমি, মহাভাগ্যবান পিতা বসুদেব।
স্মরনার্থ নিবেদি তোমারে, শুন মাতা!
পূর্ব্ব জন্ম কথা, নহে শুধু বর্ত্তমানে,
জন্মত্রয়ে পিতা মাতা তোমরা আমার।
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ছিল তব পৃশ্নি
নাম, অভিহিত ছিল পিতা বসুদেব
প্রজাপতি সুতপা নামেতে। পিতামহ
চতুর্ম্মুখ, আদেশিলা তোমাদের প্রতি!
প্রজা সৃষ্টি হেতু, তোমরা দম্পতী তাই

ধরি শিরে বেদকণ্ঠবাণী, অনুষ্ঠিলা
ইন্দ্রিয়-সংযম, আচরিলা সুকঠিন
গভীর তপস্যা। নিদাঘের অগ্নিবর্ষী
মার্ত্তণ্ড-কিরণ, ঝঞ্ঝাবাত ঘোরতর,
ভীষণ করকা-রাশি বর্ষণ আঘাত,
কর্ণভেদী চিকুর-নিনাদ ভীতিপ্রদ,
শীতের অসহনীয় তুহিন পতন,
অনায়াসে শিরে ধরি সহিষ্ণুতাগুণে,
ভক্তিযোগে অর্পিলা আমারে মনপ্রাণ।
দ্বাদশ সহস্র বর্ষ করি অনশন,
কভু বাতাহার, কভু শীর্ণ পত্রাহারে,
রক্ষি কোন মতে পবিত্রা জীবনীশক্তি ;
করি ধৌত হৃদয় মালিন্য, সরবস্ব
দিলা মোরে দান, তাই পড়িলাম বাঁধা ;
মন্ত্রমুগ্ধ মৃগ যথা বন্দী বাগুরায়।
অভয়-বরদ আমি, হইনু সন্তুষ্ট ;
সুদুস্কর তপে তোমাদের. বরষিনু
কৃপাবারি, অনুকূল নবঘনাবলী
অমিয় বরিষে যথা ; দয়ার্দ্র হৃদয়ে
যাচিনু অভীষ্ট বর করিতে প্রদান,

করিলে না মুক্তি বাঞ্ছা, বলিলে কেবল,
যাচি শুধু তোমা তুল্য পুত্র অনুপম।
নাহি মাগি চতুর্ব্বর্গ ফল সুদুর্ল্লভ,
না মাগি ত্রিদিব সিংহাসন, ব্রহ্মপদ,
অমরত্ব, শিবত্ব যতেক, শুধু মাত্র
প্রার্থনা চরণে তোমা সম পুত্র লাভ।
তথাস্তু বলিয়া দিলাম এ বরদান,
স্বীয় বাক্য রাখিতে অটল, পূরাইতে
প্রাণাধিক ভক্তের বাসনা সমুদয়,
ভক্তাধীন আমি জন্মিলাম গৃহে তব।
শীলতা, ঔদার্য্য, রূপে-গুণে, মম-সম
মহৈশ্বর্য্যময়, না দেখি ত্রিলোকে হেন,
হইনু বিদিত ভবে পৃশ্নি পুত্র নামে।
আবার দ্বিতীয় জন্মে তোমার উদরে,
করিয়াছি জন্ম-পরিগ্রহ, এইবার
তুমি মা অদিতি ; মহর্ষি কশ্যপ পিতা।
পবিত্রা অমরাবতী নগরী অধিপ
সুররাজ আখণ্ডল অগ্রজ আমার
উপেন্দ্র হইল মম খ্যাতি সে কারণ,
দেবেন্দ্রের সহোদর কনিষ্ঠ বলিয়া।

দেহাকৃতি খর্ব্ব বলি, হইনু বামন,
স্বেচ্ছায় ছলিতে দৈত্য বলি নৃপবরে ;
পরীক্ষিতে বদান্যতা তার। পুনর্ব্বার
অবতীর্ণ, আমি সেই পুত্র তোমাদের,
অবনী হৃদয় মাঝে তরণীর মত,
সুদুস্তর ভববারি করিবারে পার,
অনুগত প্রিয়তম সদাশয় জনে।
কহিনু জননী যাহা, সত্য এ সকল
সুনিশ্চয়, পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে
করিতে জাগ্রত, প্রস্তাবিনু এ কেবল ;
সামান্য মানবশিশুরূপে, যদি আজি
দিতাম দর্শন, কেমনে পাইতে বল
মম পরিচয় আমি যে ভুবনানন্দ ?
তাই মাতঃ ! তব অঙ্কে হইনু উদয়,
অলৌকিক চতুর্ভুজরূপে, আমি কৃষ্ণ
ভক্তবিনোদন। কর্ষিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে
অনুর্ব্বর, করি মা রোপন ভক্তি বীজ ;
তাই আমি কৃষ্ণ খ্যাত এই বিশ্বমাঝে।
পরিহর কংস ভয়, রন্ধ্রগত কাল,
স্বীয় কর্ম্মফলে তার, মরিবে আপনি

দুষ্ট কালবশে, কালাকাল কর্ত্তা আমি।
স্বইচ্ছায় হুতাশনে শলভ যেমতি ;
নিমিষে মিশায় প্রাণ, তেমতি সদল
দৈত্য কংস নরবর, হইবে বিলীন
মোক্ষময় সুবিশাল মম কলেবরে।
আমি যে তোমার গর্ব্বে জন্মিলাম দেবি !
এ কেবল দয়া মায়া লীলামাত্র মোর,
নতুবা জননি ! জন্ম-মৃত্যু-বিরহিত
আমি, নহি কারো তাত, কি তনয়, ভ্রাতা,
আবার জগৎপিতা জগৎনিয়ন্তা
আমি ; ভক্ত মম জীবনসর্ব্বস্ব তাই,
বদ্ধ আমি ভক্তি ডোরে ভক্তের সকাশে।
যাচি ভক্তে ভক্তি উপচার শুধু, শুদ্ধা
ভক্তি প্রিয় আমি, সভক্তি ব্যাকুল হৃদে
যে মম শরণ লয়, ব্যগ্রতায় তুষি
তারে, পূর্ণ করি বাসনা পিয়াস তার।
মিত্রভাব, পুত্রভাব, কিম্বা ব্রহ্মভাবে,
ভাবিলে আমায় অহরহ, কিম্বা স্নেহ
করিলে উত্তম, পাইবে উত্তম গতি ;
এমন কি শত্রুভাবে ভাবিলে আমায়,

পাবে মা পরমপদ দেবতা-দুর্ল্লভ,
ধ্রুব এ বচন অন্যথা হবে না কভু।
শুন মাতা, শুন পিতা, গোকুলনগরে,
আদেশে আমার, জন্মিয়াছে যোগমায়া
যিনি সুরেশ্বরী। গোপরাজ নন্দগৃহে
রক্ষা করি মোরে, নিদ্রিতা যশোদা অঙ্কে,
লয়ে এস মহামায়া কারাগৃহ মাঝে।
বিলম্বে জাগিবে কংস, জাগিবে কিঙ্কর,
বালবেশী বাসুদেব সুমধুর ভাষে,
এত বলি করিলেন মৌনাবলম্বন।

নন্দালয় যাত্রা।

উঠিলা চমকি, সুপ্তোত্থিত অনাহার-
ক্লিষ্ট বসুদেব, বিশুষ্ক হৃদয়ে তাঁর,
বাড়িল কি যেন এক বিধিদত্ত বল।
ধরাশয্যা ত্যজি করিলেন গাত্রোত্থান,
হ'ল মুক্ত হস্তপদ আপনা আপনি,
দয়াময় কৃষ্ণকৃপাবলে অকস্মাৎ।
বক্ষে তুলি লইলা কেশবে দ্রুতগতি,
ধন্য বসুদেব ভাগ্য ; নতুবা কে ধরে

গদাধরে, হৃদিপদ্মে কোন্ পুণ্য বশে!
চঞ্চল চকিতনেত্রে, চিন্তারতচিতে,
বসুদেব হ'ল উপনীত দ্বারদেশে।
কিন্তু এক অসম্ভব হইল সম্ভবপর,
ধীর হস্তার্পণে তাঁর বিরাট কবাট,
বিশাল অর্গলবদ্ধ দৃঢ় শৃঙ্খলিত
লৌহদ্বার, হল মুক্ত মুহূর্ত্তের মাঝে।
বহির্দ্দেশ-সুলম্বিত, সুদৃঢ় তালক-
যন্ত্রগুলি, অরবেতে পড়িল খসিয়া
ভূমিতলে। বাহিরিলা ত্বরা ক্ষত্ররাজ,
শঙ্কিত অন্তরে, ধীর শান্তার্পণ পদে।
মহামায়া মায়ার প্রভাবে, হারাইল
চৈতন্য সবার, হারাল ইন্দ্রিয়বৃত্তি,
দ্বারপাল, পুরবাসী, জনসাধারণ।
অদূরে আসিয়া সান্দ্র আবর্ত্তনিকর,
গরজিতে লাগিল সঘনে, বরষিল
শ্যামঘন বারিবিন্দুচয়, মহাহর্ষে
হ'য়ে বিগলিত। অর্দ্ধনিমীলিতচক্ষে
চমকি চপলা লুকাইলা ঘনবর-
কোলে তৃপ্তিহীনা, প্রকাশিলা আর বার,

লুব্ধদৃষ্টি তার যেন, আকাঙ্ক্ষা প্রবল
বিরাজিতে নবঘন-শ্যাম-কলেবরে।
অথবা বিভ্রমবশে ভাবিলা চঞ্চলা,
ব্যাকুলিতা জ্যোতির্ম্ময়ী উজলবরণা,
মেঘমালা ভূতলে কি আকাশফলকে !!
বহিল পবন মন্দ মন্দ, কৃষ্ণঅঙ্গ-
সঙ্গলালসায়, চলিলেন বসুদেব
বেগে অতিক্রমি, সজল পঙ্কিল বক্র
শরণি নিকর। চলিলা অনন্তদেব,
অহিকুল-শ্রেষ্ঠ, বিস্তারি বিপুল ফণা,
ছত্রসম পশ্চাতে পশ্চাতে, বসুদেব
বাসুদেব শিরে, নিবারি বর্ষণ-বারি।
মধুর-ঝঙ্কৃতিময়ী পুণ্যোদা যমুনা,
ফেনপুঞ্জ-পুষ্পদাম-বিমণ্ডিত-দেহে,
তরঙ্গ-বিভঙ্গ তুলি নাচিলা পুলকে,
দূরে থাকি হেরিয়া গোবিন্দে ভাগ্যবতী
দাঁড়াইলা বসুদেব কালিন্দীর কূলে,
বিষ্ণুরে লইয়া বক্ষে ; অভিহত করি
তীরভূমি, কল্লোলিনী স্মরি কুতূহলে
ভাগ্যোদয়, কলস্বনে আইলা ধাইয়া,

লভিবারে শ্রীপদপঙ্কজ দুরারাধ্য ।
ইন্দ্র, চন্দ্র, ভূতনাথ, বায়ু, বরুণাদি,
যোগী, ঋষি, অহর্নিশি যে পদ ধেয়ায়,
তাই নৃত্যপরা আজি, দেবী দ্রবময়ী
ললিত-লহরী-ভঙ্গে। বিধি মায়ামুগ্ধ
বসুদেব, চপলতা-পূর্ণ দৃশ্য হেরি
যমুনার, হইলা বিমনা মহাভয়ে,
ভাবিলেন কেমনে উত্তরি এ যমুনা,
খরস্রোতা স্রোতস্বিনী ? যে ধনে রাখিতে
সংগোপনে, নন্দগৃহে গমন আমার,
হারাব কি যমুনায় সে রতনমণি ।।
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি বসুদেব, ক্ষুব্ধমনে
মৃদুস্বরে, সম্বোধিয়া কালিন্দীর প্রতি ;
কহিল সভয়ে, রে যমুনে তরঙ্গিনি !
তুই কি রে যম-সহোদরা ভয়ঙ্করী ?
তুই কি লো দুষ্টা চেটী কংস নিয়োজিতা ?
সমুদ্যতা আজি অভাগার সর্ব্বনাশে ।
প্রবাহিণি ! দেশের কল্যাণে তুমি আছ
প্রবাহিতা, কোটি কোটি জীবের জীবন,
তোমার শীতল বারি, জীবের আজীব

শম্ভু তব কৃপা কণা, হেন আচরণ
কেন বল তবে, ভয়ার্ত্ত আশ্রিত প্রতি ?
দিও না পাষাণি! আর মম সাধে বাধা।
পত্নীশোকানলদগ্ধ রামরঘুমণি
একদিন, যাচিলা সুপথ প্রবেশিতে
স্বর্ণলঙ্কাপুরে, সাগর-সকাশে যথা ;
যমুনা সমীপে আজি, প্রার্থী বসুদেব
সেই মত, ব্যগ্রতায় ব্যাকুল পরাণে।
নিতান্ত মায়ায় মুগ্ধ, তাই বসুদেব,
ভব-সাগরের-তরী ধরিয়া হৃদয়ে ;
ভয়াকুল উত্তরিতে সামান্যা যমুনা।
হেনকালে যোগেশ্বর, কৈলাসশিখরে
পার্ব্বতীর সনে বসি রত্নসিংহাসনে,
কহিছেন কুতূহলে কৃষ্ণ-জন্মকথা
পঞ্চমুখে। জানি এবে দেবদিগম্বর,
পার হ'তে যমুনার বারি, চিন্তান্বিত
বসুদেব দাঁড়াইয়া তট সন্নিধানে।
তাই হৈমবতী প্রতি মধুর বচনে,
আদেশিলা আশুতোষ, যাও তুমি সতি!
যমুনা-তটিনী-কূলে, কৃষ্ণ কর্ম্মে কর

সহায়তা শীঘ্র, যাও নন্দী, যাও ভৃঙ্গী,
পার্ব্বতীর সনে, অচিরে আসিবে পুনঃ ;
ধর যুগ্ম মারণাস্ত্র শূল সুবিশাল,
যদি বসুদেব প্রতি, দুষ্ট কংসচর
অত্যাচারে কোনরূপ, পাঠাইবে তারে,
তৎদণ্ডে কৃতান্তআগারে সুনিশ্চয়,
করিবে পালন রহিল আদেশ মম।
ইতি প্রত্যাদেশ বাক্য করিয়া শ্রবণ,
নন্দী, ভৃঙ্গী, শিবশক্তি, প্রণমি শঙ্করে,
চলিলা যমুনাকূলে অভয়া-বরদা ;
ভীত চিত বসুদেবে দিতে বরাভয়।
শিবদূত রহিল অলক্ষ্যে, যমুনার-
তট-সন্নিকটে ; ধরিলেন মহামায়া
অচিন্ত্যরূপিনী, পলকে জম্বুকীরূপ
বিচিত্র মূরতি ; ত্যজি কূল, অবরোহি
যমুনা সলিলে, চলিলেন পরপারে
অচঞ্চল নির্ভীক হৃদয়ে, পদব্রজে
মন্থরগমনে। একবার অগ্রসরি
দুই চারি পদ, নিরখে পশ্চাতে শিবা,
করি বক্র গ্রীবাদেশ ক্ষুণ্ণ বসুদেবে।

পুনঃ যায় চলি, পুনঃ ফিরি আর বার
নেহারে পশ্চাতে; কৃপানেত্রে যেন তাঁর
কহিছে সঙ্কেতে, কি ভাবিছ বসুদেব
দাঁড়াইয়া তটিনীর-কূলে, দারুময়
পুত্তলিকা-সম। আমি শিবা, অবহেলে
উত্তরি যমুনা, তুমি নর, অকারণ
চিন্ত কি লাগিয়া; বিশেষতঃ ক্ষত্ররাজ
বীরচূড়ামণি, সাজে কি তোমায় কভু
ভীরুতা এমন; শিবা আমি, আসিয়াছি
প্রদর্শিতে পথ, শিবা-পদাঙ্কিত-পথে
করহ প্রয়াণ যমুনার পরপারে।
অনায়াসে সামান্যা শৃগালী, বারিরাশি
অতিক্রম করি কালিন্দীর, দাঁড়াইলা
গোকুলনগরী-কূল সৈকতপুলিনে।
হইল বৰ্দ্ধিত আশা বিপুল সাহস,
হেরিয়া অদ্ভুত-দৃশ্য বসুদেব চিতে;
ক্ষিপ্রপদে নামিলেন জলে, সঞ্চারিতে
দুই এক পদ নিমজ্জিল কণ্ঠদেশ,
প্রচণ্ড-লহরী প্রতিঘাতে, নীলমণি
বক্ষের মাণিক, অচ্যুত হইল চ্যুত,

ডুবিল তরঙ্গময়ী নীল যমুনায়।
সহসা ভাঙ্গিল যেন আকাশ মণ্ডল,
খসিল ভীষণ বজ্র, পড়িল ঝটিতি
যেন ক্ষত্ররাজ শিরে; বিদারিয়া তাঁর
হৃদিপিণ্ড, বাহিরিল দারুণ কি এক
তেজঃপুঞ্জ, তড়িন্ময় প্রাণ পাখী যেন
পলাইল দূরে। ঘুরিল মস্তক দেশ,
গোচর হইল নেত্রে, প্রলয়কালীন
গাঢ় অন্ধকার রাশি; উঠিল বদনে
হাহাকার, প্রতিধ্বনি মুখে ব্যাপিল তা
দিক্-দিগন্তরে। অবিরল অশ্রুজল
প্রবাহিত ধারা, বাড়াইল যমুনার
নীল কলেবর; মতিহীন বসুদেব
অজ্ঞান বাতুল, বারিরাশি আন্দোলন
করি প্রাণপণে, সন্ধানিলা নানামতে,
মণিহারা ফণী যথা অন্বেষণে মণি
ক্ষিপ্তপ্রায়। কিন্তু তাঁর হইল বিফল,
যত শ্রম, যত মনোরথ, অবশেষে
ইচ্ছাময় নিজের ইচ্ছায়, পুণ্যবতী
যমুনার পূর্ণ করি সাধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

অঙ্গুলি পরশি বসুদেব জানুদেশে,
আপনি দিলেন ধরা ; নতুবা কে ধরে
অচিন্ত্য-ধরণী-ধরে, দ্রুত করে অতি,
করি দুটি কর ধৃত, তুলিলা গোবিন্দে
নীর অভ্যন্তর হ'তে। কিন্তু উপজিল
এক বিষম সংশয়, মুগ্ধ বসুদেব
হৃদে, জলমগ্ন ছিল শিশু বহুক্ষণ ;
জীবিত কি মৃত এবে, স্থির লক্ষ্য করি
দেখিলেন মুখপদ্ম, কাঁদিলা কেশব
চাহিয়া বারেক, আকুল পিতার পানে।
হীনপ্রাণ বসুদেব দেহে, সঞ্চারিল
নবীন জীবন, জগৎ জীবন লাভে !
কিন্তু বক্ষদেশে ধরি দেখিলা বালকে,
দ্বিভুজ-মানবশিশু-সম ; নাহি আর
ভুজ-চতুষ্টয় ! শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,
কৌস্তুভ রতন, স্খলিত যমুনা জলে ;
বনমালা পীতবাস, অঙ্গদ কঙ্কন,
মেখলা বলয়, নাহিক কিছুই আর !
বাড়িল বিস্ময় বড় বসুদেব চিতে,
উলঙ্গ বালক দেখি। নিজ মায়াবলে

ভুলাইলা তাহা ভগবান, স্থিরভাব
অচিরাৎ ধরিল যমুনা ; অপসৃত
হ'ল উর্ম্মিমালা, স্তব্ধ হ'ল উচ্ছৃঙ্খল
পবনের গতি, বিশুষ্ক হইল যেন
বারিচয় ! নিদাঘের তটিনী সমান ।
ধীরে ধীরে উত্তরিয়া তীরে ক্ষত্ররাজ,
দামোদর উদর নেহারী, স্ফীত বলি
কৈলা অনুমান, সন্দেহ জাগিল প্রাণে,
বুঝি বা বালক করিয়াছে জল পান ;
তাই শিশু-পদদ্বয় করিয়া ধারণ,
উত্তোলন করি শূন্যপথে, কুম্ভকার-
চক্রসম তাঁরে, করিলা ঘূর্ণায়মান ।
অপনীত হইল সংশয় এবে তাঁর,
কৃষ্ণ বক্ষে বসুদেব পশিলা গোকুলে ;
দেখিলেন সে মহানগরী সংজ্ঞাহীনা,
বিথারিয়া মায়া নিদ্রা সংজ্ঞা-বিঘাতিনী,
হরিয়াছে চৈতন্য সবার । মৃদু মন্দ
বহিছে পবন স্বন্ স্বন্, মাঝে মাঝে
হাঁকে কাদম্বিনী ; ভাঙ্গে শান্তি নীরবতা,
চমকে দামিনী, পথভ্রান্ত পথিকেরে

দেখাতে সুপথ, গাঢ় অন্ধকার ভেদি।
সে আলোকে পুলকিত পথিক প্রবর,
ক্রমে উপনীত নন্দরাজ গৃহদ্বারে,
দেখিলেন উদ্ঘাটিত দ্বার, দ্বারপাল
সুষুপ্ত ধরায় নিস্পন্দ শরীর তার,
দৃঢ়মুষ্টি হ'য়েছে শিথিল, তরবারী
অবশে পতিত ভূমিতলে। প্রতিভাত
দিব্যালোকে প্রতি গৃহ মাঝ, পশিলেন
ক্ষত্ররাজ সূতিকাআগারে, সুনিদ্রিতা
যশোদা যথায়। ত্বরায় প্রবেশি তথা
করিলা দর্শন, ঘুমায়েছে মহামায়া,
জননী যশোদা ক্রোড়ে, ক্ষিপ্রহস্তে রাখি
গোপালেরে, বক্ষঃস্থলে লয়ে যোগমায়া
সম্পাদি বঞ্চনা নাট্য, করিলা প্রস্থান
নিরাপদে। উত্তরি যমুনা পূর্ব্বমত,
পশিলেন কংস-কারাগারে ; হ'ল রুদ্ধ
লৌহদ্বার. অর্গল তালক সহযোগে।
দেবী দেবকীর বক্ষে অর্পি যোগমায়া,
নিজেই হইলা শৃঙ্খলিত, অসম্ভব
বিষ্ণুমায়া বলে। ইতোপূর্ব্বে নাহি জানে

যশোদা জননী, জন্মিয়াছে কিবা মোর,
পুত্র না তনয়া, করে নাই চক্ষে লক্ষ্য,
তাই লভি পুত্রধন বিস্ময় বিকার
ঘটিল না অন্তরে তাঁহার, অনুমাত্র।

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণকাব্যে জন্মাষ্টমীনামক
প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

কংস, কারাগারে।

এদিকে দুরাত্মা কংস হেরে তন্দ্রা ঘোরে.
বিভীষিকা দুঃস্বপ্ন বহুল, দেখিলেন
ভয়াল মুরতি আসিছে কবন্ধ এক,
প্রসারিয়া বাহুদণ্ডদ্বয়, দীর্ঘাকার
শাল্মলীর মূলদেশসম। আচম্বিতে
হেরে পুনঃ, শূন্য হ'তে খসিল মিহির,
কালানল প্রচণ্ড অনলপিণ্ড, ভস্ম
করি দিল ভূমণ্ডল। আবার নিরখে
বিশ্বম্ভর ভৈরব-মূরতি, চতুর্ভুজ
বসুদেবসুত, নানা অস্ত্র বরষিছে
অঙ্গে, পশিতেছে প্রতি অস্ত্র বজ্রসার-
হৃদে, চূর্ণীকৃত তূর্ণ তার দৃঢ়তর
অস্থি সম্মিলন। দেখে পুনঃ পাপাশয়,
করি ধৌত সীমন্তের-শোভন-সিন্দুর,
শ্বেতাম্বর-পরিহিতা বিগলিতকেশা,
অস্তি, প্রাপ্তি পাটরাণী, করি হাহাকার

ভাঙ্গিছে হৃদয় করাঘাতে। প্রিয়াদ্বয়ে
হেরি এই বৈধব্য-মূরতি ভয়ঙ্করী,
কাঁদিয়া উঠিল কংস, তন্দ্রা গেল দূরে ;
বসিল পর্য্যঙ্ক অঙ্কে ব্যাকুল পরাণে।
রাজ দৌবারিক এক এহেন সময়,
ঊর্দ্ধশ্বাসে কংসপাশে গিয়া আচম্বিতে,
উচ্চৈঃস্বরে কহিলা গম্ভীরে নরপতি !
শুন নিবেদন মম, শুনিনু এখনি,
কারাগারে সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন,
উৎকর্ণ হইল দৈত্যরাজ ; আরক্ত
নয়নে লম্ফ দিলা ভূমিতলে পালঙ্ক
হইতে, মুক্তকেশে চলিল স্খলিতপদে
কারাগার দ্বারে ; যেমতি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র
অশন লোলুপ। আদেশিলা রক্ষিগণে
বিমুক্ত করিতে দ্বার, হইল পালিত
অবিলম্বে রাজ আজ্ঞা ; পশিলা পাপিষ্ঠ
গৃহমাঝে, ক্রোধ-কষায়িত-নেত্রে, চাহি
দেবকীর প্রতি ; বিরস কর্কশ ভাষে
কহিল দুর্ম্মতি, দেবকি ! মন্দভাগিনি !
দে আমায় পুত্র তোর, শার্দ্দূল হুঙ্কারে

কাঁপে যথা নিরীহা হরিণী, কংসরবে
তেমতি আতঙ্কে কাঁপিল দেবকী প্রাণ।
রুদ্ধপ্রায়, ভগ্নস্বর, কাকুতি বচনে,
কহিলা কাতরা ক্ষীণ রবে; পুত্র নহে
ভ্রাতঃ! জন্মিয়াছে তনয়া এবার মম,
ভাগিনেয়ী তব, বিজ্ঞবর! কহ শুনি?
স্ত্রীবধ কি তোমা হেন বীরের আচার?
ত্যজ বীর এ পাপ সঙ্কল্প, করিয়াছ
যত মহাপাপ, কর তার প্রায়শ্চিত্ত
বিধি অনুসারে। জান না কি আছে কাল,
কাল প্রতীক্ষিয়া, দিতে দণ্ড সমুচিত?
সপ্ত সুসন্তান মম করেছ সংহার,
পাষণ্ড কে ভবে তোমা হেন, শিশুহত্যা
কে করে কোথায় ভ্রাতঃ? পশুর সম্ভবে
হেন কর্ম্ম কদাকার। বিশেষ মাতুল
নামে দিও না কলঙ্ক আর, দেখ ভ্রাতঃ!
স্মরি পূর্ব্বকথা, সিদ্ধিপ্রদ গণপতি,
সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশকারণ, তাঁর মুণ্ড
নিপাত বারতা, শনৈশ্চর ভুর্নয়ন
মাতুল কটাক্ষ বাণে। ভাবি দেখ পুনঃ

লঙ্কাপতি রাবণের ধৃষ্ট কালনেমী,
কৌরবের শকুনি মাতুল পাপমতি,
কুমন্ত্রণা দানে করিয়াছে কুলক্ষয়,
অভাজন চিরদিন ঘৃণিত ইহারা
বিশ্বমাঝে ; তুমি আর সে কলঙ্ক মসী-
রাশি যেন ক'র না ধারণ, সাধে সাধে
ললাট ফলকে, দৈত্যকুল বীরচূড়া ।
প্রজ্জ্বলিত পাবকের মাঝে, ঘৃতাহুতি
করিলে প্রদান, অথবা দলিলে পদে
কাল ভুজঙ্গম, গভীর গরজে যথা,
গর্জ্জিলা তেমতি কংস কৃতান্ত দুর্ব্বার,
মহাক্রোধে, অপমান বিদগ্ধ-পরাণে ।
কহিল সগর্ব্বে, পাপিয়সি ! দুর্ব্বিণীতে
মরিতে বাসনা বুঝি ? কহিলে দুর্ব্বাক্য
তাই কংস হেন কালে, রে কুল-পাংশুলে !
সাবাসি সাহস তোর, হইয়া বন্দিনী
কারাগারে মম, দুঃসাহস তেজস্বিতা
সাম্রাজ্ঞী সমান ! পুত্র না জন্মিতে তোর
এ জীবন লীলা, সমাধিয়া দিতাম
নিশ্চয় ; দৈববাণী শুনিনু শ্রবণে যবে ;

শুধুমাত্র বসুদেব বিনয় বচনে,
দিয়াছি জীবন ভিক্ষা তোর, মূর্খতায়।
করিয়াছে বসুদেব সুকঠিন পণ,
মমস্থানে, যে সকল পুত্র বা তনয়া,
হইবে ভূমিষ্ঠ তোর, অর্পিবে আমায় ;
প্রতিজ্ঞা আমার বধিব তাদের প্রাণ।
তাই রে পাপিনী আজিও জীবিতা তুই,
লোকে খ্যাত দেবর্ষি নারদ, মহাতেজা,
সত্যনিষ্ঠ, ত্রিকালজ্ঞ, মিথ্যাবাদী কিন্তু
সে নারদ, ধর্ম্মভণ্ড ধূর্ত্তচূড়ামণি ;
তাই বলিয়াছে মোরে বিষ্ণু শত্রু তব,
দেবকী অষ্টম-গর্ব্ভজাত, যদি সত্য
হয় সে বারতা, কোথা তবে বৈরী মম ?
জন্মিল তনয়া এক বিচিত্র ঘটনা !!
উপজিল দ্বৈধজ্ঞান, তবে কি নিভৃতে
রয়েছে চক্রান্ত কোন ! নারিনু বুঝিতে
সে রহস্য, যাহা থাকে থাক্ প্রহেলিকা,
কর্ম্মবীর আমি, সাধি এবে নিজ কর্ম্ম,
হেন বাক্য বলি কংস কহিল আবার
শোন্ অভাগিনি ! নাহি কাজ কালক্ষয়ে,

দে আমায় কন্যা তোর। কাঁদিলা দেবকী,
মর্ম্ম-যাতনায় লুটাইয়া ধরাতলে,
ধরিলা কংসের পদ, কহিলা কাতরে,
ভ্রাতঃ! কেন এ নিষ্ঠুর ভাব দেবকীর
প্রতি আজি? আমি তব কনিষ্ঠা ভগিনী,
লালিতা তোমার স্নেহে, ক্ষম হে অগ্রজ,
দাও ভিক্ষা এ তনয়া মোরে, দানশীল!
হ'তে পারে পুত্র শত্রু, তনয়ার কিবা
অপরাধ, বিবেকীর তুমি চূড়ামণি,
পাপ পুণ্য সদসৎ-বিচার বিজ্ঞাত।

মরুভূমে আছে মরূদ্যান, আছে স্থিতি
পান্থপাদপের, আছে তীব্র কালকূটে
অমিয় সঞ্চার, উর্ব্বরতা শক্তি আছে
দগ্ধ মৃত্তিকায়; পাষাণেও আছে ঘর্ম্ম,
চর্ম্মে পবিত্রতা, কিন্তু পাপ কংস হৃদে
নাহি বিন্দু করুণার লেশ। তাই দুষ্ট
বিনয় বধির, নাহি শুনি দেবকীর,
বিনয় বচন, নাহি শুনি মর্ম্মভেদি
রোদনের রোল; বিক্রমে লইলা কাড়ি,
দেবকীর বক্ষঃস্থিত ত্রৈলোক্যমাতায়।

চলিলা ত্বরিতপদে পাষাণ নিকটে,
পাষাণ-হৃদয় পাপী, উগ্রসেনাত্মজ ;
ধরিয়া দক্ষিণ করে শ্রীনন্দসুতায়,
ভ্রমাইতে লাগিলা কৌতুকে, শূন্যপথে ;
করিয়া গণনা, সংখ্যায় দ্বাদশবার।
হেনকালে অন্তরীক্ষে অমরসকল,
দাঁড়াইয়া করযোড়ে কহিল বিনয়ে,
যোগমায়া জননীর প্রতি, কহ মাতঃ !
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরি ! একি তব লীলা ?
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর অখণ্ড মায়ায়,
ঘুরিছে অনন্তকাল ; তুমি সেই আজি,
দুষ্ট দৈত্য করে ঘুর্ণিতা বিমানপথে !
দুর্গতিনাশিনী হ'য়ে কেন মা দুর্গতি
হেন ? ইচ্ছাময়ি ! কে জানে তোমার ইচ্ছা।
হেন বাক্য বলি দেবগণ, করিলেন
অন্তর্দ্ধান নীলনভঃস্থলে ; কাল কংস
উচ্চারি বদনে কালী নাম, ঊর্দ্ধপথে
করি উত্তোলন, অমিতবিক্রমে তাঁরে
হানিবে পাষাণ পৃষ্ঠে ; এ হেন সময়,
কালহস্ত হইল স্খলিত মহামায়া ;

পক্ষভরে উড়িলা অম্বরে, ক্ষেমঙ্করী ;
ক্রমে উঠি সুদূর গগনে, ধরিলেন
অষ্টভুজামূর্ত্তি-মনোহরা, দিবালোকে
হইল গোচর দিব্যরূপ ; পাপাচারী-
চর্ম্মচক্ষে। অবাক হইল দৈত্যরাজ !
কহিল বিস্ময়ে, স্বপ্নরাজ্য এ কি কোন,
সুপ্ত না জাগ্রত আমি ! কিম্বা দৈবীমায়া,
ইন্দ্রজাল, অথবা উন্মাদগ্রস্ত আমি ?
কিম্বা ব্যাধি বিকারের ঘোর, কি রহস্য
বুঝিতে না পারি। ধিক্ মম ক্ষুদ্রপ্রাণে,
বাহুবলে ধিক্ শতবার, সদ্যোজাতা
কন্যা এক, প্রাণ যার পিপীলিকা-সম,
বিনাশিতে তারে হ'ল না যোগ্যতা মম।
মূর্খ আমি, অজ্ঞান, বাতুল, দুরাশয়,
করেছি সিদ্ধান্ত তাই, সোপান সাহায্যে
ধরিতে চন্দ্রমা, লঙ্ঘিতে বাসনা উচ্চ-
হিমাচলচূড়া ; কিম্বা শোষিবারে সাধ
করি আচমন লবণাম্বু সুবিশাল !
স্বীয়শক্তি না ভাবি অন্তরে অণুমাত্র,
অসম্ভব কর্ম্মে বাঞ্ছা বিভ্রমের বশে,

ছন্নমতি হ'য়েছে আমার। হায় হায়
অজেয় বলিয়া অহঙ্কার চূর্ণ আজি,
বীরগর্ব্ব খর্ব্ব মম, শুনিয়া হাসিবে
বৈরীকুল, দৈত্যদল নিন্দিবে বহুল ;
কোন্ লাজে দেখাব এ মুখ লোকমাঝে!
বলিতে বলিতে হেন, কাঁপিল তরাসে
থরথরি কংসকায় ; সে রূপ ছটায়
ঝলসিল যুগ্মনেত্র, দেবী অষ্টভুজে,
অসিচর্ম্ম ধনুর্ব্বান, খড়্গ, শূল, গদা,
চক্র, হেরি বিরাজিত, বিভূষিতা রত্ন-
আভরণে, কৌষেয়বসন-পরিহিতা ;
অনুলিপ্ত দিব্যদেহে, উশীর চন্দন-
চুয়া ; বিলম্বিত গলে ফুল্লফুলহার,
ললিতলাবণ্যময়ী, সুবর্ণপ্রতিমা
দীপ্ত, আরক্ত নয়নপদ্ম গণ্ডস্থল,
কোপদৃষ্টে আঁখিতারা করিয়া ঘূর্ণিত,
কহিলেন দেবী অষ্টভুজা, শোন্ মূঢ়!
কোন্ বলে বধিবে আমায়, আদ্যাশক্তি
আমি, মুগ্ধ এ জগৎ অভেদ্য বৈষ্ণবী-
মায়া-কুহেলিকাজালে মম। আরাধিয়া

মোরে চিরদিন, অনাদরে অজ্ঞানতা
ঘোরে বিসর্জ্জিলি আজি পাপি ! সাঙ্গ ভব-
খেলা তোর, হন্তা তোর বর্দ্ধিত গোকুলে,
সিতপক্ষ-কলানিধি-সম প্রতিদিন ;
বিষ্ণু তোর ঘোর শত্রু, নাহি তোর ক্ষমা,
হেন বাক্য বলি দেবী, হইলা বিলীন
অসীম-অনন্তবক্ষে। হতাশ হইল
কংস, জড়বুদ্ধি করিল আশ্রয় তায়,
ঘনীভূত হইল মানসে, মৃত্যুছায়া,
মরণের ঘনবিভীষিকা ; চিন্তাকুল
দৈত্যপতি দ্বিরদ-গমনে, চলিলেন
কারাগৃহমাঝে। পশি তথা, ধীরতায়
করিলা মোচন, বসুদেব দেবকীর
দৃঢ়তর শৃঙ্খল-বন্ধন। দম্পতীর
বক্ষ হ'তে, খণ্ডদ্বয় দুর্ব্বহ পাষাণ,
নিক্ষেপিয়া ধরিত্রী-হৃদয়ে, করযোড়ে
কহিল দাম্ভিক, চিরঅবিনীত যেই
ধরাতলে, সেই কংস কহিল বিনয়ে,
ভগিনি ! ভগিনীপতি ! অপরাধী আমি
ঘোরতর, পাপাচারপুঞ্জ মমকৃত ;

একমুখে হয় না বর্ণিত। নাহি শক্তি
দিতে পরিচয়, আখ্যাত দানব নামে ;
নিতান্ত শরণাগত আজি আমি, দাও
মোরে অভয় আশ্বাস, অনাদরে যেন,
ক'র না বর্জ্জন মোরে পাপাশয়জ্ঞানে।
অগ্রসর আমি ধ্বংসমুখে, আমি যাব
রহিবে জগতে কলঙ্কিত কংসনাম
বিধিবিড়ম্বনে, এ বড় দুখের স্মৃতি
জাগিল হৃদয়ে ; বিস্মর তোমরা আজি
সর্ব্বরোষ, প্রতিহিংসা মর্ম্মপীড়া যত
চিরতরে, অনুগ্রহি আয়ুহীনজনে ;
ভুলায়েছে ঐশ্বর্য্য গরিমা, ভুজবলে,
হরিয়াছে দিব্যজ্ঞান ধর্ম্ম অধিকার,
শিখায়েছে পশুর আচার, বিনিময়ে।
আছে শ্বাপদের হৃদে স্বজাতিপ্রিয়তা
আছে বিদ্যমান, অপত্যবাৎসল্যভাব,
লক্ষিত তদনুরূপ রাক্ষস পিশাচে ;
কিন্তু আমি করীভুক্ত কপিত্থ সমান
শূন্য গর্ভ বিসর্জ্জন দেছি দয়া মায়া,
তাই হৃদি-অন্তস্তল হ'তে তোমাদের,

হরিয়াছি পুত্ররত্নগুলি ; ক্ষম মোরে
দম্পতীযুগল, মিথ্যাবাদী দেবাদেশ
করিয়া বিশ্বাস, বধিয়াছি তোমাদের
অপত্যসকল, হে দম্পতী মহাভাগ !
না হও সে জন্য খিন্ন, ভুঞ্জিয়াছে তারা,
নিজ নিজ কর্ম্মফল, স্মরিয়া সে কথা,
অজ্ঞানে করিবে শোক, জ্ঞানী কেন হবে
সন্তাপিত ? প্রাণীগণ দৈবের অধীন,
সর্ব্বকাল একত্র মিলন, সম্ভবে না
কখন তাদের ; গমনাগমন শুধু
সবিকার কালধর্ম্ম, কিন্তু অবিকৃত
আত্মা চিরকাল, কোনমতে নাহি তার
ধ্বংস বা বিকার। পার্থিব ঘটোৎপত্তি
যেমতি জগতে, অচির বিলয় প্রাপ্তি
পরক্ষণে পুনঃ ; কিন্তু সে মৃত্তিকা নিত্য
নহে বিনশ্বর, আত্মাও তেমতি শুদ্ধ,
অবিনাশী চৈতন্যস্বরূপ, অণুমাত্র
নহে অন্যমত, ঘটদেহ ঘটগতি।
ভগ্ন হয় মৃণ্ময় কলস, হয় দেহ
উৎপন্ন বিনষ্ট, কিন্তু আত্মা তদবস্থ

ঘটাকাশসম ; অশক্ত যাহারা তত্ত্ব
বুঝিবারে, আত্মবুদ্ধি দেহেতে তাদের।
দেহে আত্মবুদ্ধি হেতু, ঘটে ভেদজ্ঞান,
তুচ্ছ সেই ভেদজ্ঞানে হইয়া বিভোর,
দারা, পুত্র, দেহসহ, সংযোগ-বিয়োগ,
শোক দুঃখ সংঘটিত হয় নিরন্তর।
না হইলে দিব্যজ্ঞানোদয়, মায়াময়
সংসার-বন্ধন, হয় না নিবৃত্তি কভু ;
আমি হন্তা, আমি হত, ইত্যাকার জ্ঞান,
এ সব দেহাভিমান, সদা বিদ্যমান
অজ্ঞজনগণে। দেহের বিনাশে জানি
নিজের বিনাশ, আততায়ী ভাবে অন্য
জনে, করে তার সনে বৈরীতা সাধন
যথাশক্তি, বলিতে বলিতে দৈত্যরাজ,
যুক্তকরে সবিনয়ে কহিল আবার,
সাধু বসুদেব ! সাধ্বী দেবকী ভগিনি !
ক্ষম মম পুঞ্জ পরমাদ। অহমিকা
অবিদ্যায় মুগ্ধ আমি, দৃষ্টিশক্তিহীন ;
পূতাত্মা তোমরা, মূর্ত্তিমান ক্ষমাধার,
সহিষ্ণুতা-পূর্ণপরিবাহ, আমি পাপী

দুরাচার, অসহিষ্ণু সত্যতা-বিমুখ,
বিধাতার আজ্ঞাভঙ্গকারী। করেছি যে
গুরু অপরাধ, সরমে সরে না বাক্য;
ধর্ম্মবীর! যাচিতেও ক্ষমা পাপমুখে,
বিতরি করুণাকণা ক্ষম নিজগুণে।
আজি আমি লইনু শরণ তোমাদের,
বলিতে বলিতে নির্ম্মম কংসের প্রাণ
উঠিল কাঁদিয়া, হ'ল বেগে বহমান
যুগ্মনেত্রে বারিধারা; যেমতি মহাদ্রি
হ'তে ঝরিয়া নির্ঝর, জনমে তটিনী,
নির্ব্বাপে সমীপবর্ত্তী রুদ্রদাবানল;
তেমতি পাষাণ কংস অশ্রুজলধারা,
বসুদেব দেবকীর করিল নির্ব্বান;
প্রজ্জ্বলিত দুঃখ শোকানল দীপ্তশিখা।
 হইলা প্রসন্ন কংস প্রতি, আপ্যায়িত
করিলা তাহারে, অমৃতায়মান-বাক্যে
দেবকী শ্রীবসুদেব। কিন্তু শান্তি, স্থৈর্য্য,
ধৈর্য্য পাইল না স্থান, পাপাত্মা কংসের
চিতে; ক্ষণপ্রভা, বারিবিম্ব, স্বপনের
মত, নিমিষে মিশায়ে গেল ধর্ম্মভাব।

কিম্বা ঈর্ষাবেগোদ্ধত ভীম-প্রভঞ্জন,
উড়াইল দূরে ধর্ম্ম ধূলি, কণ্টকিত
করিল মানসক্ষেত্র, অথবা যেমতি,
শ্মশান-বৈরাগ্যভাব পলাইল দূরে।
মদমত্ত দৈত্যকুলপতি, বিদায়ের
অনুমতি করিয়া গ্রহণ, বসুদেব
দেবকী সকাশে, হইলা উদ্যত ত্বরা
প্রস্থানিতে নিজ কক্ষে; ধীর সম্বোধনে
"তিষ্ঠ" বলি কহিল ডাকিয়া ক্ষত্ররাজ,
শুনহ মথুরাধিপ! জাগে যেন মনে
জগন্নাথ সর্ব্বচক্ষুষ্মান ব্যাপ্ত সদা
জগন্ময় পরমাণু স্থাবর জঙ্গমে।
যে যাহা গোপনে করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
দৃশ্যমান নির্নিমেষ বিশাল নয়নে
তাঁর, গুপ্ত জুগুপ্সিত কৃতকর্ম্ম যত,
মূঢ়জনে করয়ে সিদ্ধান্ত; কিন্তু কর্ম্ম-
ফলদাতা ভেদিয়া রহস্য, সমুচিত
কর্ম্মফল করেন বিধান। অতএব
নিয়ন্তৃ চরণে, সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ
করি ভক্তিযোগে, নাশ চিত্ত-মলিনতা।

বসুদেব কথিত বচন-পরম্পরা,
অৰ্দ্ধশ্রুত, রুদ্ধশ্রুতি কংস মহীপাল,
শূন্য মনে পশিলা সত্বর অন্তঃপুরে ;
পশিলা নির্জ্জন কক্ষে চিন্তাসখী-সহ।
বহে নিত্য কাল নদী কুটিল প্রবাহে,
মানবাদি মীনকুল সন্তরয়ে সুখে,
মকর, হাঙ্গর, নক্র দুর্দ্দম দারুণ,
অলক্ষিতে সাঁতারে নিয়ত ঋপুদল ;
অসতর্ক কাল মাত্রে ব্যাদানি বদন,
গ্রাসে সেই বারিচর হিংস্র সকল ;
কেহ নাহি নেহারে পশ্চাতে, অরাতির
বক্রগতি। গেল দিবা, চলিলা তপন
অস্তাচলচূড়ে, কিন্তু চিন্তাবিভীষিকা
গেল না কংসের ; ধ্বান্তধারা আবরিল
ধরা, আবরিল গভীর অৰ্ব্বলীগুহা
স্বভাবতিমিরাবৃত, ঋক্ষ, ব্যাঘ্র, শক্র-
সমাকুল। আবরিল দুরাত্মা কংসের,
অজ্ঞান-তমসা-ব্যাপ্ত-হৃদয়-কন্দর।

— ———

অসুর মন্ত্রণা।

হইল প্রভাতা বিভাবরী, বিভাবসু
হাসিল হরষে, বিতরি ময়ূখমালা
স্বর্ণপ্রভা ; ধ্বনিল অবনী, নানাজাতি
বিহঙ্গম, পাপিয়া, কোকিল কলতানে।
বীণাবাদ্যে বন্দীগণ ধরিল মধুর
স্তুতিগান, জাগাইতে কংস মহীপালে ।
আরম্ভিলা নৃত্যগীত দৈত্যবালাগণ,
সুসঙ্গত তালে মিশায়ে মঞ্জিররব,
করে ল'য়ে পুষ্পমাল্য, দৈত্যরাজে দিতে
উপহার। বহির্দ্বার তোরণ-শিখরে,
ললিত-পঞ্চমরাগ বাঁশরী নিঃস্বনে,
হইল বাদিত ঐক্যতান। কিন্তু পাপী
চিন্তানল দহ্যমানহৃদে, হইল না
শ্রুতিসুখাবহ, ভগ্ন হ'ল তন্দ্রাঘোর,
করিলেন গাত্রোত্থান মথুরা-ঈশ্বর,
কোমল পর্য্যঙ্ক ত্যজি ; করি সমাপন

প্রাতঃকৃত্য, হইলা আসীন সিংহাসনে।
শোভিল চৌদিকে সচিবাদি পাত্রমিত্র,
পূর্ণবিধু যেন ক্ষয়শীল ; শনি, কুজ,
রাহু, কেতু, দুষ্টপাপ-গ্রহাদি-বেষ্টিত।
সভ্যগণে অঙ্গুলিসঙ্কেতে কহিলেন
মহীপাল, শুন পাত্রমিত্র সব ! বিধি-
বিড়ম্বনা মোর, ঘটিল অদ্ভুত এক
দুর্ঘটনা ; গতকল্য উঠিয়া প্রভাতে,
তুচ্ছজ্ঞানে সদ্যোজাতা দেবকীকন্যায়,
হানিব পাষাণ পৃষ্ঠে, এ হেন সময়
উড়িল বিমানে সে তনয়া, বজ্রবাণী
কহিল সরোষে মরণ সান্নিধ্যে তোর,
বিষ্ণুশত্রু বর্দ্ধিত গোকুল-গোপকুলে
ভীতিপ্রদ হেন বাক্য করিয়া ঘোষণা,
হ'ল লুপ্ত নীলাকাশে মূর্ত্তি অষ্টভুজা ;
সেইক্ষণ হ'তে, হইতেছে নীলকায়
চিন্তাবিষে মোর, অহির দংশনে যথা।
বহিনী বহিত্রহীন অভিজ্ঞ নাবিক,
বিশাল বারিধীবক্ষে বিপন্ন যেমতি,
কিম্বা বীর সম্মুখ-সমরে অস্ত্রহীন,

উপায় বিহীন, আমিও তেমতি এবে।
তোমরা সকলে, চিরবদ্ধ পরিকর
পালিতে নিদেশ মম, এ ঘোর সঙ্কটে
রক্ষ মোরে, দিয়া দান হিত উপদেশ।
না হ'তে সমাপ্ত রাজ-আজ্ঞা, সমস্বরে
কহিল সকলে, মহীপাল! পরিহর
ক্ষুদ্র চিন্তা, জননীর ক্রোড়গত শিশু
দুগ্ধপোষ্য, হেন শত্রু নাশিবে কেমনে!
তোমা হেন বীরশ্রেষ্ঠজনে! বিকম্পিত
দেবাসুর নর, যাঁর ভীমভুজবলে।
মক্ষিকা দংশনে বারণের কি আতঙ্ক?
বালকের পদভরে কাঁপে কি কখন
ধরাধর? যামঘোষ তনয় নেহারি,
ভয়াকুল হয় কি কখন পশুরাজ
কেশরী হৃদয়? ছাড় অমূলক চিন্তা,
অরিন্দম দৈত্যরাজ বিক্রম কেশরী।
শুনি এবম্বিধ বাক্য সভাসদ্‌মুখে,
অট্টহাসে হাসি কংস, আরক্তনয়নে
উত্তরিল হেনমতে; শুন সভ্যগণ,
মন্ত্রী, সভাসদ্, সামান্য বালক কিম্বা

বাতুলের প্রায়, তোমাদের পরামর্শ,
শত্রু কভু নহে ক্ষুদ্র, যে করে তাহারে
তুচ্ছ অল্পজ্ঞান, অকাল-মরণ তার।
অণ্ড ত্যজি ভুজঙ্গম শিশু দুষ্ট খল,
প্রকাশয়ে আপন স্বভাব, দংশনের
সঙ্গে ঢালে তীব্র হলাহল ; বিশেষতঃ
অসামান্য বিষ্ণু শত্রু মম, ভাবিলে কি
ক্ষুদ্র তারে ? সেই দুষ্ট সর্ব্বমূলাধার,
ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র আদি দেবতাসকল
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, পন্নগ, অপ্সর,
বিদ্যাধর আদি যত তাহার শকতি ;
হয় তার নিধন সাধন যেই মতে,
কর তার উপায় নির্ণয়। হেন আজ্ঞা
করিয়া শ্রবণ, আজান দুর্জ্জন মন্ত্রী
কহিল অমনি মুক্তকণ্ঠে ; হও শান্ত
দৈত্যপতি! আজি মোরা করিনু শপথ,
অক্লান্ত সকলে দমিতে অদম্য জনে ;
না শাস্তি' বিষ্ণুরে, নহি ক্ষান্ত কোন মতে।
আজি হ'তে সন্ধানি গোকুল, সংহারিব
যতেক বালক স্তন্যপায়ী, না রাখিব

শিশু একজন, গোকুলনিবাসী কুলে,
নির্ব্বালক করিব নগরী সুনিশ্চয়।
রণভীরু দেবগণ কাপুরুষ অতি,
সর্ব্বদা শঙ্কিত দৈত্যভয়ে; করস্থিত
তব ওই কার্ম্মুক টঙ্কারে কম্পে বিশ্ব,
মূর্চ্ছাপন্ন হয় দেবগণ; অবশেষে
লভিয়া চেতনা, পলায় ক্ষীরোদকূলে।
এই বুঝি দিব্যশক্তি খ্যাত দেবতার?
ডরি না জীবন দিতে সমর-প্রাঙ্গনে,
দৈত্য মোরা চিররণব্রত; একবার
স্মর পূর্ব্বকথা, ভুজবলে একদিন
তব, অস্ত্র শস্ত্র করিয়া বর্জ্জন, দেব
কুলাঙ্গার যত ভয়াতুর গড্ডলিকা,
যুক্তকরে সকাতরে দন্তে তৃণ ধরি,
লয়েছে যাচিয়া নির্ল্লজ্জ জীবনভিক্ষা;
তুমিও দয়ালু ক্ষমাশীল, বধ নাই
তাদের পরাণ, রণভীরু দেবদল,
দুর্ব্বলের সন্নিধানে প্রকাশে বিক্রম;
দৈত্যে হেরি প্রাণভয়ে পলায় সুদূরে,
সর্ব্বথায় করে আত্মশ্লাঘা, ব্যতিরেকে

রণক্ষেত্র। কি ভয় ভোজেন্দ্র! হীনবীর্য্য
হেন দেবগণে? বিশেষতঃ নারায়ণ
নিবসে নির্জ্জনে, কিঙ্করী কমলাসহ,
শান্তিপ্রিয় শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার;
কাম ক্রোধ মোহাদি বর্জ্জিত। অচেতন
জড়বস্তু বলিলে তাহারে, অনুমাত্র
হয় না অত্যুক্তি কভু; নহিলে সহিবে
কি কারণ, স্বীয় বক্ষে ভৃগুপদাঘাত;
অধিকন্তু করযোড়ে মাগিবে করুণা
কেন! এই কি পুরুষাচার! সে আবার
করিবে সমর কোন্ বলে, বীর্য্যবান
নির্ভীক দানবসনে। শঙ্কর নির্গুণ
একজন, সুনিপুণ সিদ্ধি ধুতুরায়;
রক্ত আঁখি অর্দ্ধনিমীলিত, মাদক-
সাধক শ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধ ললাট, কুকথায়
পঞ্চানন, বাক্যে বর্ষে মর্ম্মন্তুদ তীব্র
হলাহল, নীলকণ্ঠ কণ্ঠ-বিনিস্থত।
বয়সের আদি অন্ত কে করে নির্ণয়,
অতিবৃদ্ধ জরায় জড়িত, স্ত্রৈণ শিব,
লজ্জাহীন, চিতাভস্ম ভূষণ তাহার;

এমনি সে বর্ব্বর বাতুল। জটাবন্ধে
রেখেছে জাহ্নবী সযতনে। ভার্য্যা তার
জীবনস্বরূপা, নিবাস শ্মশানরাজ্য,
বৃদ্ধ এক বৃষভবাহন; আজ্ঞাবহ
ভূত প্রেতগণ, তাই নাকি ভূতনাথ
খ্যাত চরাচরে। শস্ত্র এক লৌহ শূল,
তাই শূলপাণি; নাহি বস্ত্র পরিধেয়,
ব্যাঘ্রচর্ম্মে লজ্জানিবারণ; নিরন্তর
দিগম্বর ভ্রমে দ্বারে দ্বারে, ক্ষুন্নিবৃত্তি
ভিক্ষান্ন ভোজনে; কেন রাজ-রাজেশ্বর
বলে নাহি জানি। প্রজাপতি যোগনিদ্র,
পরাঙ্মুখ সম্মুখ সংগ্রামে চিরদিন।
দেবরাজ যিনি, প্রমত্ত ঐশ্বর্য্যমদে,
ব্যগ্র সদা ইন্দ্রত্ব রক্ষণে; এই সব
নির্জ্জীব দেবতা, বিষ্ণুর বিপুল বল,
একমাত্র সহায় সম্পদ; দেবদল
যদিও দুর্ব্বল, তথাপি তাহারা শত্রু;
উপেক্ষার যোগ্য নহে কভু। দেহজাত
ক্ষুদ্রব্যাধি করিলে অবজ্ঞা, বদ্ধমূল
হয় ক্রমে, অবশেষে করয়ে হরণ

অমূল্য জীবনরত্ন। ইন্দ্রিয়সমূহ
দেহস্থিত, দেহী হ'তে হ'লে উপেক্ষিত
একবার, স্বীকারে না বশ্যতা কখন;
অতএব নাশিতে সমূলে তাহাদের,
অনুমতি কর দৈত্যরাজ। সনাতন
ধর্ম্ম যথা বিশ্বময় বিষ্ণু সেইস্থানে,
তিনিই দেবতাশ্রেষ্ঠ, দেব, দ্বিজ, যাগ,
যজ্ঞ, তপস্যা, দক্ষিণা, সত্য, শম, দম,
শ্রদ্ধা, দয়া, ক্ষমা আদি ধর্ম্মের স্বরূপ-
মূর্ত্তি; বিষ্ণুশক্তি শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণময়,
নাশিলে এ সব, খর্ব্ব হ'বে বিষ্ণু গর্ব্ব।
বিষম অসুরদ্বেষী বিষ্ণু চক্রী ঘোর,
হর, ইন্দ্র, বিরিঞ্চি প্রভৃতি অর্ব্বাচীন-
গীর্ব্বাণগণের, কারণ নিদানভূত;
বিনাশিলে সুরদলে, যোগী ঋষিগণে,
হারাইয়া শৌর্য্য, বীর্য্য বল, বিষ্ণু হত
হইবে কৌশলে। পাপবুদ্ধি চাটুকার
উত্তেজক দানব বচনে, হ'ল মত্ত
দুষ্ট কংস অহমিকাঘোরে; সিংহাসন
ত্যজি দাঁড়াইলা সভাস্থলে, দাঁড়াইল

ক্রূর দৈত্যগণ ভূপতি সম্মান হেতু।
দানবেন্দ্র মেঘমন্দ্রে করিল ঘোষণা,
উত্তম মন্ত্রণা এই সাধু উপদেশ,
সর্ব্বান্তঃকরণে করিনু অনুমোদন;
যত শীঘ্র হয় সেই বিষ্ণুর বিনাশ
কর সম্পাদন নিগূঢ় আদেশ মম,
ধরা হ'তে কর অপসৃত; সে কুটিল
বিষ্ণু নাম, ভ্রমি সব নগরে নগরে,
কর চূর্ণ বিষ্ণুর মন্দির, শিলামূর্ত্তি
শালগ্রাম যত, সন্ধানিয়া সর্ব্বস্থান,
বিষ্ণুপ্রিয়া সুরবল্লী নিক্ষেপ সাগরে
উপাড়ি আমূলদেশ। বিনাশ অচিরে
বিষ্ণুভক্তগণে, ঘোষণা করিয়া দাও
অধিকৃত মম-রাজ্যমাঝে, কালী ভিন্ন
বিষ্ণুনাম কৈলে উচ্চারণ, ছিন্ন হ'বে
আজি হ'তে পাপকণ্ঠ তার পশুসম।
সংহার দেবতা দ্বিজ বিষ্ণুর পূজক,
নাশ যত পুণ্য অনুষ্ঠান, পরিহরি
ধর্ম্ম কর্ম্ম, দৈত্যহৃদে কিসের মমতা?
বধ যত দুগ্ধপোষ্য শিশুর পরাণ।

প্রচারি প্রশ্রয়বাক্য নিষ্ঠুর আদেশ,
পৈশাচিক অনুজ্ঞা এ হেন, দ্রুতপদে
অন্তঃপুরে পশিল দুরাত্মা কংসরাজ;
ভগ্ন হ'ল রাজসভা রাজ আজ্ঞা মত।

নন্দোৎসব।

তুষ্ট যথা ক্ষুধাতুর মিষ্ট অন্ন লাভে,
কিম্বা লভি সুশীতল বারি, পিপাসার্ত্ত,
অথবা পূর্ণেন্দু পেয়ে আপনার করে,
আনন্দে আপনহারা বামন যেমতি;
অথবা দরিদ্রজন লভিয়া রতন,
কিম্বা স্ববাঞ্ছিত বস্তু পাইয়া প্রমনা,
তদাকাঙ্ক্ষীজন যথা, তেমতি আনন্দে
নন্দমহারাজ, একান্ত অধীর আজি,
লভি পুত্র নারায়ণ পরম-পুরুষ।
বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণগণে করি আবাহন,
দেবার্চ্চনা, শান্তিস্বস্ত্যয়ণ, পিতৃপূজা
করি সবিশেষ শ্রীনন্দ আনন্দমনা,

নানা দৈব মঙ্গল আচারে, বিধিমত
জাতকর্ম্ম করিলা সমাধা তনয়ের।
দ্বিজে দিলা দান, অগণিত অলঙ্কৃতা
ধেনু দুগ্ধবতী, দিন কতিপয় জাতা
নব বৎসতরীসহ তার, প্রদানিলা
প্রচুর প্রমাণ, রজত, কাঞ্চন, মণি,
বসন, ভূষণ, ভোজ্য, পানীয় প্রভৃতি
আশাতীত, অন্নশূন্য দীন দুঃখীজনে।
সুপবিত্র নন্দব্রজে, বহিল আনন্দ
কল্লোলিনী যেন, হৃষ্টজন কোলাহল।
গোকুলের ব্যাপিল চৌদিক, নন্দজয়
বিপুল আশিষ, সুর-নর-লোকমুখে।
সুত, বন্দী, মাগধ, চারণ, বংশযশঃ
কীর্ত্তনীয়াগণ, গাহিল কৌতুকে মাতি,
রচিগাথা যশোগীতি মহাত্মা নন্দের।
বাজিল বিজয়-ঢক্কা, মৃদঙ্গ, বিষাণ,
তুরী, ভেরী, পাখোয়াজ, বংশী, করতাল
রোধিল শ্রবণপথ, বাদ্যের নিনাদে।
নানারত্ন-বিভূষিতা সিমন্তিনীগণ,
সুহাসিনী আভীরতনয়া, ধান্য, দুর্ব্বা,

পুষ্পমাল্য, মৃগমদ, অগুরু, চন্দন
যতনে সাজায়ে ল'য়ে সুবর্ণ থালায়,
চলিলা পুলকে দ্রুত, নন্দরাজ পুরী-
অভিমুখে ; শুনি বার্ত্তা অপরূপ-রূপ
জন্মিয়াছে যশোদানন্দন। সমস্বর
মুক্তকণ্ঠে দিল হুলুধ্বনি, মহোল্লাসে
প্রবীণা, নবীনা, যত ব্রজবামাকুল ;
আর যত পুরনারী। সুধাধবলিত
উচ্চ সৌধশিরোপরে, শোভিল বিচিত্র
ধ্বজ, সারি সারি কৌষিক পতাকাদল।
সুদৃশ্য তোরণ রচি প্রতি দ্বারে দ্বারে,
ব্রততী মুকুল ফল পল্লবের মালা,
বিভূষিল অভিনব কিশলয়দলে।
শোভিল লতামণ্ডপে পথপার্শ্বদ্বয়,
পুঞ্জ পুঞ্জ কুঞ্জকক্ষসম, নয়নের
দৃশ্য প্রীতিকর ; কারুকার্য্য অলঙ্কৃত
সুচারু বিতান, ছাদিল গগনপথ,
রাজবর্ত্ম ঊর্দ্ধভাগ, রাজপুরী হ'তে,
নগরের উপকণ্ঠদেশ, শ্রেণীকৃত
হইল স্থাপিত, নবীন কদলীতরু

অগণিত ; হইল দোদুল্যমান তাহে,
রজ্জুবন্ধ সহকারপত্র সুশ্যামল ;
কদম্ব, কেতকীপুষ্প হইল গ্রথিত
মাঝে মাঝে, সদ্যোস্নাতা নবলক্ষ ধেনু,
সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈলে করিল রঞ্জিত,
নন্দরাজ গোপালকগণ ; সুসজ্জিত
করিল সুন্দর, সে সবার কলেবর ;
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ, মালিকা, বসন
সুগঠিত কনক ভূষণে। মহোৎসবে
সাজিল আভীরবৃন্দ, করি পরিধান
বস্ত্র, আভরণ, উষ্ণীষ কঞ্চুক আদি ;
চলিল ত্বরিতপদে বহিয়া নগরী,
নানাদ্রব্য সম্ভারাদি করিয়া বহন,
কৌতুকে যৌতুক দিতে নন্দ মহারাজে।
আবাল বণিতা ব্যগ্র সবে, গোপালের
মঙ্গল চিন্তনে ; কেহ দিলা নারায়ণে
তুলসী চন্দন, বরি কুলপুরোহিত।
কেহ বা অর্পিলা বিল্বদল, পূতবারি
যমুনার দেব দিগম্বরে ; কোন বামা
ভবজায়া ভবানী শ্রীপদে, দিলা জবা

ইন্দীবর দল, অতসী, অপরাজিতা,
সুগন্ধ চন্দনসিক্ত ভক্তি-উপহারে।
কেহ বা পূজিলা দেব-গিরিজানন্দন,
গণপতি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গজাননে,
পূর্ণঘট কেহ বা স্থাপিল, ধান্য, দূর্ব্বা,
রঞ্জিত সিন্দুরবিন্দু আম্রশাখাসহ।
দিবাভাগে দীপাধারে জ্বলিল প্রদীপ,
সর্ব্বশুভঙ্করচিহ্ন প্রতি গৃহমাঝে;
বিকীরিল কেহ পুষ্পদল রাজপথে।
আমোদিত হইল নগরী, সর্জ্জরস,
অগুরু, চন্দনগন্ধে; ব্রজবরাঙ্গনা-
কক্ষ হ'ল শোভমানা, সুচিত্রিত দিব্য
আলেপনা-সুরঞ্জিত-চারুচিত্রপটে।
কুঙ্কুম, তাম্বুলরাগ, কিঞ্জল্ক প্রভায়,
উজলিল-গোপীজন-মুখ-অরবিন্দ।
কেহ বিনাইল বেণী সুচারু চিকুরে,
পৃষ্ঠোপরি দিলা দোলাইয়া, কৃষ্ণবর্ণা
ফণিনী যেমন; শিরে মণি বিরাজিত
দীপ্ত সমুজ্জ্বল, পুচ্ছমূলে গাঁথা-গুচ্ছ-
সুবর্ণ-ঘর্ঘরী। হেমলতা সুবলিত

সুরম্য কবরী, যতনে বাঁধিল কেহ,
বিজড়িল তাহে সুবর্ণ-চম্পক-হার
কা'র কম্বুকণ্ঠদেশে হ'ল বিলম্বিত,
সুচিকণ তারাহার সুবর্ণ-ননরী ;
শোভিল শ্রবণযুগে রতন কুণ্ডল,
চন্দ্রপ্রভ চন্দ্রহার বেষ্টিত নিতম্বে ;
পরিধানে বিচিত্র বসন, যূথে যূথে
চলে মহোদ্যমে, রাজপুরী অভিমুখে ;
যত ব্রজবামাকুল সহাস্য বদনে,
ধাবিতা তটিনী মহাসাগরে যেমতি।
হইল শব্দিত রাজপথ, তাহাদের
পদক্ষেপ রুণু ঝুণু নূপুর শিঞ্জনে।
খসিল মরালগতি কামিনী-নিবহ
কেশপাশ, কবরী কুসুম নিপতিল
রাজবর্ত্ম মাঝে ; বাহ্য অনুভূতি লেশ
নাহিক তাদের, ব্যাকুল বিমুগ্ধ-চিতে।
ক্রমে ক্রমে নন্দরাজ প্রাসাদ প্রাঙ্গনে,
উপনীত সর্ব্বজন হ'ল সমাদৃত,
কক্ষপুর পূরিল উল্লাসে, জনতায়
হ'ল সংঘটিত স্থানাভাব। মত্ত সবে

বিমল প্রমোদে, বাহ্যে হেরি অন্তরের
আরাধ্যরতন, শ্রীনন্দ-নন্দন-শ্যামে ;
অন্তরে বাহিরে কেহ, কেহ বা অন্তরে
হেরে অন্তর নয়নে, অনিন্দ্যসুন্দর
অসীম অনন্তরূপ। চিরায়ু বলিয়া
কায়মনোবাক্যের সংযোগে, হরষে
উত্তোলি হস্ত নরনারীগণ, আশিষিল
বার বার বালক গোপালে। ধন্য মুগ্ধ
ব্রজভাব, জগজ্জীবনকৃষ্ণ কল্যাণ
কারণ, ব্যাকুলিত গোকুলনিবাসী ;
উথলিল ব্রজপুরে আনন্দজলধি,
গোলকবিহারী বিধি বিষ্ণুর আবাস।
কুণ্ঠা আজি নাই ব্রজে, তাই ব্রজধাম
বৈকুণ্ঠনগরী পবিত্র ত্রিলোকশীর্ষ।
গোপবৃন্দ, গোপাঙ্গনাগণ আত্মহারা
অসীম আনন্দে, তাই রত ক্রীড়ারঙ্গে ;
পীতরস বারিবিমিশ্রিত স্বর্ণকান্তি,
পরস্পর অভিষিক্ত করিল কৌতুকে
পরস্পরে। কেহ ক্ষীর করিল ক্ষরিত
কা'র শিরে, কেহ দিল বিনিময়ে তার

ঢালি নীর, নির্ঝরিণী বারিপাতসম।
কা'র গণ্ডস্থলে কেহ করিল লেপন
নবনীত, কেহ কোনজনের মস্তকে,
কলস পূরিত দধি করিল সেচন;
আক্রান্ত সে তক্র ঢালি দিল প্রতিশোধ!
পরিধেয় উত্তরীয় বস্ত্রসমুদয়,
নানাবর্ণে করিল রঞ্জিত সর্ব্বজন,
যত গোপ, গোপালক, গোকুলনিবাসী।
        বহিয়া বহনযন্ত্রে বাহকসকল,
বহুল কলসপূর্ণ দধি, দুগ্ধ, ছানা,
তক্র, সর্পি, নবনীত ঢালিল অঙ্গনে।
তাহে সবে প্রমত্ত পুলকে, বাহুবল্লী
তুলি ঊর্দ্ধে, বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধি কটিদেশ,
আরম্ভিল উদ্দণ্ড নর্ত্তন; সে আনন্দ
তুলনা রহিত, সানন্দ, সুনন্দ, নন্দ,
উপানন্দ আদি। আনন্দে নাচিল নট,
গাহিল গায়িকা, বালক, যুবক, বৃদ্ধ,
জরতী, যুবতী অগণন, মাতি পূর্ণ
মহোৎসবে; হইল পঙ্কিল সে প্রাঙ্গন
দধি, দুগ্ধ, গব্যরস, কূর্দ্দন নর্ত্তনে।

নাচিল কৈলাসে হর শশাঙ্কশেখর,
বাঘাম্বর কটিধৃত পড়িল খসিয়া ;
ত্রিদিবে নাচিল সুরপতি, তারাদল-
সহ নাচিল চন্দ্রমা নিশানাথ ; বায়ু,
হুতাশন, যম, কুবের, বরুণ আদি।
শিরে ধরি বসুধায় নাচিল বাসুকী,
নাচিল স্বরগে মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যভূমে
দেবী ভাগিরথী, রসাতলে ভোগবতী,
কালিন্দী তটিনী ধনী নাচিলা আহ্লাদে
ভাগ্যবতী। চিত্রলেখা, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী,
অলম্বুষা, তিলোত্তমা, রম্ভা, মেনকাদি
নাচিল অমরাবতী বাসব সভায়।
ভক্তবৃন্দ যে যথায় ছিল সংগোপনে,
নাচিল পাগলপ্রায় বিপুল পুলকে।
অচলা হইলা ব্রজে পদ্মালয়া রমা,
ক্ষীরাব্ধীতনয়া ত্যজি প্রিয় পদ্মালয় ;
ধন-ধান্য-সমাগম সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে,
হ'ল ব্রজ মূর্ত্তিমান সুখশান্তি ধাম।

নন্দ বসুদেব সংবাদ।

সদাত্মা আভীরশ্রেষ্ঠ নন্দ মহারাজ,
পরিতৃপ্ত হইলেন অতি, উৎসবাদি
করি সমাপন ; আতঙ্কনিগ্রহ-তরে,
নিয়োজিয়া গোপগণে গোকুল রক্ষায় ;
চলিলেন মথুরানগরে, কংসরাজে
করিতে প্রদান, নির্দ্ধারিত রাজকর।

এদিকে মহাত্মা বসুদেব, নন্দগৃহে
রাখিয়া গোপনে প্রিয়বস্তু প্রাণাধিক,
করেছেন মৌনব্রত ; যাপিছেন কাল
নিরাশায়, প্রাণ মাত্র আছে অবশেষ,
পঞ্জর পিঞ্জর মাঝে ; দীর্ঘশ্বাস শুধু,
মুহুর্মুহু প্রশমিছে যাতনা বিষম।
জীবনী সঞ্চারে, উঠয়ে যেমতি মৃত ;
নন্দ আগমনবার্ত্তা শুনি বসুদেব,
উঠিলা তেমতি ; চলিলা ত্বরিতপদে,
যথায় নিবসে নন্দ অনুচরসহ,

সুরচিত তান্তব আগারে। হেরি সখা
বসুদেবে, নন্দ হৃদে বাড়িল আনন্দ ;
করিলেন ত্বরা গাত্রোত্থান, অগ্রসরি
সমাদরে করি আলিঙ্গন, বসাইলা
উত্তম আসনে ; প্রিয়সখা ক্ষত্ররাজে।
জিজ্ঞাসিলা শিষ্টাচার বিনয় বচনে,
মথুরার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল বারতা।
নন্দ বিজ্ঞাপিত প্রশ্নে, প্রদানি উত্তর
বসুদেব, কহিলেন নন্দে সম্বোধিয়া,
বৃদ্ধ তুমি ভ্রাতঃ! অশীতি বরষাতীত,
যথাকালে জন্মে নাই সন্তান তোমার ;
ছিল না সে আশা এ বয়সে, কিন্তু সখা!
ভাগ্যবান তুমি ; কমলা অচলা গৃহে
তব, তাই পুণ্যফলে পেয়েছ নন্দন,
জন্মান্তরলব্ধ এ যেন নিরখি সখা!
ভ্রমিয়া সংসারচক্রে, কে লভে এমন,
পুত্ররূপে এ হেন রতন সুদুর্ল্লভ।
প্রতি বন্ধু বান্ধবের কর্ম্মের প্রগতি,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন ; তাই ভিন্ন গতি
সকলের, সামঞ্জস্য নাহি কোন কালে,

পরস্পর কর্ম্মীগণ কর্ম্মের সহিত।
তটিনীর প্রবল প্রবাহে, বাহ্যমান
তৃণ, লতা, কাষ্ঠ অনুরূপ, কে কোথায়
হ'তেছে বিক্ষিপ্ত যে প্রকার ; সেইরূপ
প্রিয়জনসহ, সংঘটেনা কোন মতে,
একত্র বসতি কভু। কর্ম্মফল বাত্যা-
বিতাড়নে, ইতস্ততঃ হয় ধাবমান
বিচ্ছিন্ন দশায়, বিষম বিকার ঘোরে।
কহ সখা! ব্রজের কুশল, ধেনুবৃন্দ,
পুরবাসী, প্রতিবেশী আছেত" কুশলে ?
পশুচারণের যোগ্য বৃহৎ প্রান্তরে,
আছেত" প্রচুর তৃণ, জল, লতা, গুল্ম ?
নন্দন-কুসুম-রম্য প্রফুল্ল-আনন,
গৃহশোভা, প্রাণরত্ন, প্রিয়দরশন,
অন্ধের নয়নসম বলভদ্র মম ;
নিজ জননীর সহ পরম আদরে,
গৃহে তব হতেছে বর্দ্ধিত নিরাপদে।
পালিতেছ ভ্রাতঃ! পরম যতনে তারে,
স্বীয় পুত্রসমজ্ঞানে তুমি স্নেহময় ;
পিতা বলি পরিজ্ঞাত তোমারে কুমার,

আছেত” কুশলে সে বালক ? কহ সখা !
কেন আগমন ? ত্যজি ব্রজ এ সময়।
উত্তরিলা নন্দ মৃদুস্বরে, আগমন
এবে মম, দিতে কর কংস মহারাজে।
হ’য়েছে প্রদত্ত নিজ কর, শুধিয়াছি
তোমার রাজস্ব নিয়মিত ; কংস কর
নিপীড়ন হ’তে ; মুক্ত তুমি এবে সখা !
আসিবার কালে হেথা, এসেছি দেখিয়া
ব্রজপুরী শান্তি মগ্ন, আপদ বিহীন।
শুনি নন্দ কথিত বচন বসুদেব,
আলিঙ্গন করি নন্দে ভুজবল্লীযুগে,
কহিলেন মিষ্টভাষে, প্রিয়সখা ! কর
অবধান, কার্য্য যবে হয়েছে নিষ্পন্ন,
হেথা অবস্থানে আর নাহি প্রয়োজন।
যাও ত্বরা নিজ গৃহে, উপরোধি আমি,
ব্রজপুরে আতঙ্কের আছে সম্ভাবনা
বহুবিধ ; কংসচর মায়াবী তস্কর,
দুষ্টদল পরিগ্রহি নানা ছদ্মবেশ,
ফিরিছে নিয়ত, অলক্ষ্যে পশিতে ব্রজে ;
করিছে মন্ত্রণা অহর্নিশি। নিবেদন—

সখা ! করযোড়ে, আঁখি অন্তরাল যেন
না হয় বালক ; স্বপ্ন কি জাগ্রতকালে,
জাগে যেন স্মৃতিপথে সখার বচন।
হইলা স্তম্ভিত নন্দরাজ, বজ্রাহত
পান্থ সম, শুনি সখা মুখবিনিসৃত,
নিদারুণ ভীতিপ্রদ বাক্য পরম্পরা ;
চলিলেন গোকুলনগরী অভিমুখে,
শকট, বাহকদল, গোপগণসহ।

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণকাব্যে কংস, কারাগারে,
অসুর মন্ত্রণা, নন্দোৎসব এবং নন্দ বসুদেব
সংবাদ নামক দ্বিতীয় সর্গ
সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

পুতনা বধ।

মেদিনী মস্তকাবৃতি, নীল চন্দ্রাতপ,
অনন্ত আকাশ বলি বাখানে তাহারে,
বুধগণ; তারাদল বলে অগণন,
উজল মাণিককণা বিমান গ্রথিত।
বারিনিধি অকুল অতল, এ সবার
অন্ত আছে, আছয়ে গণনা, আছে কূল,
আছে তল, আছে পারাপার; কিন্তু জ্ঞানী
সে বৈরান্ধ কংস হৃদিমাঝে; কত চিন্তা
নাহি কিছু ইয়ত্তা তাহার। কে নির্ণয়ে
উর্ম্মিমালা পয়োধি সলিলে! মন্ত্রীগণ
সনে করি নিগূঢ় মন্ত্রণা কংসরাজ,
করিলা আহ্বান ত্বরা, দানবনন্দিনী,
ঘোররূপা, বালকঘাতিনী পুতনারে।
রাজ আজ্ঞা শুনি যবে, আইলা খেচরী;
কাঁপিলা ধরিত্রী পদভরে; পলাইল
দূরে নরগণ; হেরিয়া বিরাট বপু

বিকট দশন। বহিছে প্রলয় বায়ু
নাসারন্ধ্রু হ'তে, মায়াবিনী দাঁড়াইলা
আসি করপুটে, সভামাঝে যথা কংস
হৈম-সিংহাসনে। কহিলা জীমূতনাদে,
কাঁপায়ে অম্বর, অম্বুরাশি, মহীপাল।
নিবেদি চরণপ্রান্তে, কোন প্রয়োজনে
মোরে করেছ স্মরণ? কহ শুনি? কিবা
সুকঠিন কর্ম্ম আজি? সমুদ্যতা দাসী
পালিতে নিদেশ তব, দৈত্যকুলচূড়া।
কেশরী আরাবে, অমনি কহিল কংস,
শোনরে পুতনা! জীবন শঙ্কটাপন্ন
মম, জন্মিয়াছে ভীষণ কণ্টক এক,
গোকুলের নন্দ গোপগৃহে। দৈববাণী,
কিম্বদন্তী রাষ্ট্রে এ নগরে, সে আবার
দুষ্ট বিষ্ণু; ভস্মাচ্ছন্ন প্রচণ্ড পাবক,
কিম্বা মেঘমালে ঢাকা, মধ্যাহ্ন মিহির
তেজপুঞ্জ, বৈরী সে আমার; বিষদানে
বিনাশ বিষ্ণুরে অচিরাৎ, গুপ্তবেশে
পশিয়া গোকুলে। শুনিয়া অদ্ভুত আজ্ঞা,
হৃদিতন্ত্রী উঠিল কাঁপিয়া; প্রকটিল

করাল বদনে, বিষাদ কালিমা ঘন ।
বিভীষিকাসহ, ঘনাইল দীর্ঘশ্বাস,
ঘুর্ণিল রক্তিম নেত্র, হ'ল বাষ্পাকুল,
পাষাণী দানবী পুতনার । ঘোর তর্ক
উদিল অন্তরে, সুমতি কুমতিদ্বয়ে,
ঘটাইল দ্বন্দ্ব ভয়ানক ; মৃদুস্বর
মিষ্ট সম্ভাষণে, কহিল সুমতি দেবী,
রে দানবি ! হও সাবধান, থাকে যদি
জীবনের আশা, থাকে যদি বিন্দুমাত্র
কুশল কামনা ; নহে পালনের যোগ্য
কংসের আদেশ, নাশিবারে কার শক্তি
বালক গোপালে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ত্রিপুরের
মাঝে বীর্য্যবান কে আছে এমন আর,
করে ক্ষুণ্ণ বিষ্ণুর শকতি অপ্রমিত ।
যাঁর মায়াজালে বদ্ধ, ক্রীড়ার কন্দুক
ত্রিজগৎ, বিমোহিতে প্রয়াস তাঁহারে ;
সামান্যা দানবী-মায়া বলে ! পাগলিনি !
অস্বীকারো কংস সন্নিধানে, এ নিদেশ ।
অঙ্কুরিল বীজ, কঠিন পাষাণ বক্ষে !
শ্মশানে শোভিল স্বর্গ ! নন্দনকানন

শোভা, ফুটিয়া উঠিল শতদল, দগ্ধ
মরুভূমে, উদিল চন্দ্রমা মনোহর,
অমানিশা যোগে, হেন অসম্ভব এক
হইল সম্ভব, দানবী অন্তরে হ'ল
দিব্য-জ্ঞানোদয় ; জন্মিল চঞ্চলা ভক্তি,
ব্রহ্মজ্ঞান হইল গোপালে। মনে মনে
কহিল পুতনা, গোপাল বালক নহে
গোকুলনিবাসী, লীলা ছলে অবতীর্ণ
ভূলোক ভিতরে, চরাচর পালনের
তরে ; ত্রিলোক পালক বিষ্ণু নিরঞ্জন।
ধ্যায়ে নিত্য যে শ্রীপদ, যোগীন্দ্র-মুণীন্দ্র,
ইন্দ্র আদি দেবতা-নিকর অনুক্ষণ,
পূজে যাঁরে ভক্তি, প্রেম, প্রীতি উপহারে,
উপাদেয় বস্তু যে সকল, ক্ষীর, ছানা,
নবনীত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি, দিতে যাঁর
মুখপদ্মে, লোলুপ নিয়ত ভক্তবৃন্দ ;
হায় কি পাপিনী আমি সাপিনী জগতে,
দিতে চাহি সে চাঁদবদনে হলাহল !
ধিক্ মম পিশাচী পরাণে শতবার,
ধিক্ ক্ষুদ্রচেতা কংসে, অনুমতি যার

নির্ব্বিকার বালক বিনাশে। ক্ষান্ত দেখি
পুতনায় গর্জ্জিল কুমতি রোষাবেশে,
কহিল কর্কশ তীব্র কণ্ঠে, রে দানবি!
ঘটিল দুর্ম্মতি বুঝি আজি? রাজ আজ্ঞা
করিলি অবজ্ঞা তাই? কে কহিল তোরে?
গোলকেরপতি বিষ্ণু নন্দের তনয়!
ধন্য তোর বিশ্বাসে বাখানি। ত্যজি শ্রেষ্ঠ
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কুল, গোপালক শূদ্র
গোপকুলে, কি হেতু জন্মিবে ভগবান?
পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম অতীত যে জন।
উচ্চারিলে যাঁর নাম বিনাশে কলুষ-
রাশি, কলুষ কি স্পর্শে তাঁরে? কর্ম্মবন্ধ
খণ্ডে যাঁর নামে, ভুঞ্জে সে কি কর্ম্মফল
কভু, মানবাদি সম, কোন কর্ম্মদোষে
তাঁর জন্ম গোপকুলে, ভ্রুভঙ্গে যাঁহার
সৃজন পালন লয়; উপদেশ মম,
পাল সমাদরে রাজ আজ্ঞা, অন্যথায়
হ'বে ধ্বংস কংস কোপানলে। কেবা জানে!
যদি বিষ্ণু হয় সে বালক, জীবনান্ত
হ'লে তাঁর করে, লভিবে অক্ষয় স্বর্গ।

শ্রেয় বলি যে হয় সিদ্ধান্ত, কর তাহা
অচিরে সাধন। নহে কূট কুমতির
কুটিল মন্ত্রণা, বলি এবম্বিধ বাক্য
নীরবিলা কুটিলা কুমতি; অবিলম্বে
চলিলা পুতনা, নন্দব্রজ অভিমুখে।
গমন সময় পথিমাঝে, সম্বরিলা
নয়ন পলকে প্রলয়কারিণী মূর্ত্তি
ভয়ঙ্করী। করিলা ধারণ দিব্যাঙ্গনা
রমণীয় ষোড়শ বর্ষিয়া, সুবিমল
শান্ত জ্যোতির্ম্ময় রূপ; জিনিল লাবণ্য-
প্রভা ধীর সৌদামিনী, কুরঙ্গিনী জিনি
নেত্র; বঙ্কিম কটাক্ষ, ঈষৎ পাটল
আভা সুরাগ রঞ্জিত গণ্ডস্থল, চারু-
চিবুকের শোভা, নিন্দিল প্রবালরাগে
অধরোষ্ঠ, কিম্বা নিন্দে পক্ববিম্বফল,
তাহাতে স্ফুরিত হাস্য মৃদু সুমধুর।
অকলঙ্ক, শরতের সে বিধু বয়ান;
দন্তপাঁতি সমুজ্জ্বল মুকুতা গঞ্জিত,
সুগঠিত উন্নত নাসিকা, গ্রীবাদেশ
সুরেখা সংযুত, বেষ্টিত মালতী মালে।

বেণীবদ্ধ কাকপক্ষ চাঁচর চিকুর
শিরোদেশে, পীনোন্নত চারু পয়োধর,
কুবলয়-কলিকা সন্নিভ; ক্ষীণ কটী
হেরি হরি সলাজে লুকায় গুহা মাঝে,
সুদৃশ্য নিতম্ব ঘন, জানু সুবলিত,
যেমতি করভীকর তাহে সুকোমল।
অলক্তরঞ্জিত দিব্য দুটি পদতল,
নৃত্য তালে খঞ্জন গমন, চুণি, পান্না,
হীরক, মাণিক, মুক্তা, প্রবাল রচিত
নানা রত্ন-আভরণ, যে অঙ্গে যা শোভে
কমনীয়, সে অঙ্গে তা সাজিল সকল।
পরিধানে নীলপট্টশাটী, বহু শিল্প-
নৈপুণ্য খচিত, অপূর্ব্ব মাধুরী মাখা
প্রতি অঙ্গ, তনুরুচি শুচির আবাস।
কিন্তু পাপিনীর গুপ্ত হৃদয় ভাণ্ডারে,
পূর্ণ শুধু তীব্র হলাহল, তাই যুগ্ম-
পয়োধরে করিলা লেপন কালকূট,
করালী কুমতি বশে। পশিতে গোকুলে,
আকুল কামিনীকুল হেরিয়া রূপসী
পুতনায়; . প্রিয় দৃষ্টি পড়িল সবার

অনিমেষ, স্পন্দহীন অঙ্কিত পুতলী
অনুরূপ, প্রফুল্ল নয়নে করি লক্ষ্য ;
তর্জ্জনী সঙ্কেতে, কহিল কোন কামিনী
কোন এক সঙ্গিনীর প্রতি, হের সখি !
বিধুমুখি ! কি মোহিনী রূপ, নারীকুলে
সম্ভবে কি হেন, এ মর জগৎ মাঝে ?
এ নয় মানবী কভু, দেবী সুনিশ্চয়।
কি জানি কি প্রয়োজনে ভ্রমিছে অবনী !
শারদ-চন্দ্রমা হেরি বদন সুন্দর,
উধাও আকাশ ক্রোড়ে উড়িল সদলে,
সুধালুব্ধ তর্ষিত চকোর। মধুব্রত
উড়িল সানন্দে, ফুল্ল-শতদল হেরি ;
বরষিছে অংশুজাল দেব অংশুমালী,
রঞ্জিতে শ্রীমুখ-সরোজিনী ; কে বলে এ
সামান্যা রমণী ! ধন্য বামা তনু তব
দেব আকাঙ্ক্ষিত ; কোন বামা মৃদুস্বরে
কহিল আবার, ধরিয়া সখীর কণ্ঠ
কর্ণমূলদেশে, এ সতী বুঝি বা রতি
মন্মথ-মোহিনী ! ফিরিতেছে পতিব্রতা
পতি অন্বেষণে। জলধিতনয়া রমা,

অথবা ইন্দ্রানী, কিম্বা মৃত্যুঞ্জয়জায়া
নগেন্দ্রদুহিতা, কিম্বা বামা বিদ্যাদাত্রী
দেবী বীণাপাণি, ব্রহ্মাণী বলিল কেহ,
কা'র অনুমান সিদ্ধ হইল বারুণী ;
সকলে চিনিতে ব্যগ্র চিন্ময়ী বলিয়া।
ধন্য রে রাক্ষসী মায়া ! মোহিত সবাই
সে অচ্ছেদ্য মায়ার কুহকে। নারীকুলে
উঠিল বিতর্ক বহুবিধ, আন্দোলন
চলিল গভীর, কিন্তু সত্য পরিচয়
রহিল গোপনে ; মায়া যবনিকাচ্ছন্না
দুষ্টা দানবীর। পরিভ্রমি পাপিয়সী
রাক্ষসী পুতনা, নানাস্থান, পুর, ব্রজ,
নগরাদি অবশেষে হ'ল উপনীতা,
নন্দরাজ প্রাসাদ দুয়ারে কুতূহলে।
হেরিয়া বরবর্ণিনী, বরটা গমন,
বিজলী জিনিয়া বর্ণ, বিশাল লোচনা,
বিপুল রূপের খনি ; দ্বারপালগণ
নীরবে ছাড়িল দ্বার। পশিল পাপিনী
পুরীমাঝে, মৃদু হাসি নধর অধরে,
সখী বলি সাদর বচনে, সম্বোধিলা

ভাগ্যবতী দেবী যশোদায় ; যেন কত
চিরপরিচিতা, হিতৈষিণী কত যেন।
গৃহকর্ম্মে ছিলেন ব্যাপৃতা এ সময়,
পুণ্যবতী যশোদা, রোহিণী ; প্রবেশিয়া
পাপিয়সী নিঃশঙ্ক অন্তরে, যথেচ্ছায়
বিচরিতে লাগিল অবাধে, কক্ষ হ'তে
কক্ষান্তরে। শূন্য নেত্রে স্থিরা যশোমতী,
নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল মুখপানে ;
রোহিণী রহিল চাহি সে চারু-বয়ান।
মরমে না জনমিল ভীতি অনুমাত্র,
নিবারিতে হ'ল না সাহস কাহারও ;
কি যেন সরম আসি চাপিল বদন।
সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টি হেরি যশোদার,
কহিল পুতনা সসন্ত্রমে, কহ সখি !
নারিলে কি চিনিতে আমায় ! পাসরিলে
পূর্ব্ব কথা, জাগে না কি সখী বরাননে !
স্মৃতিপথে সে সকল ? শৈশবে আমরা
অনূঢ়া দুজন যে সময়, সেই কালে
স্থাপিনু সখীতা তোমা সনে ; দেখ ভাবি
মনে, মিথ্যা ধূলা-খেলা খেলিয়াছি কত,

হাসি পায়, স্মরিলে সে কথা বিধুমুখি!
অজ্ঞানতা দোষে, কতই ক'রেছি দ্বন্দ্ব
ক্রীড়নক লয়ে, পরক্ষণে পুনঃ দ্বন্দ্ব
হ'য়েছে সাধিত দুজনায়। গড়িতাম
গৃহ, কুড়ায়ে ইষ্টকপুঞ্জ, আলেপনা
দিতাম তাহাতে কত মত, কক্ষে ল'য়ে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃণ্ময় কলসী, আনিতাম
সরসীর বারি, ধূলায় হইত অন্ন,
রাঁধিতাম লতার ব্যঞ্জন, পুতুলের
পরিণয় দিতাম উৎসবে, তোমার
পুতলীসহ। দিতাম বিবাহ, সহকার-
সহ লতিকার, বসিতাম দুই জনে
কৃত্রিম ভোজনে, কহিতাম কত কথা,
অমূলক কত গল্প কত উপন্যাস;
খেলা শেষে ভাঙ্গিয়া দিতাম খেলা ঘর।
মনে কি জাগে না সখি! এ সকল কথা?
সুন্দরীর শুনি বাণী, কহিল যশোদা
মনে মনে, কেমনে বা কহি অসম্ভব
সখীর কথিত বাক্য; বুঝি বা ভূলেছি,
অলীক সে ধূলি-খেলা বালিকা-কালের।

কক্ষে কক্ষে রক্ষোবালা, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
চক্ষে লক্ষ্য করিল সুন্দর ; মোক্ষময়
যশোদাজীবনে। বালক পালঙ্ক অঙ্কে
কোমল শয্যায়, সচেতন শান্তি মগ্ন ;
চলিলা সমীপে দুষ্টা সাধিতে স্বকাজ।
চাহিলা বারেক বনমালী, অর্দ্ধস্ফুট
কুটিল নয়নে ; পাপিনী পুতনা প্রতি ;
ভাবিলেন ভগবান, এ নয় ললনা,
স্নেহময়ী ধর্ম্মপ্রাণা দেবী কি মানবী।
শিশু হন্ত্রী, রাক্ষসী, খেচরী, পাপিনীর
মুখে মধু, হৃদয়ে গরল ; কোষবদ্ধ
কৃপাণ সদৃশ, বিরুদ্ধ অন্তর তীক্ষ্ণ ;
কিন্তু বাহ্য ব্যবহার জননীর সম।
বিষ্ণুর অলঙ্ঘ্য মায়া, লঙ্ঘিতে না পারি,
সামান্য বালক জ্ঞান হইল গোপালে
পুতনার। ভ্রান্তিমদমত্তজন যথা,
রজ্জুভ্রমে ধরে ক্রোড়ে কাল বিষধর,
ক্ষিপ্রকরে সেইরূপ দানবনন্দিনী,
কেশবে লইল কক্ষে ; কিন্তু গুরুভার
শৈল, হৈল অনুমান, স্তনন্ধয় শিশু

বিশ্বম্ভরে। চুম্ব দিলা শ্রীমুখ-কমলে,
প্রকাশি কপট স্নেহ; মস্তক আঘ্রাণ
করি বারংবার, যাদুমণি! হৃদিরত্ন!
অঞ্চলের নিধি! ইত্যাদি মধুরবাক্যে,
আপ্যায়িত করি গদাধরে; স্তনদান
করিলা বদনে, দুর্জ্জর-বিষপূরিত
জীবন নাশক। ভগবান অন্তর্যামী,
রাক্ষসীর জানি ক্রূরাচার; ক্রুদ্ধচিতে
যুগ্মপয়োধর, করদ্বয়ে দৃঢ়তর
করিয়া পেষণ, মন্ত্রশক্তি বশে যেন,
করিলা সবেগে পান; পঞ্চপ্রাণ সহ,
অপান, উদান, প্রাণ, সমান প্রভৃতি।
আকর্ষিলা মেদ, মজ্জা, শোণিত সকল,
প্রবল বিদ্যুৎবেগে; প্রতি মর্ম্মস্থানে,
উপজিল অসহ্য যাতনা; ত্রাহি ডাক্
ছাড়িল পাপিনী, মুহুর্মুহু; অবসন্ন
কলেবর, কাঁপিল সঘনে থরথরি;
ঝর ঝর হ'ল বহমান, অবিরল
স্বেদবিন্দুচয়; বহিল নয়নাসার,
আঁখিতারা হইল নিশ্চল। তথাপিও

পাপিয়সী, হস্তপদ বিক্ষেপি ধরায়,
ভীষণ প্রাণান্তকর প্রকাশি যন্ত্রণা ;
কর্ণভেদী, মর্ম্মভেদী, বিকট চীৎকারে,
আর্ত্তনাদি বহুতর ; বলিল বালকে,
ছাড় ছাড় গোপকুলাঙ্গার ! রে দুরন্ত !
কর্ব্বূর-অধম ! দানবান্তকারী তুই !
বাহিরায় প্রাণ, দে মোরে জীবনভিক্ষা ;
শিশুরূপে কাল তুই, নন্দপুরী মাঝে।
হেন বাক্য বলিতে বলিতে, নিজমূর্ত্তি
ধরিলা রাক্ষসী ; পাইল প্রয়াস বহু
প্রাণপণে, ছিন্ন করি শিশুকলেবর,
নিক্ষেপিতে সুদূর প্রান্তরে। ব্যর্থ হ'ল
সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাত, দন্তাঘাত হইল
নিষ্ফল, শস্ত্রাঘাতে বিদরে নিশ্চয়,
সুরচিত লৌহবর্ম্ম ; অভেদ্য গণ্ডার
চর্ম্মে, বিন্ধে শেল শূল, অস্ত্র খরসান ;
রেখাঙ্কে লেখয়ে, কঠিন পাষাণখণ্ড ;
কিন্তু কি যে বজ্রসার ! কোন্ উপাদানে
গঠিত বালকদেহ ! হ'ল না বিক্ষত,
পুতনার বজ্রসম প্রখর নখরে।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভেদী, ভয়াল নিক্কণে,
হইল না আতঙ্ক সঞ্চার; দুগ্ধপোষ্য
শিশুপ্রাণে। বিশ্বভয় বিদূরিতে যিনি,
অবতীর্ণ অবনীমণ্ডলে, বিভীষিকা
কিবা তার; নগন্যা দানবী হুহুঙ্কারে।
মৃতকল্পা দানবনন্দিনী, স্বেদসিক্ত-
কলেবরে, যন্ত্রণায় ব্যাদানি বদন;
রিক্ত প্রাণে পড়িল ধরণী; করি চূর্ণ
গিরিচূড়া, অরণ্যানী-পাদপ-সঙ্কুল,
ছিন্নমূল শাল্মলী সমান; কিম্বা ভগ্ন
অচল শিখর, সার্দ্ধ যোজনের পথ,
বিশাল ভূভাগব্যাপি। কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড-
ভাণ্ড সসাগরা, যেন তুঙ্গ-শৃঙ্গসহ;
গ্রহদলসহ নীলাকাশ, রসাতল
আদি করি; হ'ল সেতু সে দেহ পতনে,
নদীগর্ত্ত সরসী উরসে। অনুমিত
হইল সবার, শত শত বজ্রপাত
ভয়াল নিনাদ বিশ্বধ্বংসী; ভূমিকম্প
দম্ভ ভয়ঙ্কর, হৃদিকম্প সংঘটিল;
ধরাপৃষ্ঠে পড়িল সকলে অকস্মাৎ,

হারাইল সংজ্ঞারাশি মোহের প্রভাবে।
কোথায় সে ত্রৈলোক্যমোহিনী! অলৌকিক
রম্যরূপ! দৃশ্য হেরি কাঁপিল কৃতান্ত,
মহাত্রাসে, অন্যের উপমা কি সম্ভবে।
ঈশাদন্ত ভীষণ আকার, নাসারন্ধ্র
গিরিগুহা সম, গভীর আঁধার ব্যাপ্ত;
উচ্চকুচ গণ্ডশৈল যথা সুবৃহৎ,
তাম্রবর্ণ কেশগুচ্ছ, আপদ প্রকীর্ণ;
অক্ষিযুগ, অন্ধকূপ প্রায় ভয়াবহ;
যেন শুষ্কতোয় হ্রদ, বিপুল উদর;
জঘন্য জঘনদ্বয়, ভুজ সুবিশাল,
সূর্পসম নখরাজি, তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার।
দীর্ঘদেহ আকাশ পাতাল, কিবা যেন
দৈবশক্তিবশে, উপাড়িল অভ্রভেদী
দেবাত্মা ভীষণ, আমূল ধরণী মগ্ন।
কিন্তু সেই অলৌকিক শিশু, ক্রীড়ারত
পরম কৌতুকে; বিকটা পাষাণী হৃদে,
দলিছেন পদযুগে, উদর ভূধর,
হৃদিপিণ্ড তার; ছিঁড়িছেন কেশদাম,
কোপন স্বভাব শিশুপ্রায়; হাসিছেন

কভু খল খল, অমল-বদন-ব্যাদি।
যশোদা ভয়বিহ্বলা, ব্যাকুলিত চিতে,
আসি দ্রুত উর্দ্ধশ্বাসে লইলা গোপালে;
হতপ্রাণা পুতনার বক্ষদেশ হ'তে।
শিরে হানি কর, আইলা রোহিণী ত্বরা:
বালকের অমঙ্গল ভাবি গুরুতর।
আইলা গোপিনীব্রজ, আকুল পরাণে
শীঘ্রগতি, কিন্তু সে সচ্চিদানন্দময়,
আনন্দ সলিলে মগ্ন, ধীর নির্ব্বিকার।
বামাকুল ব্যাকুল অন্তরে, দাঁড়াইলা
করিয়া বেষ্টন গোপালেরে, রক্ষামন্ত্র
কেহ বা পঠিলা শিরোপরি, বিনাশিতে
সর্ব্ববিঘ্ন; বাঁধিলা দক্ষিণ করে কেহ,
সুমঙ্গল অক্ষয়কবচ। কেহ ভালে
প্রদানিলা ত্বরা, গোময়-তিলকবিন্দু;
লিখিলা দ্বাদশ নাম কেহ, ললাটাদি
দ্বাদশ অঙ্গেতে; সস্নেহে বালকশিরে,
অর্পিয়া শ্রীকর যশোমতী; আশিষিলা
বারবার, স্মরিয়া শ্রীনাথে। সমাপিয়া
অতনুর তনুরক্ষাবন্ধ, অভ্যন্তর

রক্ষণের হেতু; কহিলেন স্নেহময়ী
করুণ বচনে, হৃষিকেশ! সুকুমার
দুগ্ধপোষ্য এই বালকের, কর রক্ষা
করুণায় কর্ম্মেন্দ্রিয় যত। রাখ চিত্ত
শ্বেতদ্বীপাধিপ! রাখ মন যোগেশ্বর!
নারায়ণ! রাখ পঞ্চপ্রাণ, রাখ বুদ্ধি
পৃশ্নিপুত্র! রাখ আত্মা দেব ভগবান।
ক্রীড়ায় আসক্ত যবে রহিবে কুমার,
নিরাপদে রাখিও গোবিন্দ সে সময়;
শয়নে মাধব তুমি, গমনে বৈকুণ্ঠ,
উপবেশনের কালে রাখিও শ্রীপতি।
রক্ষো তুমি সর্ব্বভুক! ভোজন সময়,
ডাকিনী, যোগিনী, আর রাক্ষসী, কুষ্মাণ্ড
প্রভৃতি বালকগ্রহ; রাক্ষস, পিশাচ,
যক্ষ, বিনায়কদল; কোটরা, রেবতী,
জ্যেষ্ঠাদি পুতনাসহ, মাতৃকা সকল;
এ সবার আক্রমণে, রাখ জগদীশ।
ভূতগণ, ভূতমাতৃগণ, দেহপ্রাণ
বিনাশ কারণ, অপস্মার, উন্মাদাদি
ব্যাধি ভয়ঙ্কর; স্বপ্নদৃষ্ট উপদ্রব

যে সকল, বিচরণ করে এ জগতে
অহরহ, হোক নষ্ট নিকৃষ্ট এ সব,
ভয়হারী বিষ্ণু তব নাম উচ্চারণে।
স্নেহবদ্ধা যশোদা জননী, হেনমতে
মঙ্গল আচরি, পিযুষপূরিত স্তন,
দিলেন বদনে উপেন্দ্রের; ক্ষুধাতুর
শিশুর সমান, সানন্দে আনন্দময়,
করিতে লাগিলা স্তনপান; হেরি নেত্রে
পাইলা পুলক, ভাগ্যবতী গোপীবৃন্দ।
নন্দ আদি গোপগণ এ হেন সময়,
করিছেন ব্রজে আগমন, রাজধানী
মথুরা হইতে; পথিমাঝে নিপতিল
যে দৃশ্য নয়নে, সে ভয়াল দৃশ্য হেরি,
উড়িল সবার প্রাণ, হৃদয়ের গুপ্ত-
কক্ষ ত্যজি। জড়প্রায় নিস্পন্দ নিশ্চল,
যেমতি কুলিশাহত পান্থজনসম;
কিম্বা চিত্রালেখ্য প্রায় অচল অটল,
নীরবে দাঁড়ায়ে ক্ষণকাল; মোহভঙ্গে
নন্দরাজ কহিল বিস্ময়ে, বুঝি বা কি
সিদ্ধঋষি সখা বসুদেব! অবলম্বি

যোগমার্গ, পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত, গোকুলের
ভবিষ্য উৎপাত ; অথবা ত্রিকালদর্শী
সখা মম, এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তার।
বলিতে বলিতে হেন, নানামত কথা,
প্রবীর আভীরবৃন্দ, শুনিল শ্রবণে
রাক্ষসীর হঠাৎ মরণ। প্রত্যক্ষিল,
ভীমা-ভয়ঙ্করীরূপা পতিতা ভূতলে
সৃষ্টি নাশি যুড়িয়া যোজন। হেতু তার,
নহে সুবিদিত কেহ। আছিল গোপাল,
ক্রীড়ামত্ত তাহার উরসে ; কিন্তু দৈব-
অনুকম্পা বলে, অসম্ভব পিতৃ পুণ্যে,
সুকৃতির বশে ; বালক অক্ষতদেহে
রক্ষিত কুশলে। নন্দ আদি গোপগণ,
শুনিয়া বারতা হেন, হইল আপ্লুত,
বিস্ময় আনন্দরসে ; বাঁধিল উদ্যমে
কটিদেশ, করে লয়ে কৃপাণ কুঠার
সুশাণিত, খণ্ড করি দানবীর দেহ,
নিক্ষেপিল, দলে দলে বিহঙ্গিকা যোগে ;
সুদূর প্রান্তর মাঝে। হইল বিশাল
পুঞ্জীকৃত, দৃষ্ট হ'ল সৃষ্ট শিলোচ্চয় ;

অত্যুচ্চ গগনভেদী। গোকুলনিবাসী
যত বলিষ্ঠ যুবক, মাতি মহোল্লাসে ;
আহরণ করি কাষ্ঠ প্রচুর প্রমান,
আচ্ছাদিল অস্থি, মাংসরাশি ; সংযোজিল
বৈশ্বানর, ভীমতেজে উঠিল জ্বলিয়া
সে অনল, আক্রমিল প্রসারি সহস্র
জিহ্বা লেলিহান ; গর্জ্জিল ভয়ালনাদে,
প্রাণভয়ে পলাইল দূরে বন্য পশু।
আকুল বিহঙ্গকুল ত্যজিল কানন,
পলাইল দেশান্তরে ফেলিয়া শাবক,
ছাড়ি নীড় তরুশির। ভঙ্গ দিল ভয়ে
মাতঙ্গ, কুরঙ্গ সজ্ঞ ; নন্দের গোপাল
নব লক্ষ, চাহিল গোপাল মুখ পানে ;
প্রকাশিল ভয় ব্যাকুলতা, সবাকার
চকিত নয়ন মন। পূরিল সর্ব্বত্র
চিতাধূমে, দিবসে হইল অন্ধকার,
ব্যাপিল বসুধা যেন কুহেলিকাজালে।
অরাল কস্তুরী ঘনসার মলয়জ,
অগুরু চন্দন চুয়া ঘৃত উশীরাদি
গন্ধ মনোহর ; সুবাসিল দশদিক।

কোথায় পিশিতাশনা, নরবিঘাতিনী,
প্রমীতা দানবী দেহ দাহনের কালে,
পূতিগন্ধে পূরিবে অবনী ; বিনিময়ে
কি না তার ,ঘটিল ঘটনা অসম্ভব !
সুগন্ধে মোহিল মহী ! সুভগা-পুতনা
পুণ্যবলে, অতি দিব্য লভি মাতৃগতি,
পুলকে চলিয়া গেল দানবনন্দিনী ;
পবিত্র অমরধামে। অন্তরীক্ষ হ'তে
হেরিয়া নির্জ্জরগণ, মানিল বিস্ময় !
কৃতার্থ হইল দৈত্যগণ, হেরি নেত্রে
পুতনার গতি চমৎকার। শ্রীগোবিন্দে
স্মরণ মনন ধ্যান দর্শন স্পর্শন,
স্তন্যদান হৃদয়ে ধারণ, আর তার
মস্তক আঘ্রাণ, বদন-চুম্বন হেতু,
পূর্ব্বে তার হ'ল পাপক্ষয় ; সে কারণ
লভিলা ভামিনী,.সুদুর্ল্লভা মাতৃগতি ;
নিদারুণ শত্রুভাব হিংসা খলতায়।
কিন্তু যাঁরা ভয়, ভক্তি, স্নেহ, সখ্যভাবে
ভাবে তাঁর রাতুল চরণ মোক্ষময় ;
লভিবে সে, কি উত্তম গতি শ্রেষ্ঠতম,

কে সক্ষম কহিতে সে কথা ? জ্ঞাত তাহা
দেব হৃষিকেশ, সর্ব্ব অন্তর্যামী যিনি।
শ্রদ্ধা প্রেম প্রীতি যাঁর দেবকীনন্দনে ;
কোথা তাঁর সংসার বন্ধন দুর্নিবার ?
ধন্য ব্রজ, ধন্য ব্রজ-অধিবাসীগণ ;
চতুর্ব্বর্গ চরণে যাঁহার, কল্পতরু
পেয়েছ এমন, যোগেন্দ্রবাঞ্ছিত রত্ন।
নন্দ আদি গোপগণ, আনন্দিত মনে,
শবদেহ করিয়া দাহন পুতনার ;
ব্যগ্রতায় দ্রুতপদে করিল গমন
পুরী মাঝে ; অবস্থিত বিঘ্নবিনাশন,
বিপদ বিমুক্ত কৃষ্ণ আছেন যথায়।

শকট ভঞ্জন।

দানেতে দ্রবিণ শুদ্ধি, অনলে কাঞ্চন ;
মরণে দেহের শুদ্ধি, ক্ষীরেতে উদর ;
কর্ষণে ভূমির শুদ্ধি, প্রাণ প্রাণায়ামে ;
আত্মশুদ্ধি হয় জ্ঞানাঞ্জনে, গৃহশুদ্ধি

গোময় লেপনে ; কিন্তু কৃষ্ণ উচ্চারণ,
কৃষ্ণ নাম শ্রবণ কীর্ত্তনে সর্ব্বশুদ্ধি,
হয় সর্ব্ব কল্যাণ সাধন, শ্রোতা বক্তা
স্থান কাল লভে পবিত্রতা, সর্ব্বাপদ
হয় তিরোহিত, কলুষ-কল্মষ-রাশি।
যেই কৃষ্ণগুণগান পুরাণ পঠনে,
সুমধুর রসলীলা খেলার প্রসঙ্গ,
যেই কৃষ্ণ ধ্যান জ্ঞান পরমার্থ ধন,
যোগীজন হৃদয় আসনে বিদ্যমান
যে প্রাণ কেশব ; পুলকিত ভক্তচিত্ত-
প্রেমেতে বিভোর, বিগলিত আনন্দাশ্রু,
গণ্ড বক্ষে প্রবাহিত তাঁর ; বিরাজিত
সদা কৃষ্ণ করুণানিদান হৃদিমাঝে,
বিনাশিতে বিঘ্ন দুঃখ দ্বন্দ্ব বিভীষিকা।
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিযোগে আরাধিলে যাঁরে,
স্মরণে মননে কিম্বা মহিমা কীর্ত্তনে,
উচ্চারিলে সঘনে বদনে যাঁর নাম,
অথবা রাগিনী-সহ হ'লে আলাপন,
আনন্দে করায় নৃত্য, প্রমত্ত পুলকে,
প্রেমার্দ্রহৃদয়ে ঊর্দ্ধে বাহুবল্লী তুলি

যাঁর নাম, কি ছার কৃতান্ত কালরূপ,
কিবা ছার, জরা, ব্যাধি, ত্রিতাপ-দাহন,
শোক দুঃখ ভয়াবহ। কিবা প্রয়োজন
পারমেষ্ঠ, নাকপৃষ্ঠ, ধর্ম্ম অর্থ, মোক্ষ-
ফল লাভে, অন্তর অলকাপুরী, রত্ন-
সুশোভিত সদা, আলোকিত তথা হৃদি,
নীলকান্তমণি দীপ্ত, দীধিতিমালায়,
আবির্ভাবে যাঁর; হেন পুণ্যশ্লোক কৃষ্ণ
পূর্ণেন্দুবদন, আনকদুন্দুভি-সুত,
শনৈঃ শনৈঃ হইলা বর্দ্ধিত নন্দালয়ে।
নন্দচিতে বাড়িল আনন্দ প্রবাহিনী,
ভাসিল ভূবন সে প্রবাহে, উপস্থিত
হইল অচিরে অধোক্ষজ জন্মতিথি,
বয়োবৃদ্ধি বিনোদ-বাসর। একে নন্দ-
রাজপুরী আনন্দ মগনা, তাহে পুনঃ,
গোপালের জন্মতিথি মহামহোৎসবে
শত গুণ সুখময় হইল গোকুল।
হেনকালে পুণ্যবতী রাণী যশোমতী,
সমাগতা সমবেতা নারীগণ সনে,
বিবিধ মঙ্গলাচারে, দিয়া হুলুধ্বনি,

নৃত্য, গীত, বাদ্যোদ্যম মহাসমারোহে,
করাইলা কুমারের ক্রিয়া-অভিষেক।
বেদজ্ঞ পবিত্র আত্মা দ্বিজগণ দ্বারা,
বিশুদ্ধ বেদবিহিত মন্ত্র উচ্চারণে,
মজ্জনাদি করি সমাপন তনয়ের,
বিপ্রগণে অন্ন, ভোজ্য, মাল্যাদি বসন
করি দান, সুবর্ণ, রজতখণ্ড, ধেনু-
পয়স্বিনী, সমাধিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন ;
হেরিলেন নন্দজায়া স্বার্থক নয়নে,
পীতাম্বর ইন্দুনিভানন, স্থির লক্ষ্যে।
অর্দ্ধস্ফুটনেত্র হেরি, সুস্পষ্ট হইল
অনুমান, সুখনিদ্রা হ'তেছে আবিষ্ট
চঞ্চল বালক চক্ষে ; অমনি যশোদা
স্নেহময়ী, চাপিয়া কোমল করে কর্ণ
গণ্ডস্থল ; ধীরতায় করিয়া নিদ্রিত
নীলমণি, করাইলা অতি সাবধানে,
সুকুমার শয়নে শয়ান ; ব্যজনিলা
ক্ষণকাল, উদ্বোধন করি স্নিগ্ধ মৃদু
সমীরণ। রক্ষি মাতা একাকী বালকে
হিমাংশু-বদন পানে চাহি পুনঃ পুনঃ,

অদূরস্থা মহিলা-মণ্ডলে ; আপ্যায়িত
সম্বর্দ্ধিত করিবার তরে, সাগ্রহে
করিলা যোগদান ; রহিল না বিন্দুমাত্র
শিশু প্রতি সতর্ক নয়ন ; ঘটাইল
গভীর বিস্মৃতি, সে আনন্দ কোলাহল
তরঙ্গ তুফানে ; হেনমতে হ'ল গত
বহুক্ষণ ; এদিকে জগদানন্দ জাগি
অচিরাৎ, ধ্বনিত করিলা রাজপুরী,
কাতর ক্রন্দনরোলে ; গুরু অভিমানে,
ধরণীর বক্ষে পদ বিক্ষেপিয়া ঘন।
কিন্তু তথা ছিল এক বৃহৎ শকট,
দারুবিনির্ম্মিত, ভূতলে স্থাপিত তার
চক্র চতুষ্টয় ; শকটের নিম্নভাগে,
আছিল শয়নে, ক্ষুধায় রোরুদ্যমান,
সর্ব্বশক্তিমান, অপূর্ব্ব বালক বিষ্ণু।
বাল্যচপলতা ছলে সঞ্চালিতে পদ,
পদাঘাত করিলা শকটে সাংঘাতিক ;
উৎক্ষিপ্ত হইয়া শূন্যে, সেই সে আঘাতে,
উলটিয়া পড়িল ভূতলে সে শকট।
তদুপরি ছিল সুসজ্জিত নবনীত

দধি, দুগ্ধ, ছানা কাংস্যাদি গঠিত পাত্রে
প্রচুর প্রমান ; হ'ল নষ্ট সে সকল,
চূর্ণ হ'ল পাত্র সমুদয় ; চক্র অক্ষ
পড়িল খসিয়া ; ভাঙ্গিল কুবর দৃঢ়,
মহাশব্দ হইল উত্থিত ভয়াবহ,
পড়িল ঝঞ্ঝনা যেন, বিনা মেঘমালে।
সর্ব্বজনে গণিল প্রমাদ, মনস্বিনী
মাতা যশোমতী, আইলা ত্বরিত পদে,
ব্রজবালা আইলা যতেক, সবিস্মিতা
স্তম্ভিতা সকলে, ভগ্ন হেরি সুবিশাল
দুর্জ্জয় শকট। পরস্পর পরস্পরে
করিল জিজ্ঞাসা ব্যস্ততায়, হইল না
সামর্থ্য কাহার, দিতে তার সদুত্তর ;
ছিল তথা শিশু পঞ্চ জন, কোন শিশু
স্মিতমুখে কহিল অমনি যশোদায়,
ক্রুদ্ধ রুদ্যমান তব বালক গোপাল,
ভাঙ্গিয়াছে পদাঘাতে বিপুল শকট ;
অবশিষ্ট চারি জন, কহিল সকলে
সমস্বরে, কেশবের কর্ম্ম অসম্ভব।
কে বিশ্বাসে বালকের কথিত প্রস্তাব।

কাহারও হ'ল না প্রত্যয়, এ অদ্ভুত
বালক চরিত্রে। মায়া-মোহে মহামুগ্ধ
যত ব্রজবাসী, জানিল না কে বালক,
কি যে তাঁর অপ্রমেয় বল ; তাই সবে
সত্য বাক্য বলিল অলীক, অন্তরের
স্তরে স্তরে বহিল সবার, সংশয়ের
ঘোর ঝঞ্ঝাবাত ; হ'ল অবসাদ প্রাপ্ত
মনোবৃত্তিচয়, সুবৃহৎ গুরুভার
দুর্ব্বহ শকট, কে ভাঙ্গিল! কার শক্তি
সম্ভবে এমন! সম্ভবে কি কোন কালে,
কারণ বিহীন কার্য্য ; আলোচনা হ'ল
ইত্যাকার, কিন্তু তথ্য হ'ল না নির্ণয়
অনুমাত্র। অবশেষে করিলা মনস্থ
নন্দরাজ অসূয়া অনৃত দম্ভ ঈর্ষা-
অভিমান, যে সকল বিপ্রের হৃদয়,
নাহি স্পর্শে কোন কালে, বেদোপম বাক্য
তাঁহাদের, ধ্রুব সত্য আশিষ বচন,
হয় না বিফল কভু। সমাহিত মনে
চিন্তি হেন, আনয়ন করিয়া গোপালে ;
শুচিস্মিত দ্বিজগণদ্বারা, যথাবিধি

সাম ঋক যজুর্ব্বেদ শাস্ত্র অনুসারে,
পূত সর্ব্বৌষধি জলে করাইয়া স্নান,
সর্ব্ববেদ সর্ব্বদেবময়ে ; করাইলা
গ্রহযাগ, দিলা দান গ্রহ বিপ্রগণে ;
গোপালের অভ্যুদয় করিয়া কামনা।
দধ্যক্ষত তিল বারি দর্ব্বাদির দ্বারা,
বিধানিলা মাঙ্গলিক ক্রিয়া ; নন্দরাজ
হৈলা তুষ্ট, বিপ্রগণ অমোঘ আশিষে।
এ দিকে দৈত্যেন্দ্র মহীপাল, দীপ্তরোষ
অনল অর্ণবে, করিয়াছে উল্লম্ফন ;
পশিয়াছে কর্ম্মস্থানে রাহু, ধ্বনিয়াছে
কর্ণে তার, দুঃসংবাদ-হৃদি বিদারক,
পুতনার অকাল মরণ। তাই পুনঃ
প্রেরিলা পামর, মায়াবী দানব এক ;
পশি সেই দুষ্ট খল নন্দের-আগারে,
রহিল প্রচ্ছন্নভাবে শকটের মাঝে,
অপেক্ষি সুযোগ বিনাশিতে নন্দসুতে।
জানি তাই অন্তর্যামী আপন অন্তরে
করিলা শকট ভঙ্গ ভীম পদাঘাতে ;
চক্ষু পালটিতে ছেদিলা সে মায়াজাল,

হতপ্রাণ চূর্ণীকৃত হইল দানব।
বার্ত্তাবহ মুখে মুখে চলিল বারতা
রাজপুরে, লক্ষ্যভ্রষ্ট সিংহের সমান,
রক্তজবাসম রাগ অরুণ নয়নে,
উঠিল গর্জ্জিয়া দৈত্যপতি, তৃণাবর্ত্ত
স্থরবৈরী দৈত্য দুরাচারে, আবাহন
করিলা ত্বরায়। আইলা সভয়ে দুষ্ট,
যুক্ত করে দৈত্যেন্দ্র সকাশে, নিবেদিল
নম্রতায়, ভৃত্য তব চির অনুগত ;
যাহা ইচ্ছা আদেশ কিঙ্করে, সম্পাদনে
তব তুষ্টি ; প্রাণ দিতে নহি পরাঙ্মুখ।
শুনি অনুকূল বাক্য, অমনি বিরস
হাস্যে কহিল দুর্জ্জন, সাধু! ধন্যবাদ
প্রদানি তোমারে তৃণাবর্ত্ত! বন্ধু তুমি
বিপদসাগরে, নিতান্ত নিরবলম্ব
আমি আজ, জিজ্ঞাসি তোমায়, বীরশূন্য
এবে কি রে মথুরানগরী ? হৃদে কা'র,
নাহি কি পৌরুষ লেশ! ধমনী কৈশিকা-
সূত্রে বহে না কি কা'র উত্তপ্ত শোণিত-
স্রোত ? গর্ব্বিত কীর্ত্তিত যারা বীর নামে,

কুলাঙ্গার তারা কি সকলে? দৃশ্য শোভা
হেতু কি তাদের, অকর্ম্মণ্য ভুজদণ্ড!
ঘটাইল ঘোর পরমাদ, তুচ্ছ এক
স্তন্যপায়ী শিশু; সে কি রে অজাতশত্রু!
ত্রিলোকবিজয়ী! অবধ্য কি দৈত্য নর
অমরগণের? নিতান্ত কৃতান্ত সে কি?
যে যায় তাহার ঠাঁই, জনমের মত
নাহি করে পুনরাগমন, শ্মশানের
মৃতজন যথা; অথবা মণ্ডুক যথা
অহি কবলিত, কিম্বা গত মহামূল্য
সময় রতন, অসীম অনন্তকাল
সাগর হইতে, কুত্রাপিও প্রত্যাগত
না হয় যেমতি; তেমতি আশ্রিত মম
দৈত্যগণ দশা। কহিতে কহিতে হেন,
মথুরা ঈশ্বর দানবেন্দ্র, করতলে
বিন্যাসি কপোল, নীরবিলা মনো দুঃখে।
মরিতে সাজিল তৃণাবর্ত্ত সাহঙ্কার,
মৃত্যুকালে ধরে পক্ষ পিপীলিকা যথা।

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্যে পূতনাবধ ও শকট ভঞ্জন
নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

তৃণাবর্ত্ত বধ।

যাঁর হাস্য প্রকাশক বিকচ প্রসূন,
স্নিগ্ধ নিরমল পূত সুষমা পূরিত;
নিশির শিশির, ধারাধর বিগলিত
যাঁর স্নেহবারি; করুণায় পূর্ণ যাঁর
নদী প্রস্রবন পারাবার বাপী হ্রদ
দীর্ঘিকাদি জলাশয় যত; যাঁর জ্যোতি,
তেজ বীর্য্য আদিত্যমণ্ডল; ঋক্ষরাজি
উজল অক্ষরে, মহিমা কীর্ত্তিত যাঁর
আকাশ ফলকে; সৌম্যভাব অভিব্যক্ত
পূর্ণ সুধাকরে, পুলক প্রকাশে যাঁর
মেদুর সমীর; প্রতি অণু পরমাণু
স্থাবর জঙ্গমে, নিখিল জগৎব্যাপি
যাঁহার স্বরূপ; একদিন সেই পূর্ণ
পুরুষ মহান, মাতা যশোমতী ক্রোড়ে
বসিয়া হরষে, করিছেন স্তন্যপান,
স্থির ধীর হইয়া তন্ময়। ক্ষুধা যেন

কতই প্রবল, হাসিছেন মৃদুহাসি,
প্রীতিনেত্রে চাহিছেন মাতৃমুখপানে ;
নীলাম্বুজ লোচনযুগলে, ওষ্ঠাধর
প্রান্তে যেন থাকিয়া গোপনে, খেলিছে
চঞ্চলাবালা অচঞ্চলভাবে। ত্যজি কভু
স্তন্যসুধাপান, সুকোমল ক্ষীণকণ্ঠে,
কহিছেন মাঝে মাঝে কত মত কথা,
অশ্রুত অজ্ঞাত ভাষে। আনন্দমগনা
মনস্বিনী, শুনিছেন তাহা মনোযোগে ;
অচিরে অদ্ভুত এক ঘটিল ঘটনা,
নিপীড়িতা হইলেন মাতা অত্যধিক,
পলকেতে গিরিভার হইল বালক,
আক্রান্তা হইলা যশোমতী সে দুর্ব্বহ
ভারে, রাখিতে নারিলা অঙ্কে সে রতন ;
সন্ত্রাস-ব্যাকুলচিতে স্থাপিলা ভূতলে।
ইচ্ছাময় ইচ্ছাবশে এ হেন সময়,
কংসরাজ প্রেরিত কিঙ্কর তৃণাবর্ত্ত,
হইল উড্ডীয়মান চক্রবাকৃরূপে,
ধরি ভীমকলেবর বিহায়স কোলে।
পক্ষপুট সুবিস্তীর্ণ বিস্তারি বিশাল,

আচ্ছাদিল ভানুর কিরণ জ্যোতির্ম্ময় ;
প্রভঞ্জনসম ক্ষিপ্র পক্ষ বিতাড়নে,
বরষিতে লাগিল সঘনে, পাংশুজাল ;
তিমিরে পূরিল বিশ্ব, হইল অদৃশ্য,
অক্ষি সমীপস্থ বস্তু, গাঢ় অন্ধকারে ;
ঘনাবৃত অমানিশ অন্ধকার যেন।
এ হেন সুযোগে দুরাচার, ভূতলস্থ
বালক গোপাল হরি, হরি অনায়াসে,
উড়িল আকাশমার্গে, করিয়া ধ্বনিত
দশদিক্, সুমহৎ গভীর শবদে।
বাত্যাচক্রে বিপন্ন গোকুল, গোপকুল,
ঝঞ্ঝা সমুৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্র কূর্পর আঘাতে,
অত্যাহত হ'ল সর্ব্বজন ; হৃতজ্ঞান,
দৃষ্টিশক্তি লভিল অন্ধতা ভয়াবহ ;
অন্যপরে কিবা কথা, হ'লনা গোচর
নিজ দেহ, একজন অন্যে কি দেখিবে।
পশারিয়া কর যশোমতী, বুঝিলেন
স্থির অনুমানে, উপবিষ্ট শিশু যথা,
শূন্যভূমি, নাহি তথা অমূল্যরতন।
বক্ষেতে করিলা করাঘাত, হৃদি-বীণা

তন্ত্রীদল ছিন্ন হ'ল যেন, প্রতিঘাত
করিল মস্তিষ্কে অমঙ্গল, অবসন্ন
কম্পিত শরীর, উন্মূলিত তরুসম
পড়িল ধরায় আচম্বিতে; মুখে মাত্র
হাহাকার রব, ঘুমায়ে পড়িল যেন
রাণী যশোমতী, নীরবেতে বসুন্ধরা
হৃদে। এদিকে বিহঙ্গরূপী তৃণাবর্ত্ত,
অনিল সাগরে, সঙ্কট সলিলে মগ্ন,
দুস্তরে দিয়াছে লম্ফ মরিতে স্বেচ্ছায়,
বাঁধি গলে বিশাল পাষাণ; ধরিয়াছে,
কিম্বা কণ্ঠে, বিষধর কৃষ্ণ ভুজঙ্গম।
উঠিয়া সুদূর শূন্যে তীব্র তীরবেগে,
কৃষ্ণ বক্ষে দুষ্ট দৈত্য গণিল প্রমাদ;
অবসান হইল কৌতুক অচিরাৎ,
ঘটিল পতনারম্ভ, শ্রীকর-বেষ্টনে,
প্রলম্বিত ছিল শিশু দৈত্য কণ্ঠদেশে,
কমনীয় নীলকান্ত যেন কণ্ঠহার;
কিন্তু দেব জগন্নাথ জগৎ পাবন,
হইলা মহাদ্রি ভার স্ব মায়া প্রকাশি,
হরিলেন শক্তি গর্ব্ব, করিতে পবিত্র

দুরাত্মায়। হতবীর্য্য হইল দানব,
প্রশমিত হ'ল দ্রুতগতি, জলস্তম্ভ
পতনের প্রায়, মহাবেগে সংঘটিল
ভীষণ পতন ; নিরুপায় হেরি দৈত্য
রক্ষিতে পরাণ, পর্ব্বত-সদৃশ শিশু
নিক্ষেপিতে দূরে, পাইল প্রয়াস শত
সাধ্য অনুযায়ী ; হইল অকৃতকার্য্য,
ত্যজিল না দুর্জ্জয় বালক কোন ক্রমে,
কণ্ঠধৃত ভুজবল্লী নিগড় বন্ধন।
গলদেশ নিষ্পেষণ হেতু, দৈত্য দেহ
হইল নিস্পন্দ, রুদ্ধ হ'ল প্রাণবায়ু
নিশ্বাস প্রশ্বাস, বাহিরিল পিণ্ডাকার
রক্তিম নয়ন, বজ্রাগ্নি ঝরিল যেন ;
শিলাপৃষ্ঠে পড়িল পাপিষ্ঠ, চীৎকারে
বিদারী পৃথ্বি ত্যজিল জীবন। চূর্ণ হ'ল
অস্থি রাশি, মেদ মাংস হইল বিচ্ছিন্ন
চারিভিতে, দিব্যগতি লভিল দানব,
কৃষ্ণ করে সাঙ্গ করি ভবলীলা তার।
কিন্তু মৃত তৃণাবর্ত্ত বুকে, উপবিষ্ট
প্রহৃষ্ট বালক কৃষ্ণ, নির্ভীক অন্তরে ;

ব্যাপ্ত হ'ল গোকুলনগরী কোলাহলে,
জনতায় পূরিল অজির, নন্দরাজ
পুরীমাঝে, উচ্ছ্বসিল শোক-সিন্ধু বারি,
ধ্বনিল তরঙ্গমালা হাহাকার রব।
ব্যাকুল পরাণে, আইলা গোপিনী ব্রজ,
হেরিল সতৃষ্ণনেত্রে, খেলিছে বালক
নিরাপদে তৃণাবর্ত্ত হৃদে, মহানিদ্রা
মগ্ন দুরাচার ; ছিন্ন ভিন্ন দীর্ণ দেহ
শায়িত ধরায়। একজন গোপাঙ্গনা,
বক্ষে লয়ে বালক গোপালে, সমর্পিলা
যশোমতী ক্রোড়ে, হীনপ্রাণা মৃতদেহে
পাইলা পরাণ, অমিয়প্রয়োগে যথা।
মুহ্যমানা, হৃষ্ট মনে ত্যজিলা ভূতল,
ধূলিধূসরিতা দেহে, পুলকে পূরিল
নন্দপুর, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল যুড়ি,
উঠিল সুরবে, সুমঙ্গল কৃষ্ণ জয়
ধ্বনি, সুর নর অপ্সর কিন্নর কণ্ঠে,
হ'ল মুক্ত কথঞ্চিৎ ধরণীর ভার।
চেড়ী মুখে চলিল বারতা কংসপুরে,
পশিল পাপির কর্ণে বিষদিগ্ধ শেল ;

শুষ্ক হ'ল বাসনা কুট্মল, প্রাতঃসূর্য্য
তরুণ কিরণে লুকাইল মরীচিকা
আশা তরঙ্গিনী, গভীর নিশ্বাস বায়ু
রহিয়া রহিয়া, হৃদি-অন্তস্তল ভেদী,
বাহিরিতে লাগিল উচ্ছ্বাসে, শৌল্বিকের
ভস্ত্রাযন্ত্র যথা; কিম্বা ভীম অজগর
নাসার নিস্বন, অথবা আগ্নেয়গিরি
অনল উদ্গম, ভস্ম উদ্গীরণ যথা
উষ্ণ বারিধারা বহিল নয়নপথে,
করদ্বয়ে মুছিয়া সে অশ্রুবিগলিত,
চিন্তা-সখীসহ পাপী পশি রাজপুরে,
আরম্ভিলা জটিল মন্ত্রণা পৈশাচিক;
শিশুহত্যা করণের বিবিধ কৌশল,
মিলিল যতেক পাপ দুষ্ট মন্ত্রীদল।

শ্রীকৃষ্ণ-বদনে বিশ্ব দর্শন ।

সিকতা-সমান ক্ষুদ্র বটবীজান্তরে,
রাখিলা বিপুলকায় তুঙ্গ অভ্রভেদী,
দীর্ঘ মহীরুহ যিনি, দুর্দ্দর্শ প্রচ্ছন্ন,
কে তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা ! কে তিনি চিন্ময়
ভীষণ বাড়বানল সাগর সলিলে,
অম্বরে নিরবলম্বে কি সূত্রে গ্রথিত,
রেখেছেন গ্রহ তারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
বারিদে প্রচুর বারি ইরম্মদ দ্যুতি,
কার সৃষ্টি নিপুনতা বৈচিত্র্যে প্রকাশে !
প্রাণবায়ু ব্যাপিয়া জগৎ, মৃত্তিকায়
অলীক শাকতি, জীবের আজীব শস্য
উৎপাদিকা বীজ, কাহার অক্ষয় দান ?
অস্বীকারে অস্তিত্ব তাঁহার, অকৃতজ্ঞ
কত অজ্ঞজন, জড়াপ্রকৃতির গুণ
বাখানে গৌরব। কীটদংশে সুপক্ক ফল
পর্ণ পুষ্পরাজি, কণ্টকী কেতকী কণ্ঠে

অমৃত বহুল, ইক্ষুদণ্ড অভ্যন্তরে
শর্করা প্রচুর, গাভী স্তনে ক্ষীর ধারা
ঘৃত নবনীত, মক্ষিকার মধুচক্রে
সুধার ভাণ্ডার, যাঁহার করুণা বলে ;
কোটি নমস্কার তাঁর রাতুল চরণে।
ভূমিখণ্ডে শ্যাম শষ্পদাম, অটবীতে
ভৈষজ্য-নিকর, মৃতসঞ্জীবনী সুধা ;
ভূগর্ব্ভে রতনখনি ধাতু নানা মত,
গভীর সাগরে মুক্তা শুক্তি অভ্যন্তরে ;
লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ নীর,
পূর্ণ তাহে সপ্ত পারাবার। ক্ষুদ্র কীট
প্রবালাদি হ'তে, তাহে মীন কূর্ম্ম শঙ্খ,
শম্বু বরাটিকা, সুবৃহৎ নানা জন্তু,
গিরি-সম ভীমদেহধারী ; কে নির্ণয়ে
গণনায় তাহা। নহে সৃষ্টি নিরর্থক,
নহে দৃশ্য বৈচিত্র্য রক্ষণ ; যথায় যা
আছে প্রয়োজন, তাই তথা সন্নিবেশ
করিয়া যতনে, রেখেছেন কারুণিক
পরম-কারণ। অনিলে অতুল্য বল,
অনলেতে পাবনত্ব দাহিকা শকতি,

শাস্ত্রে জ্ঞান বিজ্ঞানাদি, বর্ণাশ্রমে প্রেম,
ঘটে বুদ্ধি যথাযোগ্য শক্তি সমাবেশ ;
হৃদয়ে পবিত্র আত্মা, অন্তরে বিবেক,
উত্তমাঙ্গে শ্রীচৈতন্য চারুচন্দ্রোদয়,
যাঁর ইচ্ছাবশে, ভূবনমঙ্গল তিনি ;
কর্ম্ম তাঁর শুধু মাত্র কল্যাণ সাধন,
এই বিশ্ব জীব জগতের। কর্ম্মোন্মত
মানবেরে দয়ার নিধান, করেছেন
পুরস্কৃত পরম গৌরবে ; দিয়াছেন
শ্রেষ্ঠতা সবার প্রাণিসমাজের মাঝে।
শীলতা ভব্যতা ন্যায়, ঔদার্য্য বিনয়,
জ্ঞান গুণ কর্ম্ম সকৌশল, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য
বিবেক বৈরাগ্যে, কোন জীব নহে যোগ্য
মানব সকাশে ; তাই এ মানবজন্ম,
সুদুর্ল্লভ মুক্তির সোপান। প্রেম দীক্ষা,
সংসারের মায়া মোহ, কামিনী কাঞ্চন ;
বণিতায় যত প্রীতি, পুত্রে যত স্নেহ,
হৃদয়-শোণিতসম সম্পদে মমতা,
যত কিছু আমি আমি আমার বলিয়া,
দিবানিশি মমত্ব স্থাপন, গৃহ পুর

তৈজসাদি তুচ্ছ উচ্চ ধনে ; দান দীক্ষা
তেমতি আবার, দেন সদা সারাৎসার
পরমেশ গুরু। রাজায় রাজস্ব দান,
লভ্য দান মহাজন জনে, উত্তমর্ণে
দিতেছি কুসীদ, যৌতুকাদি করি তাই
দান, জামাতা তোষণে ; স্ত্রী পুত্র পোষণে,
হ'তেছে ব্যয়িত যত দেহের শোণিত,
তুচ্ছ স্বার্থ ব্যপদেশে দানেরই সাধন।
অহো! সরবস্ব যিনি দিয়াছেন মোরে,
দিয়াছেন অমূল্য জীবন, সাজাইয়া
রেখেছেন বিশাল ভাণ্ডার, নানাবিধ
আহারীয় প্রয়োজ্য সম্ভারে ; শিবদাতা
ধাতা বিশ্বময়, বিধানিতে শান্তি সুখ।
এমন দয়ারনিধি ত্রিলোক পালক,
কি অর্পণ করি তাঁর পদ-কল্পমূলে ?
কিবা অপ্রতুল তাঁর, কি যাচেন তিনি ?
বসুধা যাঁহার রাজ্য কুবের ভাণ্ডারী,
কমলা কলত্র, যাঁর দত্ত সামগ্রীতে
পূরিত সংসার, তাঁর যোগ্য উপচার,
কি আছে এমন মহাযজ্ঞ ; তাঁর বস্তু

তাঁহারে প্রদান, তুচ্ছ সাধ্য যাগ যজ্ঞ
ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ, সেই নিত্য আপ্তকামে;
জাতি বর্ণ ব্রাহ্মণ শ্বপচ নির্ব্বিশেষ
তাঁহার নিকটে। ভক্তির ভিখারী তিনি
ভক্তপ্রাণ, ভক্তিপাশে ভক্তপাশে বদ্ধ
চিরকাল, ভক্তিযোগে বলীর দুয়ারী,
পিতৃ-নির্য্যাতন হ'তে রাখিতে প্রহ্লাদে,
আবির্ভূত নরসিংহরূপে, স্ফটিকের
স্তম্ভ মাঝে; দুরাশয় দুঃশাসন করে,
বিবসনা পাঞ্চালীর লজ্জা নিবারিতে,
হইলা অনন্ত বস্ত্র সভাস্থলে যিনি!
আজি সেই দেবকীনন্দন, হ'য়ে বন্দী
যশোদার স্নেহ-ভক্তি বলে, কুতূহলে
খেলিছেন, নন্দরাজ অলিন্দ-মাঝারে।
যোগমায়া অঙ্কের বালক লীলাশক্তি
যোগে অভিনয়, তাই লীলাময় শিশু
সাজিয়া অজ্ঞান, তুলিয়া মৃত্তিকাখণ্ড
প্রাঙ্গন হইতে, দিতেছেন মুখপদ্মে,
করিছেন পুলকে ভোজন: হেন দৃশ্য
হেরিয়া রোহিণী, কহিল যশোদা প্রতি,

দেখ রঙ্গ গোপালের, দেখ রে ভগিনী,
চাহিয়া বারেক, ধূলিধূসরিত অঙ্গে,
চত্বরের মাঝে বসি নন্দন তোমার,
করিতেছে মৃত্তিকা ভক্ষণ; ক্ষুধায় কি
দাওনি অশন? ভুলিয়া কর্ম্মের বশে
সন্তানে তোমার। অথবা কি মৃত্তিকায়
মূলাধার জানিল বালক! শুনি বাণী
রোহিণীর, আইলা যশোদা ত্বরা করি,
দধি মন্থনের দণ্ড ত্যজিয়া অমনি।
গোপালে লইলা ক্রোড়ে চুম্বিলা বদন,
বস্ত্রাঞ্চলে অঙ্গধূলি করিয়া মার্জ্জনা;
সাদর-সস্নেহ বাক্যে জিজ্ঞাসিলা রাণী,
আরে রে অবোধ! সত্যই কি করিলি রে
মৃত্তিকা ভক্ষণ? নাহি গৃহে নবনীত?
মোর দত্ত খাদ্যে কি রে পূরে না উদর
দামোদর! কহিল অমনি, অর্দ্ধস্ফুট
সুধাকণ্ঠে যশোদাজীবন; নহে মাতঃ!
সত্য বাক্য মৃত্তিকা ভোজন। জনমিল
অবিশ্বাস, মিথ্যা বলি শিশুর কথায়;
সন্দিগ্ধ অন্তরে, পুনরপি কহিলেন

মাতা, দেখি রে বাছনি বিস্তার বদন
একবার, মানিল বালক মাতৃবাক্য,
বিকাশিল মুখ-শশধর; হ'ল দৃষ্ট
ঝলমলি রদমুক্তাদল, উজলিল
দশদিশ্ অপূর্ব্ব প্রভায়; দেখিলেন
মাতা ভাগ্যবতী, আশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব,
নবীনা অবনী এক শ্রীকৃষ্ণ বদনে।
বিরাজিত অন্তরীক্ষ সাগর ভূধর,
চন্দ্র সূর্য্য, অগ্নি দিক্, বায়ু নদ নদী,
উপনদী বন উপবন, মেঘ বৃষ্টি
বিদ্যুৎস্ফুরণ, স্থাবর জঙ্গম আদি;
মথুরা গোকুল ব্রজ, তাহে বিদ্যমান;
নন্দরাজ ধেনুবৃন্দ, বৎস অগণিত,
আভীরতনয়া কত, গোকুল বালক।
কত শত শ্রেণীবদ্ধ উচ্চ সৌধমালা,
জননী রোহিণী ক্রোড়ে দেব সঙ্কর্ষণ,
মাতা যশোমতী কক্ষে কৃষ্ণ নীলমণি,
হেরিয়া বিরাট বিশ্ব বালক বদনে,
ভীতি মোহ হৃদ্‌কম্প হ'ল যশোদার।
দেবী ভাগ্যবতী তবে মুদিয়া নয়ন,

করযোড়ে কাতর বচনে, আরম্ভিলা
ভক্তি স্তোত্র, হৃদিরত্ন সুত সন্নিধানে ;
ভুলাইলা ভগবান সে ভাব সুন্দর,
বিস্তারিয়া বিষ্ণুমায়া তূর্ণ মুহুর্ত্তেকে।

গর্গকৃত সংস্কার।

একদা অমিততেজা মধ্যাহ্নমিহির,
যদুকুল পুরোহিত গর্গ ঋষিরাজ,
মহাতেজা ত্রিকালজ্ঞ প্রচ্ছন্ন প্রয়াসে ;
হইলা উদয় নন্দগৃহে। হেরি নন্দ,
মহানন্দে কৃতাঞ্জলিপুটে, বিষ্ণুজ্ঞানে
করিয়া প্রণতি, পূজিলেন পাদ্য অর্ঘ্যে ;
প্রদানিলা ত্বরা দিব্য উত্তম আসন।
উপবেশনের পর লভিলে আতিথ্য,
নিবেদিলা নন্দ গোপরাজ মিষ্ট বাক্যে,
দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ভবদীয় আগমন শুধু,

দীনচেতা গৃহিগণে করিতে পবিত্র।
ধন্য আজি হইনু দেব! তব পদার্পণে,
পবিত্রা হইল পুরী, হইনু কৃতার্থ,
জ্ঞাতি-স্বজনাদিসহ; সুপ্রভাতা অদ্য
বিভাবরী, তাই পূর্ণ সৌভাগ্য-উদয়,
অকিঞ্চন নন্দের কপালে তপোধন।
যে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়নে, জন্মে দিব্য
অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, আপনি প্রণেতা তার;
যেই শাস্ত্রে অবগতি কার্য্য-কারণাদি,
ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অতীত কালের।
বেদবেত্তৃগণ অভ্যন্তরে, শ্রেষ্ঠ তুমি,
তাহাতে ভূদেব তুমি মানব সমাজে;
নিবেদি চরণপ্রান্তে তাই ঋষিরাজ!
সমর্পিনু তব করে এই শিশুদ্বয়,
কর সম্পাদন, দ্বিজযোগ্য সংস্কার
ক্ষত্রিয় উচিত। তোমা সম গুণাকর,
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্নিকটে, শিশুদের
সংস্কার, গণ্য হ'বে গুরুকৃত বলি।
শুনি নন্দ নিবেদন, মৃদু সম্বোধনে
কহিলেন ঋষি, গোপরাজ! সখা তব

বসুদেব, প্রেরিয়াছে মোরে সে কারণ,
সংগোপনে কহি হেন কথা ; আগমন
তাই তব পুরে ; কিন্তু নন্দ! নিরানন্দ
জাগিছে অন্তরে এক, বাড়িতেছে বড়
বিভীষিকা, যদুকুলাচার্য্য বলি আমি,
প্রথমতঃ প্রসিদ্ধ জগতে চিরকাল ;
তাহে পুনঃ জ্ঞাত কংস বসুদেব সহ
বদ্ধ তুমি, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য বন্ধনে।
এবম্বিধ বাধা বিঘ্ন উপেক্ষিয়া যদি,
করি আমি সংস্কার তব তনয়ের,
বাড়িবে সংশয় কংস চিতে, দেবকীর
পুত্র বোধে ; কন্যা কভু নহে সে অর্ব্ভক,
দেবকী অষ্টম-গর্ব্ভজাত! জানি আমি,
চিন্তা-জর্জ্জরিত কংস প্রাণে, মহামায়া
দেবকী-দুহিতৃ-শ্রীমুখ-নিঃসৃত-তীব্র-
ভবিষ্য বচন মর্ম্মস্পর্শী, অহরহ
জাগরূক, অতএব এই আশঙ্কায়,
নাশে পাপী অবশেষে সন্তানে তোমার ;
ভীত আমি ভাবিয়া তাহাই, সর্ব্বনাশ
ঘটে বা পশ্চাতে আমাদের। উত্তরিলা

তবে নন্দ ব্যাকুল অন্তরে, উপরোধি
ঋষিরাজ। করি মাত্র স্বস্তিবাচনাদি,
গোব্রজে গোপনে কর, ক্ষত্র সংস্কার
শাস্ত্রোচিত। হইবে না প্রত্যক্ষ কাহার,
তব কৃত শুভকর্ম্ম, রহিবে অজ্ঞাত
স্বজন-বান্ধব মম ; পৌরজনগণ,
জনসাধারণে। তুষ্ট হ'ল ঋষি চিত্ত
ইষ্টানুমোদনে, যেই হেতু আগমন ;
অস্বীকার স্বীকারের ছল, তর্কমাত্র
সতর্কীকরণ, গোপ মহারাজ নন্দে।
পরানন্দময় এবে গর্গ মহামুনি,
প্রার্থিতার্থে হইয়া প্রার্থিত, গুপ্ত কক্ষে
নিভৃতে আহৃতনেত্রে, বসি যোগাসনে
হেরি যজ্ঞেশ্বরে, নেহারি সমক্ষে পুনঃ
চক্ষে অধোক্ষজ, অতুল শ্রীপাদপদ্ম,
গোপবৃন্দ হৃদয়-কন্দরানন্দ মণি
নন্দাত্মজে, কৃষ্ণ নামে কৈলা অভিহিত।
বলোদ্বেল পূর্ণানন্দ রোহিণীনন্দনে,
যোগালোকে, বিশ্বরূপ বালক জানিয়া,
দিয়া বলদেব খ্যাতি, অলঙ্কৃত করি

ঋষিরাজ; নামান্তর সঙ্কর্ষণ দিলা
বলদেবে; প্রীতিবন্ধে, গোপ-যদু-জন-
পরস্পরে, সঙ্কর্ষণ করণ করণে।
সর্ব্বযজ্ঞময় হরি, তদাগ্রজ রাম,
যুগলকুমার কণ্ঠে, করিলা প্রদান
তপোধন, যথাযোগ্য যজ্ঞ-উপবীত;
সযত্নে বেদবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠানি।
আনন্দ অধীর গর্গ, চিন্তিলা অন্তরে
অতঃপর, দেহভার ধারণ সার্থক;
কত জন্ম জন্মান্তর, তপস্যার ফলে
আজি, যুগ্মকল্প-তরুমূলে, উপনীত
হৈনু আসি, লভিবারে বাঞ্ছিত সুফল।
ধন্য আমি শত ধন্যা ধরিত্রী জননী,
বহু ভাগ্যবতী তুমি! রত্ন-প্রসবিনী,
তাই তব বক্ষে শোভে যুগলরতন।
কিন্তু নন্দ প্রতিবন্ধ, তার বিদ্যমানে,
প্রকাশি কেমনে আমি স্বীয় অভিলাষ,
রামকৃষ্ণ রাজীব চরণে। স্থানান্তরে
প্রেরি নন্দে করিয়া কৌশল, মুগ্ধ ইনি
তনয়-বাৎসল্যে, বিস্মারিত ব্রহ্মভাব,

পূরাও অভীষ্ট দেব, কামনা আমার ;
যাচি ভিক্ষা অভয় শ্রীপদে শ্রীনিবাস।
মনে মনে হেন বাক্য করিয়া চিন্তন,
আদেশিলা নন্দে ঋষিরাজ, কৃতান্তের
সমতুল, দুরন্ত সে দৈত্যকংস ভয়ে,
চিন্তিয়া অনন্তপদ কক্ষান্তে বসিয়া,
সংগোপনে সাধিয়াছি সাধ্য সংস্কার ;
উপযুক্ত দক্ষিণান্ত কর গোপরাজ,
আশিষি তোমারে। অমনি আনন্দে নন্দ
সহাস্য বদনে, উথানি ত্বরিতপদে,
প্রবেশিলা রাজ-কোষাগারে, স্তূপাকার
করিলা বিচিত্র বিবিধ রতন-মণি,
সুবর্ণ-রজত-মুদ্রাসহ অগণিত।
স্মরিয়া সুদিন স্বীয় ভাগ্য প্রশংসিতে,
লাগিলা কৌতুকে ; অবসর লভি গর্গ,
নেহারি সুযোগ যোগাধিক, ভক্তি-প্রেম-
বিগলিত-চিতে, করযোড়ে সবিনয়ে
ব্যাকুল বচনে, কহিলেন ইষ্টদেব
রাম কৃষ্ণ চরণ-সরোজে বারংবার ;
হে রাম লোকাভিরাম! ভুবনপাবন,

হে কৃষ্ণ করুণার্ণব। অনাথবান্ধব,
ভীত আমি শমন হুঙ্কারে, ভাবি চিত্তে
ভ্রুকুটী তাহার ভয়ঙ্কর। করুণায়
কাল নিবারণ, নিবার কালের ভয়,
অন্য বরাভয় না যাচি চরণে তব ;
মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুজয়ী তোমার কৃপায়,
দেবদল অজর অমর চিরকাল,
পূরাও প্রার্থনা মম রাম রামানুজ।
কাতর করুণ কণ্ঠে নিবেদিতে হেন,
প্রেমাশ্রু বহিল নেত্রে মহর্ষি গর্গের,
দরদর অবিরল ধারে, করি সিক্ত
গণ্ড বক্ষঃস্থল ; পড়িল ধরণীতলে
সেই নেত্র নীর, জলদের জলধারা
সুশীতল যথা ; মানিলা ধরিত্রীদেবী
সৌভাগ্য আপন। তথাপিও মৌন হেরি
ইষ্টদেবতায়, নতশির শিলাতলে
করি প্রতিহত, পুনঃপুনঃ নিবেদিতে
লাগিলা শ্রীপদে, শমনের সে আতঙ্ক
নিগ্রহ দারুণ ; শিলাপৃষ্ঠে বারংবার
হানিতে মস্তক, বহিল রুধির-স্রোত,

বিদরিল ভ্রুমধ্য ললাট। কাতর
রোরুদ্যমান বাহ্যজ্ঞানহারা, ঐকান্তিক
ভক্তি-প্রেম-বিগলিত প্রাণ, বিষয়
বিমুখ গর্গ ঋষি চূড়ামণি, জগদিষ্ট
রাম কৃষ্ণ শ্রীচরণ-রেণু, শিরে ধরি
পুনঃপুনঃ, যাচিলা অভয় বর দান।
নিরুত্তরে নারিলা তিষ্ঠিতে ইষ্টদেব,
লোকত্তর দয়াম্বুধি বহিল তাঁহার,
করুণা-শীকর-সিক্ত মলয়-অনিল ;
অতল জলধি এবে ঊর্ম্মিমালা সনে,
উঠিল উদ্বেলি, তুষিতে তৃষিত মরু।
যুগল-লোচন দিব্য ইন্দীবর-কোলে,
সমুদিল করুণ কটাক্ষ, গর্গচিত
শ্রীপদ-লোলুপ, আশান্বিত হৈল বিপুল ;
ভক্তি-সুধা আর্দ্র-কণ্ঠে, পুনঃ ঋষিরাজ,
যুক্ত করে নিবেদিলা শ্রীনাথ চরণে,
নহি প্রার্থী নারায়ণ নশ্বর ধনের।
যে ধন আমায় দান করেছে মনন,
পিতা তব নন্দ মহারাজ, দয়াময় !
নহি গো কাঙ্গাল আমি'সে তুচ্ছ ধনের।

অপ্রতুল নাহি কিছু মোর এ জগতে,
অনিমা-লঘিমা করি অষ্টসিদ্ধি আদি,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বর্গ চতুষ্টয়,
কালত্রয় বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ,
পঞ্চতন্ত্র আগম-পুরাণ, বেদ আদি
শাস্ত্র অধিকার, না মাগি অধিক আর ;
সর্ব্ব করায়ত্ত মম করুণায় তব।
সকল তোমার শক্তি এ মহীমণ্ডলে,
সৃষ্ট বস্তু ত্রিলোক তোমার, প্রভাকর
পায় প্রভা তোমার প্রভায়, শশী বর্ষে
শীতল কিরণ। তোমার উজল-কান্তি
গ্রহ-তারাদল, আজ্ঞাবহ পুরন্দর,
শমন বরুণ বায়ু অনল কুবের ;
তব সৃষ্ট চতুর্ম্মুখ, সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি ;
অনাদির আদি তুমি সর্ব্বদেবময়,
সুকুমার ষড়ানন, তোমার অপার
করুণায় সুর-সেনাপতি ; গণাধীপ
গজানন সর্ব্বাপদহারী, কৃপা বশে
দিয়াছ ধনাধিকার কমলায় তুমি ;
করিয়াছ অভয়া মোক্ষদা অম্বিকায়।

বাগ্‌বাদিনী রে দিয়াছ অতুল বিদ্যা,
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নারদে, তপোবল
দিয়াছ প্রবল ; সুনীতি-তনয় ধ্রুবে,
দিয়াছ দুর্লভ, সপ্তর্ষি মণ্ডলশীর্ষ
ধ্রুবলোক ; নাহি কিছু অদেয় তোমার,
অনুগতজনে দয়াময় ; কৃপা করি
এ কিঙ্করে, কালভয়ে দাও হে অভয়।
কম্পে হৃদি, রবিসুত দূতে রে স্মরিয়া
অনুক্ষণ ; গর্গ হেন যোগসিদ্ধ ঋষি,
আদিত্য দ্বিতীয় যেন, তিনিও ব্যাকুল
হায় কৃতান্ত তরাসে ! বারেক চিন্তে কি
কেহ ভ্রমে কি স্বপনে, অন্তিম সে দিন,
ভীষণ লোমাঞ্চকর ; কিমাশ্চর্য্য ! হেন
অতঃপর আর। মহর্ষির কাতরতা
শুনিয়া শ্রবণে, হেরি নেত্রে নয়নের
বারি অবিরল, দার্ণ ললাটের হেরি
শোণিতের ধারা, কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ ;
ভক্তত্রাণ অনাথশরণ কেশবের।
আদেশিলা অর্দ্ধস্ফুট অমিয়বচনে
ভগবান ; শান্ত হও তাপসপ্রবর,

আজি হ'তে ঘুচিল তোমার, সে নির্ম্মম
শমনের ভয়। সাধ্য কি পরশে কাল
দেবআত্মা তব মহাভাগ; নহ তুমি
সামান্য মানব, বিগতা-বৈষ্ণবীমায়া,
আমি তব হৃদিমঞ্চে সদা বিরাজিত;
দেখ মুনি! মুদিয়া নয়ন একবার।
হেরিলেন হৃদয়-সরোজে, নিমীলিত
নয়নে অমনি ঋষিরাজ; নবঘন-
শ্যামসহ অমল-ধবল, অনুপম
রূপরাশি, বিদ্যমান অন্তরে বাহিরে।
বর্দ্ধিল পরমানন্দ মুনির মানসে,
দাঁড়াইলা ত্যজিয়া আসন, করপুটে
আনত মস্তকে। প্রণমিলা কোটিকৃত্বঃ
রাজীব-চরণে, আরম্ভিলা মত্ত নৃত্য
দিয়া করতালি, রাম কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ
করি সপ্তবার, হইলেন দণ্ডবৎ,
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতিতল। উপবিষ্ট
হইলা আসনে পুনরায়, হেনকালে
মিষ্টবাক্যে কহিলা ঋষিরে বাসুদেব;
মুনিশ্রেষ্ঠ! ত্যজ চিন্তা, আশিষে আমার

পূর্ণ চতুর্দ্দশ-কল্প পরমায়ু তব ;
আসিবে না কভু আর গর্ত্ত কারাবাসে,
অঙ্গে মম লভিবে বিরাম অন্তকালে।
করি প্রত্যাদেশ হরি হইলা নীরব,
নীরব মহর্ষি গর্গ, এ হেন সময়,
উপনীত হইলা তথায়, মহানন্দে
নন্দ মহারাজ ; পাত্র করে, বহুমূল্য
নানাবিধ রত্ন সুশোভিত। পদপ্রান্তে
স্থাপিয়া সে রত্নরাজি যত, গললগ্নী-
কৃতবাসে, ভক্তিভরে প্রণমিয়া পদে,
কহিলা শ্রীনন্দ, ঋষিরাজে ; লহ দেব !
সামান্য দক্ষিণা, ধন্য কর দাসনন্দে।
বিনীত প্রার্থনা বাক্য শুনিয়া নন্দের,
মৌনভাবে ভাবিলা মহর্ষি, যদি অদ্য
অনাদরে করি প্রত্যাখ্যান এ দক্ষিণা ;
ব্যথিত হইবে নন্দ, হবে মর্ম্মাহত,
হেন কর্ম্ম নহে সুসঙ্গত। ভক্তিসূত্রে
গৃহে যাঁর বদ্ধ ভগবান, তাঁর তুষ্টি
সম্পাদন হয় সমীচীন ; চিন্তি হেন
মনে মনে, করিয়া আশিষ বারবার ;

লইলেন সমাদরে শিষ্ট ব্যবহারে,
নন্দ দত্ত যতেক দক্ষিণা ; রাম কৃষ্ণ-
পদাম্বুজ-চিন্তানন্দচিতে, চলিলেন
তপোধন, লইয়া বিদায় নিজাশ্রমে।

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্যে, তৃণাবর্ত্ত বধ, শ্রীকৃষ্ণ বদনে
বিশ্বদর্শন ও গর্গকৃত সংস্কার নামক
চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

বাল্যলীলা

মহারাজ নন্দকুলাকাশে, শুক্ল কৃষ্ণ
সমুজ্জ্বল যুগল-চন্দ্রমা, সগৌরবে
সমুদিত আজি ; বিহীন কলঙ্কসঙ্গ,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে আলোকিত আশা ;
লাবণ্য যেমতি অচলা বিজলীপ্রভা।
আস্যে হাস্য নিঃস্যন্দিত সুধা, তাহে দন্ত
মুকুতা বিকাশ সিতোজ্জ্বল ; সুবঙ্কিম
লোচন সুন্দর, চিত্রকর তুলিকার
নাহিক শকতি, চিত্রিতে সে চমৎকার
চিত্ত বিনোদিয়া ; বাঙ্মনের আছে কিবা
সে সাধনা, অঙ্কে তাহে বচন মননে।
কিম্বা কর্ষে নয়ন আদর্শে প্রতিবিম্ব,
বিম্বপ্রতিকৃতি, দর্পণে বিধৃত যথা।
নাহি আদি নাহি অন্ত নাহিক উপমা,
বর্ণনার উপাদান বিরল জগতে ;
ভেসে যায় কল্পনার ভাষা, ভাষিতে সে

রূপরাশি। বিচরেণ অঙ্গন মাঝারে,
রাম কৃষ্ণ যুগল-কুমার, জানু হস্ত
পাতিয়া ভূতলে; বাজিছে কিঙ্কিনীজাল
অঙ্গ সঞ্চালনে, রুণু রুণু সুমধুর,
কর্ণে দোলে কর্ণ আভরণ, ক্ষুদ্রঘণ্টি-
সুশোভিত, বেণীবদ্ধ কুন্তলাগ্রমূলে।
ক্রীড়ামত্ত শিশুদ্বয় নন্দের প্রাঙ্গনে,
ধূলি-পঙ্কে অঙ্গরাগ দৃশ্য অভিনব;
নিরখে সৌৎসুক্য-নেত্রে যশোদা রোহিণী,
ঝরে স্তন্য-ক্ষীরধারা স্নেহ-বিগলিত।
প্রসারিয়া করদ্বয় আনন্দ অধীরা,
পুত্রপ্রাণা অম্বাদ্বয়ী, স্নেহে নিজ নিজ
শিশুরে চুম্বিয়া, সাদরে লইলা বক্ষে,
পয়োধর দিলা বিম্বাধরে। ক্ষুধাতুর
সুকুমারগণ, জননী কোমল ক্রোড়ে
করিতে লাগিলা স্তন্যপান; হেনকালে,
চিণ্ময়ে তন্ময়ভাব হইল গোচর,
শান্তিময়ী ক্লান্তিহরা নিদ্রাদেবীসনে।

ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুদ্বয়, জানু হস্ত
নির্ভর ত্যজিয়া, আরম্ভিলা ধীরে ধীরে

পদ সঞ্চালন। অনভ্যস্ত পদক্ষেপে,
ঘটিতে লাগিল পুনঃ পুনঃ, বহুবার
উত্থান পতন ; মদিরা-প্রমত্তজনে
যথা। দৃশ্য হেরি ধরে না আনন্দধারা,
যশোদা-রোহিণী-হৃদিমাঝে, নাহি ধরে
বিপুল পুলক, ধরিত্রী জননী চিতে।
ব্রজপথে পান্থ চলে পন্থা অতিক্রমি,
স্বীয় স্বীয় কার্য্যব্যপদেশে, অগ্রসরি
রাম কৃষ্ণ, অনুধাবি পশ্চাতে সবার,
করে লক্ষ্য তাদের বদন স্মিতমুখে,
পুনঃ কৃতকৃত্য, যেন হেরি নিজ জন,
আসে দ্রুত হাস্যে লাস্যে জননী সকাশে।
চঞ্চল বালকদ্বয় চঞ্চল সঞ্চারে,
চলে পুনঃ কত রঙ্গে, করে করে দিয়া
করতালি, কভু করে ধাবন কুর্দ্দন,
লীলাব্যাজে নটরাজ। সুবর্ণ নূপুর
শিঞ্জে শোণ পদদ্বয়ে, কভু উভভ্রাতা,
ক্রীড়ারঙ্গে সন্মিলিত ;—বৎসতরী পুচ্ছ-
ধরি করে আকর্ষণ, গণিয়া প্রমাদ
গাভীশিশু, সভয়ে পলায় দিগন্তরে,

রাম কৃষ্ণে আকর্ষি সবলে; করে হাস্য
যশোদা রোহিণী, আর যত গোপাঙ্গনা।
বাল্যচপলতা হেরি বালকদ্বয়ের,
চিন্তান্বিতা জননীযুগল, একপক্ষে
গৃহকর্ম্ম যত, পক্ষান্তরে শিশু প্রতি
সতর্ক নয়ন, এককালে কর্ম্মদ্বয়,
করিল সূচনা আতঙ্কের। শৃঙ্গী সর্প,
অগ্নি বারি কণ্টকাদি হ'তে, নিরাপদে
সন্তান রক্ষণ, সঙ্কট জনক কর্ম্ম,
হ'ল বিবেচিত তাঁহাদের; কি উপায়
ভাবিয়া না পায়, যশোদা রোহিণী মাতা।
ক্রমে ক্রমে নানা অনুযোগ, প্রকটিত
হ'ল ত্বরা জননী নিকটে, গোপালের
প্রতিকূলে। জনেক গোপিনী আসি, কহে
হাস্যমুখে, শুন নন্দগোপের গৃহিণী,
গোপালের গুণপণা;—গোগৃহে গোপনে
গিয়া গোপাল তোমার, গো-শিশুর গল-
রজ্জু করেছে মোচন, গাভী দোহনের
অগ্রে; অগণিত, কে গণিতে পারে তাহা?
চৌর্য্যদোষে গব্যরস গিয়াছে প্রচুর।

গোপালের মাতৃস্বসা দূর সম্পর্কীয়া,
গোকুলবাসিনী কোন গোপ-সীমন্তিনী,
কহিল যশোদা প্রতি; আজি অপচয়
অতি করেছ তনয় তব। অসম্ভব
স্তেয়বৃত্তি দেখিনু তাহার,—শিক্যস্থিত
সুরক্ষিত সর নবনীত, দুগ্ধামিক্ষা
ঘনক্ষীর, ক্ষিতিতলে করি অবক্ষেপ,
রাম কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্বয়ে ক'রেছে ভক্ষণ।
অবশিষ্ট ক'রেছে বণ্টন, বনচারী
শাখামৃগগণে, ভাঙ্গিয়াছে ভাণ্ড যত;
দেখিলাম সুকৌশল তার, অতি উচ্চ
হস্তস্পর্শ সম্ভবে না যথা, তথা এক
উদূখল করিয়া স্থাপিত, তদুপরি
কাষ্ঠবিনির্ম্মিত পীঠ, করি প্রতিষ্ঠিত,
তৎপরে মৃণ্ময় ভাণ্ড রাখিয়া প্রকাণ্ড,
পৃষ্ঠে তার করি আরোহণ করিয়াছে
স্বার্থসিদ্ধি; বাখানি সে শিশু-বুদ্ধি,
বাখানি উদ্যোগ সেই দুর্জ্জয় সাহসে।
কাণ্ড দেখি দণ্ড ল'য়ে করিনু তাড়না,
দৌড়ি দূরে করি পলায়ন, করে হাস্য

করি খল খল। উলটিয়া নিপতিত
হইল অমনি, উদূখল পীঠ আদি,
যতেক মৃণ্ময়-পাত্র হইল বিচূর্ণ।
এইরূপে গোকুলের প্রতি গৃহ মাঝে,
কেশবের কীর্ত্তি-কথা হইল কথিত;
পরস্পর লোকমুখে রাষ্ট্রে সে বারতা,
চতুর্দ্দিকে হইল ঘোষিত। ঘোষপল্লী
ব্যাপিয়া অচিরে সর্ব্ব বল্লব বল্লবী
হ'ল সাবধান; কিন্তু ফলিল কি ফল?
বিফলতা বারিধি-সলিলে, নিমজ্জিত
হ'ল সে কৌশল। সুচতুর চূড়ামণি
গোপালের কাছে, কি করিবে গোপ বুদ্ধি!
সুবিদিত স্থূলবুদ্ধি যাহা এ জগতে;
তাহে পুনঃ গোপালক গোলোক গোপাল;
শত বাধা অতিক্রমি তাই, নবনীত
চৌর-বাণিজ্য, চৌদিকে চলিল অব্যাজে।
নগরবাসিনী অন্য আভীরতনয়া,
যশোদায় কহিল আসিয়া, গোপালের
দুরাচারে হয় না রক্ষিত, ক্ষীরামিক্ষা
নবনীত, দুগ্ধজাত সামগ্রী যতেক।

ছিদ্র কর্ম্মে পুত্র তব পটু বিলক্ষণ ;—
বলরাম স্কন্ধে শ্যাম উঠি অনায়াসে,
না জানি কি আশ্চর্য্য কৌশলে, করি ছিদ্র
ভাণ্ডতলদেশ, হরি লয় ক্ষীর সর,
প্রদানে কতক অংশ তার, বানর মার্জ্জার
আর নকুল সকলে, যেন সর্ব্বময়
কর্ত্তা লব্ধ অধিকার, অপ্রাপ্ত যেদিন
নবনীত, শিশুসহ গুপ্ত মন্ত্রণায়
কোপাবিষ্ট মনে, ভঙ্গ করে ভাণ্ড যত ;
করিলে ভ্রূকুটী, ভঙ্গ দেয় ভয়ে ত্বরা।

অন্য গোপী অনুযোগি কহিল রাণীরে,
মনোযোগে শুন চৌর্য্য-সুযোগের বাণী ;
একে কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ রত্ন-সমুজ্জ্বল,
সহস্রাক্ষ অক্ষি-জ্যোতিঃ-সম অঙ্গরাগ,
চন্দ্র-কোটি-সম-দীপ্তি নীলকান্তমণি
দীপ্তাম্বুত রতন খচিত, কণ্ঠভুজ
কটিদেশ, মাধুর্য্যধুর্ষ্য মহাদ্যুতিমান্।
অনুমানি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত যখন,
তখন প্রচ্ছন্ন পশি অন্ধকার গৃহে,
অঙ্গ-অলঙ্কার-অঙ্গ-রাগের আলোকে,

হরি ইষ্ট ভোজ্য, অধিক কি, বিষ্ণুপূজা
উপচার করিয়া উচ্ছিষ্ট, আবর্জ্জনা
দেয় বিকীরিয়া আঙ্গিনায়। সুমার্জ্জিত
গৃহপুরে ত্যজিয়া উচ্চার, পবিত্রতা
করয়ে বিনষ্ট; কখন বা অবলম্বি
তস্কর উপায়, দ্রব্যাদি হরণ করি
করে পলায়ন; শুন রাণী গোপালের
দৌর্জ্জন্য কেমন, এখন সজ্জনসম
তব সন্নিধানে। এইরূপে নন্দ-ব্রজ
সীমন্তিনীগণ, সভয়-নয়ন-কান্ত
শ্রীমুখ-সম্মুখে, গোপালের স্ববৃত্তান্ত
কহিল যতেক; শ্রুতিগত হ'ল তাঁর,
সন্তানের ব্যজস্তুতি মত, মিলিল না
বৎসলার র্ভৎসনার ভাষা বিশ্বকোষে।

শ্রীকৃষ্ণের দাম বন্ধন।

অন্ধকার যবনিকা অন্তরাল ত্যজি,
ফুটিয়া উঠিল ক্ষীণ ঊষার আলোক,

মৃদু মৃদু মেদুর সমীর, নন্দনের
পারিজাত কুসুম সৌরভ, সযতনে
আনিল প্রবাহি, প্লাবনের বারিধারা
যথা। বালক-মরীচিমালী, রশ্মিজাল
স্বর্ণরেখা সহস্র ধারায়, বরষিল
গোকুলের সে পুণ্য প্রভাতে ; মহারাজ
শ্রীনন্দের কিঙ্করী-নিকরে, অবান্তরে
রাখিয়া ব্যাপৃত, পুত্র তরে নবনীত
উদ্ধার কারণ, ঘোষের ঘরণী আজি,
দধি মন্থনের কৃত্য করেন স্বকরে।
রজ্জুসম্বলিত দণ্ড মণ্ডন শ্রীকরে,
দধি মন্থনেতে রতা যশোদা রাজ্ঞীর,
জবযুক্ত রজ্জু আকর্ষণে, অবয়ব
ঘন সঞ্চালিত, মুহুর্বেপমান স্বর্ণ
বলয় কঙ্কণ, ব্যালোল শ্রুতি-কুণ্ডল,
গতি ব্যগ্র ক্ষীর-ক্ষর যুগ্মপয়োধর।
ভূমি নিপতিত শ্লথ, কবরী নিবদ্ধ
শুভ্র মালতী মালিকা ; রাজার গৃহিণী
রাণী নারী শিরোমণি, দধি মন্থনের
শ্রান্তি ক্লান্তি নিবারণে, সন্তর্পিতে স্বীয়,

স্বেদ-স্বিন্ন সুকোমল বর-কলেবরে,
গাহিছে আনন্দময়ী গুন্ গুন্ রবে,
শ্যামের শৈশব-লীলা মধুর সঙ্গীত
রচি গাথা ; তালে তালে দধি মন্থনের।
হেনকালে বুভুক্ষিত বালক গোপাল,
আসিয়া মন্থনদণ্ড করিল ধারণ,
স্তন্যপান অভিলাষে ত্বরা ; বুঝিলেন
তনয়বৎসলা বালকের মনোভাব।
ত্যজিয়া মন্থনদণ্ড তাই কুতূহলে,
অঙ্কে লয়ে অকলঙ্ক শশী, করিলেন
সুধামুখে স্তন্য সুধাদান। হেনকালে
বিঘ্নহারী হরি প্রতিকূলে, অকস্মাৎ
বিঘ্ন এক হইল উদয় ; কিয়দ্দূরে
চুল্লীর শীরষে, কটাহে হইতেছিল
দুগ্ধ আবর্ত্তন, উদ্ধত অনল তাপে,
সেই দুগ্ধ হইয়া তাপিত, অভিমানে
ফেনপুঞ্জ করি উদ্গীরণ, উচ্ছলিত
হইল অমনি, গরজি গভীর নাদে
নির্ব্বাপিতে লাগিল অনল। উপজিল
যেন এক দ্বন্দ্ব ভয়ানক, দুগ্ধ আর

বৈশ্বানরে ; দৃশ্য হেরি ত্বরিতে অমনি,
গোপালে ভূতলে ত্যজি রাণী যশোমতী,
চলিলেন কটাহ সদনে, প্রদানিলা
বারিধারা দুগ্ধের উচ্ছ্বাসে ; প্রত্যাহারি,
চুল্লী অভ্যন্তর হ'তে জ্বলন্ত ইন্ধন,
বিরোধের মধ্যস্থতা কৈলা সম্পাদন।
হরি ক্রুদ্ধ জননী হেলায়, স্তন্যপানে
পরিতৃপ্তি হয়নি তাঁহার, হাহাকার
উদাত্ত ক্রন্দনে, পুর-কক্ষ মুখরিত
করিলা কাপট্যে ; দশনে দংশিয়া ওষ্ঠ
স্ফূরিত অধর। হেনরূপে ক্ষণকাল
করিয়া যাপন, সম্বরি রোদন রোল
সুশান্ত গোপাল, শিলাখণ্ডে দধিভাণ্ড
করিলা ভঞ্জন' ছড়াইলা চারিভিতে
ভগ্ন ভাণ্ড খণ্ড উপাদান ; ছড়াইলা
ঘটস্থিত দধি সমুদয়। অনন্তর
সত্বর পশি গৃহ অভ্যন্তরে, ব্যত্যস্ত
উদূখলে আরোহি উল্লাসে, ঘনক্ষীর
নবনীত যথামতি করিলা ভক্ষণ ;
প্রদানিলা প্রচুর প্রমাণ, সাঙ্গোপাঙ্গ

প্লবঙ্গ সকলে। আশ্চর্য্য সৌভাগ্যোদয়
বনচরে! চরাচর-পতি-সহচর!
মহানন্দে সাহচর্য্যে ফিরে অনুক্ষণ,
ত্রিদশবাঞ্ছিত পূত প্রসাদ আস্বাদি ॥

দুগ্ধের কটাহ খণ্ড স্থাপি ভূমিতলে,
শ্রমশ্রান্তা রাণী যশোমতী, দেখিলেন
আসিয়া আপনি, দধি মন্থনের স্থানে
নাহিক গোপাল। হ'ল দৃষ্ট গৃহ-কক্ষে,
ভগ্ন ভাণ্ড দধির বিনাশ; উদূখলে
আরূঢ় গোপাল, সাধিছে তস্করবৃত্তি,
সহচর চাটুকার বলীমুখ দল;
উপবিষ্ট বেষ্টিয়া চৌদিক। ধীরপদে
দণ্ড হস্তে চলিলেন মাতা, বালকের
শাস্তি বিধানিতে; পশ্চাতে করিয়া লক্ষ্য,
হেরিল তা চপল গোপাল, যষ্টিহস্তা
ক্রুদ্ধা মাতা, তস্করের দিতে পুরস্কার;
ত্রস্ত ব্যস্ত ধূর্ত্তচূড়ামণি, দিয়া লম্ফ
উদূখল হ'তে, পলাইল দৌড়ি দূরে;
পলাইল প্লবগেরদল প্লুতগতি;
উত্তুঙ্গ প্রাকারশীর্ষে বসিল উঠিয়া।

করে যষ্টি কোপান্বিতা মাতা ধাবমানা,
স্খলিত চরণ দ্বন্দ্ব, গলিত কুন্তল
কমনীয়; স্বেদ-বিন্দু ঝরে কলেবরে।
কমলাক্ষ করয়ে ক্রন্দন, অক্ষিকোণে
বহে অশ্রুকণা, মন্দাক্ষে কপটনট,
পলায়ন করে অভিনয়; যশোদার
যষ্টি তাড়নায়। অবশেষে শত কষ্টে
পশ্চাৎ ধাবনে, ধরিলেন সে তুরন্তে
রাণী যশোমতী; করি ভূরি তিরস্কার।
ধরিয়া অনন্তকাল পদ-অনুধ্যানে,
যাঁরে ধরা সুদুস্কর, ধরিলেন তাঁরে
সুমধ্যমা যশোমতী, মুষ্টি অভ্যন্তরে
অবহেলে। বালক রোরুদ্যমান, বাক্য
নাহি বিনোদ-বদনে, করদ্বয়ে করিছেন
নয়ন মর্দ্দন, তাহে চক্ষু চতুষ্পার্শ্বে
প্রলিপ্ত অঞ্জন; সভয় বিহ্বল দৃষ্টি,
তনয়ে দেখিয়া ভীত, স্নেহার্দ্র জননী,
করিলেন দণ্ড খণ্ড দূরে পরিত্যাগ।
উদ্ধতা উদ্যতা ক্ষিপ্র করিতে বন্ধন,
কিন্তু লীলাবিজৃম্ভিত, বিভ্রমে পতিতা,

কে বালক! উরুক্রম বিপুল বিক্রম,
ইয়ত্তা অনধিগতা! অস্তুত মহিম,
পূর্ব্বাপর বহিরভ্যন্তর; যেই জন
বিশ্ব-জগতের, আদি অন্ত মধ্য নিত্য
ব্যাপ্ত ওতপ্রোত, অব্যক্ত পরমব্রহ্ম
সেই অধোক্ষজে, ভাবিয়া অপত্য নিজ,
বাঁধিবারে হইলা সসজ্জা, রজ্জুযোগে
ক্ষুদ্র উদূখলে॥ কিন্তু সে বন্ধন দাম,
মানে ন্যূন দ্বিঅঙ্গুল; করি আহরণ
রজ্জু পুনঃ, সংযোজিলা দীর্ঘতা বিধানে।
পুনরপি দ্বিঅঙ্গুলি ঘটিল হ্রস্বতা,
অন্য রজ্জু করিলা যোজনা পুনর্ব্বার;
অসম্পন্ন তথাপিচ গ্রন্থির সন্ধান।
এইরূপে নন্দ গৃহে সঞ্চিত তাবৎ,
সূত্র রজ্জু হইল নিঃশেষ; হ'ল ব্যর্থ
বন্ধন প্রয়াস, অবশেষে নন্দজায়া,
দাসীগণে ডাকিয়া নিকটে, আদেশিলা,
প্রতিবেশী গৃহস্থিত রজ্জু আনয়নে;
পুঞ্জ পুঞ্জ রজ্জু তারা কৈলা আয়োজন,
সে সকল হ'ল নিয়োজিত, শিশু পুত্রে

করিতে বন্ধন; পুনঃ সেই পূর্ব্বমত
রজ্জু অসদ্ভাব। আজি পরাজিতা মাতা,
অসমর্থা বাঁধিতে গোপালে। জনমিল
মনে তাঁর, লজ্জা ভীতি বিস্ময় সংশয়;
বন্ধন প্রয়াস পরিশ্রমে, কলেবর
শ্রমজলে হইল আপ্লুত; পরিধেয়
ক্ষৌমবস্ত্র হইল স্তিমিত, অপ্রমেয়;
ব্যর্থতায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া জননী।
যাঁর মায়া দুর্ভেদ্য বন্ধনে, ত্রিজগৎ
বদ্ধ অভিভূত, তাঁর ইচ্ছা প্রতিকূলে
তাঁহার বন্ধন, অতি তুচ্ছ রজ্জু বন্ধে,
এ দুরাশা পরিণত হয় কি বাস্তবে!
জানি মনে অন্তর্যামী মাতার মনন,
আত্মনিবেদন কষ্ট শ্রম কঠোরতা,
স্ব ইচ্ছায় পড়িলেন বাঁধা, যশোদার
অভীষ্ট পূরণে, উদূখল রজ্জু বন্ধে;
চলিলেন যশোমতী নিশ্চিন্ত অন্তরে,
গোপালে করিয়া বন্দী দুগ্ধ আবর্ত্তনে।
আত্মবশ স্বতন্ত্র শাশ্বত হরি মাত্র,
নিরঙ্কুশ তাঁহার বিধান বিশ্বধামে;

উন্মাদিনী লীলাশক্তি তাঁর, যাঁর বশ
আপনি ঈশ্বর, আত্মতন্ত্র লীলাতন্ত্র
এক সে কৈবল্যে। দেব-নর-গন্ধর্ব্বাদি
তাঁহারই বিলাস, তাহারই প্রকাশে
বিকাশিত লীলাপদ্ম ভবসিন্ধু-নীরে ;
কর্ণিকারে গোপলীলা গোপীলীলা তাঁর,
মধু তাঁর, মধুর বিহার নিধুবন
ক্রীড়া, ব্রহ্মা ভব বাঞ্ছে যাহা, ভিক্ষা লক্ষ্মী
মাগেন যে রস, সহ দেব লক্ষ্মীপতি।
অন্য পরে কা কথা যা, শ্রুতি ঋষি দেবী,
লীলাচক্র চক্রবর্ত্তীসহ যুগে যুগে,
কলেবর ধরি নিত্য মাগে আস্বাদন।

যমলার্জ্জুন ভঙ্গ।

হেথা এক নবরঙ্গ হ'ল আবির্ভূত,
অদভুত দামদান্ত শিশু কর্ষি বলে
উদূখল, পলায়ন উদ্যোগে তীর্য্যক,
করিলেন বদ্ধ প্রান্ত মহাতরুদ্বয়ে।

গতিশীল বালকের বলে, যুগ্মতরু
মূলদেশ হইল ব্যাহত গুরুতর ;
তদুপরি গুরু আকর্ষণ সহে কেবা !
শিশুবেশী অমিতবিক্রমী ভগবান।
মহাবেগে হইল কম্পিত, আলোড়িত
অর্জ্জুন-পাদপদ্বয়, যথা আন্দোলিত
তরুরাজি, প্রলয়ের ভীম প্রভঞ্জনে,
স্কন্ধ শাখা পর্ণবীথীসহ। মহাতেজা
বালক ভূমার, মহাভীম পরাক্রম
সহিতে না পারি, ধরণী প্রোথিত অংশ
মূল উপমূল, উৎখাতি ভূতলশায়ী
হইল অমনি গরজি গভীর নাদে,
জলধর নির্ঘোষ সমান। হেনকালে
অকস্মাৎ, তেজঃপুঞ্জ অনল প্রভাব,
অথবা গলিত হেম বরণ উজ্জ্বল,
যোগসিদ্ধ পুরুষ যুগল, দেহ কান্তি
বিমল প্রভায়, সর্ব্বদিক্ দিগন্তর
কৈল উদ্ভাসিত। ভক্তিভরে নমি শির
কৃতাঞ্জলিপুটে, অশ্রুবিগলিত নেত্রে
কহিলা বিনয়ে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-মূলে ;—

হে অখিল লোকনাথ! হে মহাযোগিন্
কে তোমায় বলিবে বালক? আদ্যানাদ্য
মহাব্যক্ত, ব্যক্ত বিশ্ব তোমার স্বরূপ;
সর্ব্বজীব উৎপত্তির পূর্ব্ব-পূর্ব্বতন,
অপাদান তুমি বিদ্যমান। কর্ত্তা তুমি
সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞের, সত্ত্ব-রজ-স্তমোময়ী-
স্থূল সূক্ষ্ম প্রকৃতি তোমার, হে ভূমন্!
প্রকৃতি পুরুষ তুমি, সর্ব্বভূত দেহ
প্রাণ, মন আত্মা ইন্দ্রিয় ঈশ্বর তুমি;
তুমি বিষ্ণু ভগবান অব্যয় অক্ষয়,
তুমি কাল কালাকাল কালের অতীত।
সদেহ বিদেহ কোন জীব, কৃপা বিনা
জানে না তোমায়। বাসুদেব! নমস্কার
চরণ-পঙ্কজে, তুমি ব্রহ্ম বিশ্বময়
বিধাতা সবার, নির্গুণ গুণাতিশয়;
যশঃ শ্রী ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, বৈরাগ্য বিজ্ঞান
তোমাতে সকল; অনুমানি অবতার
বলিয়া তোমায়। সর্ব্বলোক অধিপতি!
হে বিশ্বমঙ্গল প্রভু পরম কল্যাণ!
অবতীর্ণ তুমি এ জগতে, সর্ব্বাপদ

হরণের তরে, শান্তি ধর্ম্ম স্থাপনার্থ।
যদুপতে! কিঙ্করানুকিঙ্করজনের,
নমস্কার করহ গ্রহণ করুণায়।
মহামুনি নারদের রোষবহ্নি আজি,
করি দগ্ধ দুস্কৃতি মোদের, করিয়াছে
ভাগ্যোদয়, অভিশাপ বিপুল আশিষ।
মোরা যুগ্ম-সহোদর যমল-কুমার,
ধনেশ্বর কুবের সন্তান, অধীশ্বর
অলকারাজ্যের ধনমদ-মত্ততায়,
অপ্রমেয় গর্ব্বান্ধতা হেতু, মহত্ত্বের
করি অপমান, লভিনু পাদপ জন্ম।
পূর্ব্বকালে ছিনু মোরা রুদ্র-অনুচর,
কৈলাশশিখর মধ্যে পুষ্পিত-ফলিত,
মনোরম উপবনে ভ্রমিতাম সদা;
কভু সুর-তরঙ্গিণী মন্দাকিনী কূলে,
আরোহি তরণী বক্ষে ভ্রমিতাম কভু;
তরঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে সুরধুনী নীরে,
সন্তরণ দিতাম কখন, বারাঙ্গনা-
গণ সহকারে। সকৌতুকে জলকেলী
প্রমত্ত কখন, সে সব ললনা সঙ্গে;

ক্রীড়ামত্ত করী যথা করিণীরসহ।
ছিল রূপ মনোহর লাবণ্য মধুর,
অদম্য যৌবনগর্ব্ব তাহাতে প্রবল ;
রক্তজবাসমরাগ অরুণ-নয়ন,
অনুক্ষণ রহিত ঘূর্ণিত সুরাপানে।
অবজ্ঞাত হৈত চিত্তে দেবাসুর নর,
তৃণতুল্য ভাবিতাম ধরা, অহঙ্কার
প্রমত্ততা ঘোরে। অসংযত কটুভাষে
ছিনু পঞ্চমুখ, ছিল না দুর্ব্বৃত্তমনে,
বিন্দুমাত্র লজ্জা ভীতি ঘৃণা সঙ্কোচতা।
তাই মোরা ভ্রাতৃদ্বয় ভ্রমি সর্ব্বস্থানে,
অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট প্রণয় সঙ্গীত,
মুক্তকণ্ঠে গীত ছন্দে গাহিতাম সদা ;
বীভৎস তাণ্ডবতাল গভীর নর্ত্তনে।
একদিন সুরধুনী তটিনী সলিলে,
কামিনী-নিবহ মাঝে বিবসন দেহে,
ছিনু মত্ত সলিল বিহার মহোৎসবে,
অজ্ঞানতা বিবশ পরাণে। হেনকালে
দৈবচক্রে পন্থা অতিক্রমি, পান্থরূপে
ভ্রাম্যমান, মহীয়ান দেবর্ষি নারদ,

অতর্কিতে উপনীত হইলেন তথা।
মহাতেজা দেবর্ষিরে হেরি সম্মুখীন,
বিবসনা ক্রীড়োন্মত্তা বিদ্যাধরীগণ,
অভিশাপ ভীতি সঙ্কুচিতা, ক্ষিপ্রগতি
করিলেন নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান ;
উত্তরীয়ে আবরি বদন। কিন্তু মোরা
মদদৃপ্ত, লালসার জ্বলন্ত প্রতীক ;
তেজঃপুঞ্জে গরীয়ান্ দীপ্তসূর্য্যসম,
লোকমান্য মহাযোগী দেবর্ষি নারদে,
উপেক্ষিয়া রহিলাম নির্লজ্জ বিবস্ত্র ;
হেরি এই দুর্নীতি মোদের, তপোধন
ভাবিলেন মনে, ক্ষিপ্ত বুঝি ভ্রাতৃদ্বয়,
নাহি প্রজ্ঞা বাহ্য অনুভূতি ; তাই তিনি
ধ্যাননেত্রে, সত্য তত্ত্ব করিলেন স্থির :—
জন্মান্তর কৃতকর্ম্মে যক্ষ পুত্রদ্বয়,
লভিয়াছে পশ্বাধিক কদর্য্য আচার ;
তাই তারা অঙ্গ ঢালি পাপের পাথারে,
ধাবিয়াছে দ্রুতগতি ধ্বংস অভিমুখে।
ঐশ্বর্য্য যৌবনমদে মদিরা সেবনে,
গণিকাগণের প্রেম দীপ্ত-অনুরাগে,

আসক্তি আসঙ্গলিপ্সা উন্মাদনা ঘোরে,
বিশাল সৌভাগ্যভ্রংশ হ'ল ইহাদের।
মহাত্মা পরার্থপর দেবর্ষি নারদ,
অনন্তর চিন্তিলা অন্তরে, নিমজ্জিত এরা,
ভ্রান্তিময় সুদুস্তর সখাদ-সলিল
অন্তস্তলে; মুক্তিলাভ কল্পনা অতীত।
অবশ্য কর্ত্তব্য, পতিতজনের প্রতি
কৃপাদৃষ্টিপাত; কহিলা দয়ালু ঋষি,
আশিষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ অভিশাপ;
মিত্রাপেক্ষা শত্রুভাবে সাফল্য অধিক,
খ্যাত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, স্বর্গ দ্বারী
জয়-বিজয়ের, জন্মত্রয়ে মুক্তিলাভ।
অপুত্রক দশরথ অন্ধমুনি শাপে,
লভিলেন পুত্রচতুষ্টয়, চারি অংশে
পূর্ণ ভগবান, হ'ল সেই অভিশাপ,
সৌভাগ্য সত্তম শ্রেষ্ঠ বরে পরিণত।
সেইরূপ মণিগ্রীব নলকুবরের,
হবে কৃপাপদবাচ্য গুরু অভিশাপ।
জল-ভারাক্রান্ত শান্ত জলধর রবে,
কহিলা দেবর্ষি পুনঃ, হে নলকুবর!

মণিগ্রীব। ধৃষ্টমতি করি লক্ষ্য হ'ল
অনুমিত, তোমাদের নিশ্চিত পতন,
সদাচার পরিপন্থী হেরি যে সকল।
ঐশ্বর্য্য গর্ব্বের গর্ব্বে ওতপ্রোত ভাবে,
আছে সুরা দ্যূতক্রীড়া বারবিলাসিতা ;
এতত্রয় সমাগমে পুরুষ সবার,
বুদ্ধি জ্ঞান ভ্রংশ যেই মত, আভিজাত্য
কিম্বা রজোগুণের প্রভাবে, মতিভ্রম
হয় না তেমতি। হেন পাপে সর্ব্ববিধ
ঘটে অঘটন, অভক্ষ্য ভক্ষণ দোষ
অগম্যাগমন, অকথ্য অসত্য ভাষে
বাক্য কথনাদি, অবিচার অনাচার,
হিংসা দ্বেষ, নিন্দা চর্চ্চা, চৌর্য্য চতুরতা,
যাহা কিছু অপকর্ম্ম ভবে, আত্মশক্তি
প্রকাশে ভীষণ। অজিতাত্মা নিরদয়,
প্রাজ্ঞতা প্রকাশি গর্ব্বে পশু হত্যা করে
অকুণ্ঠায় ; কিন্তু এ নশ্বর কলেবর,
নরদেব ভূদেব প্রভৃতি, নামধেয়
হলেও তাঁহারা, ক্রিমি বিষ্ঠা ভস্মাদিতে,
পরিণামে হবে পরিণত। 'হন্তা কভু

করি প্রণিধান, বুঝে নিজ প্রয়োজন ?
এ দেহ কি অন্নদাতাজন অধিকৃত ?
কিম্বা প্রাপ্য পিতা মাতা সপিণ্ডগণের,
ক্রেতা কিম্বা বলোদ্ধতজনের সম্পদ,
কিম্বা অগ্নি সত্ত্ববান, শৃগাল কুক্কুর ?
কোনক্রমে এ সকল হয় না নির্ণয়।
হয় মন সন্দিহান দেহ সাধারণ,
অব্যক্ত বস্তুতে জাত, হয় পুনরায়,
অব্যক্তের মাঝে সেই দেহের বিলয়।
অসজ্জন ব্যতিরেকে সজ্জন কোথায় ?
প্রাণীহিংসা পাপ-পঙ্কে হয় নিমগন।
করি মিষ্ট তিরস্কার জিজ্ঞাসিল ঋষি,
অন্ধ যারা ঐশ্বর্য্য গরবে, কি ভৈষজ্য
আছয়ে তাদের, চক্ষুরোগে হিতকর ?
দরিদ্রতা তাহাদের উৎকৃষ্ট অঞ্জন।
দরিদ্র নিরভিমান দাম্ভিকতা হীন,
আত্মসহ অন্যজনে করিয়া তুলনা,
ভাবে মনে, সর্ব্বজন শ্রেষ্ঠ আমা হ'তে
শান্ত দান্ত ভক্তি-ভাব বিনম্রবদন,
ফলভারে অবনত রসাল যেমতি।

দুর্ব্বাদল পদতলে হইয়া দলিত,
নির্ব্বিকার হষিত শ্যামল, সহিষ্ণুতা
অলঙ্কৃত ক্ষমার প্রতীক ; কৃশকায়
কোমল স্বভাব, আত্মদানে নিত্যরত
জগৎ কল্যাণে ; দরিদ্র তদনুরূপ।
বারেক যাহার অঙ্গে বিদ্ধয়ে কণ্টক,
সেই জানে মনে প্রাণে কি যন্ত্রণা তার ;
সমদুঃখ সকলের অনুভবে সেই।
হেরি শুষ্ক ম্লান মুখ, কে বুঝিবে ব্যথা
অন্যজনে ? স্পর্শে মর্ম্মে দুঃখ বা কাহার,
ভুক্তভোগী ভিন্ন আর ? হৃদয়-বীণার
তন্ত্রীধ্বনি উঠে কার, দরিদ্রের দুঃখ-
দৈন্য ঘাত-প্রতিঘাতে। মনীষী যে জন
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, হয় অনুভূতি
তাঁর, পরের বেদনা ; তাই তিনি রত,
পরহিত মহাব্রতে ; কিন্তু আত্মসুখী
স্বার্থপর, ব্যস্ত সদা আত্মসমর্থনে।
নহে তারা পরহিতকামী, দীনহীন
দরিদ্র যেজন, আমি আমি আমিত্বের
ঘোর অহমিকা, দুষ্টক্ষত রোগমুক্ত।

ইহলোকে যদৃচ্ছায় সেই, ভুঞ্জে শত
দারুণ দুস্কৃতি, জ্ঞানবৃদ্ধ মহাজন-
জনের সমীপে, নহে কষ্ট এ সকল ;
আত্মোন্নতি মাত্র তার পরম তপস্যা।
অন্নশূন্য দরিদ্রের দেহ, অনুক্ষণ
হয় ক্ষীণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, হয় তার
কর্ম্মেন্দ্রিয় নীরস নিস্তেজ, যায় দূরে
বিলাস ব্যসন। হীনকর্ম্ম সম্পাদনে
উদ্দাম সাহস, নিরঙ্কুশ পশ্বাচার,
হয় লুপ্ত যেন চির সুষুপ্তির ঘোরে ;
অথবা জ্বরাদিগ্রস্ত কতিপয় রোগে,
উপবাসে রসক্ষয়ে যথা, হয় শান্ত
লুব্ধ মন, তৃপ্তি হয় আশা আকাঙ্খার ;
শুদ্ধচিত্ত জানি তাহাদের, সমদর্শী
সদাশয়গণ, দরিদ্রে জগৎপূজ্য
নারায়ণ জ্ঞানে, যথাসাধ্য সাহচর্য্য
করেন তাদের সমাদরে ; কিন্তু তাঁরা
ধনগর্ব্বী দুর্জ্জনজনের, সহযোগ
বিষবৎ করেন বর্জ্জন। সুদুর্ল্লভ
সাধুসঙ্গে, দীনহীন দরিদ্র যে জন,

লভে সিদ্ধি তপস্যার ফল। এবম্বিধ
যুক্তিযুক্ত দিয়া উপদেশ, অবশেষে
তপোধন কহিলা মোদের, রে গর্ব্বান্ধ!
অজিতাত্মা স্ত্রৈণ ভ্রাতৃদ্বয়! লোকপাল
তনয় হইয়া, দেখি ধৃষ্ট ব্যবহার;
নির্ল্লজ্জ উলঙ্গ পশুসম তোমাদের।
পিতৃমান হেতু কৃপাবশে, অভিশাপ
করিনু প্রদান, অচিরে স্থাবর বৃক্ষে
হও পরিণত। তবে অনুগ্রহে মম,
স্মৃতিধ্বংস হবে না কখন তোমাদের;
রহিলে জাগ্রত স্মৃতিশক্তি, থাকিবেক
ভয় সতর্কতা, করিবে না কভু আর
ঘৃণ্য আচরণ। দিব্য একশত বর্ষ
হইলে বিগত, মুক্তিদাতা বাসুদেব
সান্নিধ্য লভিয়া, পুনর্ব্বার ভ্রাতৃদ্বয়ে,
তদ্বিষয়িণী ভক্তি করিবে অর্জ্জন।
হেনমতে তপোধন দেবর্ষি নারদ,
পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠ বর গুরু অভিশাপ,
প্রদানিয়া চলিলেন বৈকুণ্ঠ ভুবনে;
শ্রীনাথ চরণপদ্ম করিয়া স্মরণ।

অমোঘ দেবর্ষি বাক্যে ত্বরায় মোদের,
হ'ল প্রাপ্তি পাদপত্ব স্থাবর জনম ;
অনুকম্পাবলে তব কৃপাময় আজি,
লভিলাম ভ্রাতৃযুগ্ম পূর্ব্ব দিব্যদেহ।
হে আশ্রিতজনের বান্ধব ! যাচকের
বাঞ্ছাকল্পতরু ! যাচি ভিক্ষা শ্রীচরণে।
শক্তিমান ! দাও শক্তি অন্তরে বাহিরে ;
দশেন্দ্রিয়-সমন্বিত বিনশ্বর দেহে।
বাক্য যেন তব নাম গুণানুকীর্ত্তনে,
শ্রবণ শ্রবণানন্দে মহিমা তোমার,
যেন রত থাকে অবিরত ; করদ্বয়
চরণ সেবায়, চরণ চিন্তনে চিত্ত,
লিপ্ত থাকে যেন অনুক্ষণ ; আমাদের
নত শির যেন অবনত, থাকে সদা,
তোমার আবাসভূত জগৎ প্রণামে।
দৃষ্টি যেন তব মূর্ত্তিভূত, সাধুগণ
দর্শন লালসে, হয় মুগ্ধ পুলকিত ;
পূরাও বাসনা ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণকারী,
হে বালক ! বাসুদেব বারিদবরণ।
মণিগ্রীব নলকুবরের, স্তবে তুষ্ট

বিগলিত শ্যাম-নবঘন ; উত্তরিলা
অমিয়বচনে, লোকপাল পৌলস্ত্যের
তনয় তোমরা ; ধনমদ মত্ততায়
বিস্মরি আমায়, চলেছিলে অন্ধসম
কণ্টকিত পথে ; কিন্তু মম প্রিয়তম
মদ্‌গত প্রাণ, দেবর্ষির অভিশাপ
অনুকূলতায়, মুক্ত যুগ্ম-সহোদর,
পতনের কবল হইতে। পূর্ব্বে সুবিদিত
আমি এ সকল, সর্ব্ববিধ বিভীষিকা
অপসৃত এবে তোমাদের। দিবাকরে
করিয়া দর্শন, থাকে না যেমতি কভু,
পুরুষের দৃক্ দৃশ্য ভ্রান্তি সমুদয়,
তেমতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আত্মবিদ্‌গণ,
ভক্তিযোগে যাহারা আমারে, করিয়াছে
মনঃ প্রাণ চিত্ত-সমর্পণ ; মম রূপ
সন্দর্শনে যাঁরা, পেয়েছে পরমানন্দ,
বিনির্ম্মুক্ত তাঁরা এই সংসার-বন্ধনে।
মণিগ্রীব ! হে নলকুবর ! লহ বর
এক্ষণে তোমরা, জন্মিয়াছে যেই প্রীতি
আমাতে সংপ্রতি, সেই সুকৃতির ফলে,

হ'লে মুক্ত বিশ্ব-কারাগার, হ'লে মুক্ত
মায়া-মোহ অষ্ট-মহাপাশ। হৃষ্টচিত্তে
যুগ্ম-সহোদর, শ্রীমুখের শুনি বাণী
অভয় আশীষ, যশোদার স্নেহদাম-
বদ্ধ ভগবানে, প্রণিপাত প্রদক্ষিণ
করি পুনঃপুনঃ, প্রস্থানিলা উত্তরাস্তে।

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন মোচন।

যমলঅর্জ্জুন-ভঙ্গ পতন নিনাদে,
আতঙ্কিত ব্রজবাসী, সানন্দ সুনন্দ
নন্দ উপানন্দ আদি, আইলা ত্বরিতে,
বজ্রপাত করি অনুমান; কিন্তু তথা
হইল গোচর যুগ্মতরু ভূপতিত,
শুধু মাত্র উদূখল আকর্ষণকারী,
অর্দ্ধনগ্ন পীতাম্বর তথা উপনীত।
আবিষ্ট সকলে, বিপুল বিস্ময়রসে;
এ কাহার কৃতকার্য্য! সম্ভবে কি কোথা,
অহেতুক কর্ম্ম কভু! নানা আলোচনা

হেনমতে চলিল বহুল। বালকের
পক্ষে সাক্ষী, আসিল বালকদল তথা
অবিলম্বে ; সমস্বরে কহিল সকলে,
যমলবৃক্ষের মধ্যে প্রবেশি গোপাল,
তীরশ্চীন উদূখল করি আকর্ষণ,
ভঙ্গ কৈল যুগ্মতরু নেত্রের নিমিষে।
দৃশ্য অভিনব এক দেখিনু আমরা,
নিষ্ক্রান্ত, পাদপ ভেদি' যুবক-যুগল,
সুবর্ণ-চম্পকভাতি দিব্য কলেবর,
তেজঃপুঞ্জ শান্ত সুবিমল। করপুটে
সবিনয়ে তাঁরা, কতই কি নিবেদিল
গোপাল সকাশে ; কি বর্ণিব তাঁহাদের
দেহকান্তি সৌন্দর্য্য বারতা ; অতঃপর
আরোহিয়া পুষ্পক-বিমানে, স্বর্গপথে
করিল প্রয়াণ। বুঝি বা দেবতা তাঁরা!
শুনিয়া অদ্ভূত বাণী, স্তম্ভিত হইল
গোপগণ ; কোন জন করিল প্রত্যয়,
কেহ অবিশ্বাসে তাহা কৈল নিরসন,
বালক বচন বোধে। কটিতটে বদ্ধ-
উদূখল, তথাপি সে চপল গোপাল,

অবাধে করয়ে বিচরণ, আকর্ষণ
করি গুরুভার। করে হাস্য দেখি নন্দ
কৃষ্ণগতপ্রাণ, অনন্তর মহানন্দে
নন্দ গোপরাজ, করিয়া বন্ধনমুক্ত
আপন নন্দনে, বক্ষে ল'য়ে নিজ কক্ষে
করিলা গমন; চলিলা পশ্চাতে তাঁর
ব্রজবাসী গোপবৃন্দ প্রসন্নবদনে;
চলিলা বালকসঙ্ঘ ক্রীড়া অনুচর।

ব্রজে পুণ্য-প্রভাত।

যাপি দিবা গোপ গোপী কৃষ্ণ-স্মৃতি-সুখে,
স্মৃতিময়ী নিদ্রাক্রোড়ে যাপে যবে যামী,
জাগৃতি করিতে দান সুপ্ত বিশ্ব-জীবে,
বন্দিবারে ব্রজজনে বিহগ-নিচয়,
ধরিল সুতান; গুঞ্জরিল শিলীমুখ,
বিমোহন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ছলে।
হাস্যময়ী ঊষা আগমনে, হ'ল মুক্ত
তমিস্রার ঘন অন্ধকার; ক্ষীণারুণ

সৌরকররাশি, পূরব জলধি ভেদি',
সমুদিল ধরণী উজলি। পর্য্যঙ্কের
কোমলাঙ্ক ত্যজি নীলমণি, উপদ্রব
কোলাহলে করিলা জাগ্রত, মাতা পিতা
পুরবাসীজনে। নিদ্রাভঙ্গে জাগরিত
নরনারীগণ, নেত্রোৎসব কৃষ্ণ-চারু-
ফুল্লানন হেরি, করিলেন গাত্রোত্থান;
কোটি-জন্মার্জ্জিত পুণ্যে হয় না সম্ভব,
ব্রজজন ভিন্নে কভু হেন সুপ্রভাত;
সুরবৃন্দ, সুরেশ্বর, সুরপতি ভালে।
    কেহ সংস্কারে রত হৈল মনোযোগে,
গৃহপুর প্রাঙ্গনের, কেহ বা তৈজস,
গোগৃহ মার্জ্জনা করে কেহ, কেহ রচে
স্তূপাকার গোময় পর্ব্বত; গো-দোহন
অভ্যস্ত যাহারা, ব্যস্ত আরম্ভিল তারা;
দধি দুগ্ধ মন্থনে বা কেহ, সকৌতুকে
দিল যোগদান। দোহন মন্থন শব্দে
হইল শব্দিত, সর্ব্বদিক্ দিগন্তর,
সে অব্যক্ত সুমধুর গভীর নিঃস্বনে,
ভাষ্যকার ভাষা তাহা ভাষিতে অক্ষম।

ক্রীড়াশীল শিশু কৃষ্ণ সরলতাময়,
নির্ব্বিকার পারতন্ত্র্যহীন, নিত্য সত্য
সর্ব্বনিয়ামক, ক্রীড়নক বসুন্ধরা
শ্রীকরে যাঁহার; মত্ত তিনি কুতূহলে,
কাল্পনিক কন্দুক ক্রীড়ায়, সঙ্গীসহ
নন্দপুরী অঙ্গনের মাঝে। নৃত্য গীত
অঙ্গ ভঙ্গি, করে কৃষ্ণ কভু নানা ছন্দে,
পদক্ষেপ করয়ে ঘোষণা, রুণু ঝুণু
সুমধুর নূপুরের ধ্বনি; সঙ্গীতের
তালে কভু দিয়া করতালি, করে নৃত্য
যশোদাজীবন; বিনোদবেণীতে দোলে
ললাটের মাঝে, দীপ্ত পদ্মরাগমণি
হেম-বিজড়িত; বিকম্পে শ্রবণ মূলে,
মণিময়-কনক-কুণ্ডল, রঙ্গ দেখি
স্মিতমুখে দেয় করতালি, গোপবৃন্দ
গোপবালা বামাকুল। সেই নিত্যানন্দ-
রসে, ভাসমান পুণ্য-ভূমি শ্রীগোকুল,
নাহি যে বিমলানন্দ অমর নগরে।

শ্রীকৃষ্ণের ফলভক্ষণ।

একদা প্রভাতকালে নন্দরাজ দ্বারে,
বর্ষিয়সী আইলা জনেক, সুসজ্জিত
পশরায়, মধুরাম্ল পক্ক নানা ফল ;
গণনায় প্রচুর প্রমাণ। উচ্চরবে
করিল আহ্বান,—কে লবে সুমিষ্ট ফল ?
হেনমতে ক্রেতাগণে করিতে জ্ঞাপন,
অন্তঃপুর হ'তে শব্দ শুনিয়া গোপাল,
অঞ্জলিপূরিত ধান্য করিয়া গ্রহণ,
দ্রুতপদে কৈলা আগমন পুরদ্বারে।
কিন্তু ধান্য আনয়নে, ছড়াইল পথে
নিদর্শন, শ্রেণীবদ্ধ পিপীলিকা-সম ;
গোপালের স্তেয়নবৃত্তি হ'ল প্রমাণিত।
দ্বারে দাঁড়াইলা হরি সর্ব্বফলদাতা,
অকিঞ্চিৎ ফলপ্রার্থীরূপে ; কহিলেন
মৃদু ভাষে, বিক্রয়িণী বৃদ্ধার নিকটে,
ধান্য বিনিময়ে ফল কর'গো প্রদান,

মাতার অজ্ঞাতসারে মোরে। যদি মাতা
হেন দৃশ্য নিরখে নয়নে, পরমাদ
ঘটিবে বিষম, প্রহার লাঞ্ছনা কত।
শিশুর অমৃত ভাষে তুষ্টা বর্ষিয়সী,
ধান্য ল'য়ে দিল ফল করি পূর্ণাঞ্জলি ;
তুষ্ট কৃষ্ণ হাস্য আস্যে করিল প্রস্থান।
গমন সময়ে বৃদ্ধা হেরিল নয়নে,
আশ্চর্য্য অভাবনীয় ঘটনা অদ্ভুত ;
বালক প্রদত্ত ধান্য হইল কিরূপে,
সুবর্ণ মাণিক্য মুক্তা বিবিধ রতন।
অর্থ ভাণ্ডে নাহি স্থান তিল ধারণের।
কোন্ দেবতার দয়া দুর্গতা দাসীরে,
ভাবি তাই চিন্তা ভয় বিস্ময় কৌতূকে,
অভিভূতা হইলা রমণী। ভাবে কভু
নিশার স্বপন, কি এক প্রলয় ঝঞ্ঝা,
মানস-সরসী মাঝে বহিল তাহার ;
সমুদ্বেল বাত্যাকুল করিল পরাণ।
বহুক্ষণ চিন্তারণ্যে করি পর্য্যাটন,
বর্ষিয়সী করিলা মনস্থ,— এ বালক
নহে ত', মানব। নন্দপুরে আবির্ভূত

শিশু ভগবান। কাকুৎস্থ-কুলচন্দ্র
চরণ পরশে, পাষাণ মানবী হ'ল,
কাষ্ঠ তরী হইল কাঞ্চন, এই সেই
ভুবনপাবন; তেঁই করস্পর্শে ধান্য
হইল রতন। হে নন্দনন্দনশ্যাম!
অযাচিত করুণায় দূরিলে দারিদ্র্য,
নিজ গুণে দয়াময় দিলে দরশন;
তেমতি দূরিত-দূরি নিদান-বান্ধব,
দুরন্ত অন্তিমদিনে দিও পদাশ্রয়;
যাচে ভিক্ষা পদাম্বুজে কিঙ্করী তোমার।
অসীম সুকৃতি ফলে দরিদ্রা রমণী,
ভক্তিপ্রিয়-ভবারাধ্য দর্শন স্পর্শন,
হৃদিকর্ণ রসায়ন অমিয় মধুর,
শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ আনন্দে,
চিন্তা ধ্যান ধারণায় প্রমত্ত পরাণে,
ধীরে ধীরে নিজ গৃহে করিলা প্রস্থান।

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণকাব্যে বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনমোচন, ব্রজে পুণ্য-প্রভাত ও শ্রীকৃষ্ণের ফলভক্ষণ নামক পঞ্চম সর্গ এবং প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

শব্দার্থ।

পৃষ্ঠা।

১ দর্দ্দুর—ভেক।

২ দেউটি—প্রদীপ।

৩ আশীবিষ—সর্প।

৪ অদ্রি—পর্ব্বত।

৮ কামদুঘা—কামধেনু।

১১ কলকণ্ঠ—রাজহংস।

কলঘোষ—কোকিল।

১৩ সিঞ্জন—অব্যক্ত মধুর ধ্বনি।

১৪ আতপত্র—ছত্র, অষ্টাপদ—সুবর্ণ, বালার্ক—বালকসূর্য্য।

১৬ মেখলা—কটিআভরণ।

১৮ জুগুপ্সিত—নিন্দিত।

জিঘাংসা—হননেচ্ছা।

বিভাবসু—সূর্য্য।

২৩ চিকুরনিনাদ—বজ্রধ্বনি।

বাগুরায়—জালে।

২৪ আখণ্ডল—ইন্দ্র।

২৬ শলভ—পতঙ্গ।

২৮ তালকযন্ত্র—তালা, সান্দ্র—গাঢ়, আবর্ত্ত—মেঘ।

পৃষ্ঠা।

২৯ শরণিনিকর—পথ সমূহ।

৩০ চেটী—দূতী।

৩২ জম্বুকী—শৃগালী।

৪৬ ক্ষেমঙ্করী—মঙ্গলকারিণী।

৪৭ উশীর—বেণামূল।

কুহেলিকা—কুজ্ঝটিকা।

৪৮ সিতপক্ষ—শুক্লপক্ষ।

দ্বিরদ—হস্তী।

৪৯ কপিত্থ—কয়েৎবেল।

৫০ খিন্ন—দুঃখিত।

৫২ মহাদ্রি—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ।

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

৫৪ ধ্বান্তধারা—অন্ধকাররাশি।

অর্ব্বলী—পর্ব্বত।

ঋক্ষ—ভল্লুক।

৫৫ ময়ূখ—কিরণ।

মঞ্জির—নূপুর।

৫৬ বহিনী—নৌকা।

বহিত্র—হা'ল।

পৃষ্ঠা।

৫৭ যামঘোষতনয়—শৃগালশিশু।

অরিন্দম—শত্রুদমনকারী।

৫৮ আজান—আজন্ম।

৬২ গীর্ব্বাণগণের—দেবতাগণের।

৬৩ সুরবল্লী—তুলসী।

৬৪ প্রমনা—আনন্দিত।

৬৫ সীমন্তিনী—সধবা রমণী।

ব্রততী—লতা।

৬৭ আভীর—গোপ।

কঞ্চুক—সাঁজোয়া।

৬৮ সর্জ্জরস—ধুপ।

কিঞ্জল্ক—পদ্মকেশর।

৭০ পীতরস—হরিদ্রারস।

৭১ জরতী—বৃদ্ধা।

৭৪ তান্তবআগার—তাঁবু।

৭৫ বাহ্যমান—ভাসমান।

৭৯ অম্বুরাশি—সমুদ্র।

৮০ কন্দুক—ভাঁটা।

৮৪ করভীকর—হস্তিনীশুণ্ড।

৮৫ তর্ষিত—তৃষাতুর।

অংশুমালী—সূর্য্য।

৮৬ বরটা—হংসী।

৯১ কর্ব্বুর—রাক্ষস।

পৃষ্ঠা।

৯২ নিক্কণে—চিৎকারে।

৯৩ ঈশাদন্ত—হল ফলকের মত দন্ত, সূর্পসম—কুলার মত।

দেবাত্মা—পর্ব্বত।

৯৫ অপস্মার—মূর্চ্ছারোগ।

৯৬ কুলিশাহত—বজ্রাহত।

৯৭ বিহঙ্গিকা—বাঁক, বহনযন্ত্র।

শিলোচ্চয়—পর্ব্বত।

৯৯ পিশিতাশনা—মাংসাশিনী।

নরবিঘাতিনী—নরহন্ত্রী।

প্রমীতা—মৃতা।

নির্জ্জর—দেবতা।

১০০ দ্রবিণ—ধনরত্ন।

১০২ পারমেষ্ঠ—ব্রহ্মপদ।

নাকপৃষ্ঠ—স্বর্গরাজ্য।

দীধিতি—কিরণ।

আনকদুন্দুভি—বসুদেব।

অধোক্ষজ—শ্রীকৃষ্ণ।

১০৫ ঝঞ্চনা—বজ্র।

১০৬ শুচিস্মিত—বিশুদ্ধচিত্ত।

১০৭ দধ্যক্ষত—দধি, আতপ তণ্ডুল।

দর্ভাদির—কুশাদির।

পৃষ্ঠা।

১০৯ অজাতশত্রু—যাহার শত্রু জন্মে নাই, মণ্ডুক—ভেক।
অহি—সর্প।

১১০ বিকচ—বিকশিত, প্রসূন—পুষ্প, ঋক্ষরাজি—নক্ষত্রসমূহ।
ধারাধর—মেঘ।
আদিত্য—সূর্য্য।

১১১ বিহায়স—আকাশ।
পাংশু—ধূলি, কূর্পর—কঙ্কর।
লোষ্ট্র—ঢিল।

১১৫ অজির—প্রাঙ্গন।
মুহ্যমানা—দুঃখিতা।

১১৬ কুট্মল—ফুলের কুঁড়ি।
শৌল্বিকের—কাঁসারির।
ভস্ত্রা—হাতিন, চর্ম্মপুটক।

১১৭ সিকতা—বালুকা।
তুঙ্গ—উচ্চ, ইরম্মদ—বিদ্যুৎ।
কন্টকী কেতকী—খর্জ্জুর।

১১৮ শষ্পদাম—তৃণসমূহ।
সর্পি—ঘৃত।

১১৯ উত্তমাঙ্গে—মস্তকে।

১২২ চত্বরের—আঙ্গিনার।

পৃষ্ঠা।

১২৬ অর্ব্ভক—বালক।
জাগরূক—জাগ্রত।

১২৭ আন্তরনেত্রে—ধ্যাননেত্রে।
বলোদ্বেল—মহাবলশালী।

১২৮ সঙ্কর্ষণ—সম্যক আকর্ষণ।

১৩১ লোকত্তর—লোকশ্রেষ্ঠ।
শীকর—জলকণা।

১৩৭ আশা—দিক্, নিঃস্যন্দিত—ক্ষরিত, সিতোজ্জ্বল—শুভ্র ও উজ্জ্বল, বিম্বিত—প্রতিফলিত।

১৩৮ অম্বাদ্বয়ী—জননীযুগল।

১৩৯ লাস্য—নৃত্য, লীলাব্যাজে—লীলাচ্ছলে, শোণপদ—রাঙ্গাপদ।

১৪১ স্তোয়বৃত্তি—চৌর্য্যকর্ম্ম।
দুগ্ধামিক্ষা—দুগ্ধ ও ছানা।
শাখামৃগ—বানর।

১৪২ বল্লব—গোপ,
বল্লবী—গোপী।

১৪৩ মাধুর্য্যাধূর্য্য—সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ।

১৪৪ উচ্চার—বিষ্ঠা।
দৌর্জ্জন্য—দুষ্টামী।

পৃষ্ঠা।

১৪৫ জবযুক্ত—গতিশীল।
মুহুর্বেপমান—ঘনকম্পিত।
ব্যালোল—চঞ্চল।
সন্তর্পিতে—শান্ত করিতে।

১৪৭ উদাত্তক্রন্দন—উচ্চ ক্রন্দন-ধ্বনি, ব্যত্যস্ত—উল্টা।

১৪৮ প্লবঙ্গ ও বলীমুখ—বানর।
প্লুতগতি—শীঘ্রগতি।
উত্তুঙ্গ—অত্যুচ্চ।

১৪৯ মন্দাক্ষে—লজ্জায়।
বিজৃম্ভিত—প্রকাশিত।

১৫০ উরুক্রম—বিশালক্রম যাহার শ্রীকৃষ্ণ।

১৫২ শাশ্বত—নিত্য, সত্য।
স্তিমিত—আর্দ্র।

পৃষ্ঠা।

১৫২ কৈবল্যে—অদ্বয়তত্ত্বে।
শ্রুতি—বেদ, কর্ণিকারে—পদ্মমধ্যে, দামদাস্ত—রজ্জুবন্ধনে দমিত।
তীর্য্যক—বক্র।

১৫৯ পরিপন্থী—বিঘ্ন, প্রতিকূল।

১৬৭ তীরশ্চীন—বক্রীভূত।
নিরসন—প্রত্যাখ্যান বর্জ্জন।

১৬৮ শিলীমুখ—ভ্রমর।
তমিস্রা—রজনী।

১৬৯ নেত্রোৎসব—নয়নের আনন্দদায়ক।

১৭০ পারতন্ত্র্যহীন—পরাধীনতাশূন্য।

১৭১ স্তেনবৃত্তি—চৌরকর্ম্ম।